প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিসনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্স

একটি রেগুলেটরি গাইড

International Labour Organization

BUILD
dialogue • research • advocacy
Business Initiative Leading Development

প্রকাশক
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) ও
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

গবেষণা করেছেন
বিল্ড-এর গবেষণা, সংলাপ, অ্যাডভোকেসি ও কমিউনিকেশন বিভাগ
প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবসা স্টার্ট-আপ লাইসেন্স

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্সেস একটি রেগুলেটরি গাইড

কপিরাইট বিল্ড

ISBN:

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)
ডিসিসিআই ভবন
৯ম তলা, ৬৫-৬৬ মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন:
ইমেইল: ceo@buildbd.org, info@buildbd.org
ওয়েবসাইট: www.buildbd.org

ডিসক্লেইমার

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতের জন্য বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) যৌথ উদ্যোগে এই **'প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্সেস: একটি রেগুলেটরি গাইড'** প্রকাশিত হয়েছে। উদ্যোক্তাদের জন্য, বিশেষ করে নতুন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য, ব্যবসা শুরুর প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, অনুমোদন, সনদপত্র, পারমিট ও ফিস সংক্রান্ত সকল তথ্য এই গাইডবুকটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে এটি একটি আম্ব্রেলা পাবলিকেশন হিসেবে সকলের কাজে লাগে।

এই গাইডবুকটি আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় বিল্ড কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত তথ্যাবলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকার, সরকারি ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও গৃহীত উৎস অনুযায়ী অধিকাংশ তথ্যই নির্ভরযোগ্য, তবে ব্যাখ্যার ভিন্নতা, পর্যায়ক্রমিক নীতিগত পরিবর্তন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদের কারণে তথ্যে কিছুটা পার্থক্য তৈরি হতে পারে।

বিল্ড ও আইএলও প্রকাশনাটি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। তবে এটিকে কোনো আইনি দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এই প্রকাশনার নির্ভুলতা যাচাইকরণে এবং সামগ্রিকভাবে এর প্রস্তুতকরণে **শিল্প মন্ত্রণালয়** সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত সর্বশেষ ও সুনির্দিষ্ট তথ্য জানতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ভিজিট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই গাইডবুকের সর্বত্র প্রতিটি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের লিংক প্রদান করা হয়েছে।

সূচিপত্র

বিল্ড-এর চেয়ারপারসনের বার্তা	৫
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর বার্তা	৫
বিল্ড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বার্তা	৬
প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডবুক সম্বন্ধে	৭
সংক্ষেপণ ও সংক্ষিপ্ত রূপ	৫
এই গাইডে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার তালিকা	৭
গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানঃ	৯
গুরুত্বপূর্ণ লিংকঃ	৫
অধ্যায়-১	৫
প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৫
অধ্যায় ২	৫
সাধারণ লাইসেন্স/সনদ/অনুমতিপত্র/নিবন্ধন/অনাপত্তি পত্র (ঘঙঈ)-এর আবশ্যিক শর্তাবলী	৫
২.১। করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)	৫
২.২ ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (বিআইএন)/ ভ্যাট নিবন্ধন	৭
২.৩। বাংলাদেশে ব্যবসার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা	৯
২.৪। নামের ছাড়পত্র সনদ	১০
২.৫। কোম্পানি নিবন্ধন (প্রাইভেট ও পাবলিক)	১২
২.৬। শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধন (যৌথ উদ্যোগ এবং ১০০% বিদেশি মালিকানাধীন)	১৫
২.৭। কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স	১৭
২.৮। প্ল্যান্ট নির্মাণ অনুমোদন	১৯
২.৯। শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের (অ্যাড-হক) জন্য সুপারিশপত্র	২১
২.১০। শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (অ্যাড-হক)	২৩
২.১১। ফায়ার লাইসেন্স	২৫
২.১২। শিল্প বা বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীর গ্যাস সংযোগ	২৭
২.১৩।পানি সংযোগের অনুমোদন - বাণিজ্যিক বা শিল্প খাত	৩০
২.১৪। বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন	৩২
২.১৫। আমদানি নিবন্ধন সনদ (ওসঢ়ড়ৎঃ জবমরংঃৎধঃরড়হ ঈবৎঃরভরপধঃব - ওজঈ, ঈড়সসবৎপরধষ)	৩৪
২.১৬। রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ঊীঢ়ড়ৎঃ জবমরংঃৎধঃরড়হ ঈবৎঃরভরপধঃব - ঊজঈ)	৩৬
তৃতীয় অধ্যায়	৩৮
৩.১ পরিবেশগত ছাড়পত্র	৩৯
৩.২) বয়লার নিবন্ধন সনদ (মোল্ড)	৪১
৩.৩) বয়লার অপারেটর লাইসেন্স	৪৩
৩.৪ কারখানা লাইসেন্স (উওঋঊ)	৪৫
৩.৫ বিসিক রেজিস্ট্রেশন সনদ	৪৭
৩.৬ বিএসটিআই সার্টিফিকেশন মার্ক লাইসেন্স	৪৯
৩.৭ বিএসটিআই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন	৫১
৩.৮ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেট	৫৪
৩.৯ ইপিবি এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট	৫৬
৩.১০ বর্জ্য সংগ্রহ পারমিট	৫৮

৩.১১ বাংলাদেশ পেট ফ্লেক্স উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিপিএফএমইএ) সদস্যপদ	৬০
৩.১২ গ্লোবাল রিসাইকেল স্ট্যান্ডার্ড (জিআরএস) সার্টিফিকেট	৬২
৩.১৩ রিসাইকেল্ড ক্লেইম স্ট্যান্ডার্ড (আরসিএস) সার্টিফিকেট	৬৪
৩.১৪ ট্রানজ্যাকশন সার্টিফিকেট (ঞৎধহংধপঃরড়হ ঈবৎঃরভরপধঃব)	৬৬
৩.১৫ জিরো ডিসচার্জ অব হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল (তউঐঈ)	৬৮
৩.১৬ প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার সনদপত্র (ঊঘ-১৫৩৪৩)	৭০
অধ্যায় চতুর্থ	৭২
৪. গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার সারসংক্ষেপ	৭২
৪.৪ জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ২০১৮	৭৬
৪.৬ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১	৭৮
৪.৭ রপ্তানি নীতি ২০২৪-২০২৭ (প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট পণ্য)	৭৯
৪.৮ আমদানি নীতি আদেশ - প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট পণ্য	৮০
৪.৯ আয়কর আইন ২০২৩	৮১

বার্তা

BUILD
dialogue • research • advocacy
Business Initiative Leading Development

বিল্ড চেয়ারপারসনের বার্তা

আমি জেনে আনন্দিত যে, আইএলও-এর সহযোগিতায় বিল্ড, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজনেস লাইসেন্সিং গাইডবই প্রকাশ করতে চলেছে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান এই গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি খাতকে সমর্থন এবং সচেতন করার জন্য বিল্ড এর এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা দেশের প্রথম প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে অনন্য হয়ে থাকবে।

আমি বিশ্বাস করি যে, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, এই খাতে একটি সু-নিয়ন্ত্রিত এবং দক্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা এবং প্রাসঙ্গিক বিধিবিধান মেনে চলা প্রয়োজন। এই 'প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবসায় লাইসেন্সিং নির্দেশিকা' বইটি উদ্যোক্তা, বিশেষতঃ যারা এই খাতে নতুন, এবং এই খাতে প্রবেশে আগ্রহী তাদের জন্য ব্যাপক তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। বইটিতে একজন অনুগত ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইনসিদ্ধ কাগজপত্র, প্রয়োজনীয় লাইসেন্সিং পদ্ধতি, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং কার্যকরী মানদণ্ড সমূহের মৌলিক তথ্যের একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে করে পাঠক আইনগত এবং কার্যকরভাবে প্লাস্টিক বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ পরিচালনা করতে এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

এই বইয়ে প্রদত্ত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে যেমন সরকারি বিধিবিধান ও নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে পারবে, তেমনি বর্জ্য সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম চর্চাগুলো ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে, চক্রাকার অর্থনীতির চর্চা উৎসাহিত হবে এবং পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গৃহিত বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্যোগ অর্জনে সহায়তা করা সম্ভব হবে।

আমরা আশা করি, এই গাইডবুকটি সকল অংশীজনের জন্য একটি ব্যবহারিক ও সহজলভ্য রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে, যা লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সুশৃঙ্খল করতে সহায়তা করবে এবং বাংলাদেশজুড়ে দায়িত্বশীল, উদ্ভাবনী ও টেকসই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবসার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এই উদ্যোগে বিল্ড-কে সহায়তা করার জন্য আমি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আশা করি, আসন্ন বছরে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে এই সহযোগিতা ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য বয়ে আনবে। একই সঙ্গে, এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা ও বাস্তবায়নে অসাধারণ কাজের জন্য বিল্ড-এর গবেষণা দলের প্রতিও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিল্ড-এর গবেষণা দলকেও এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য এবং তাদের চমৎকার কাজের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আবুল কাসেম খান
চেয়ারপারসন
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টরের বার্তা

বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের জন্য 'প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবসা লাইসেন্সিং গাইডবইটি' উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত। এটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর কারিগরি সহায়তায় বিল্ড-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে। এই গাইডবইটি বাংলাদেশের উদ্যোক্তাগণের বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, স্পষ্ট ও ব্যবহারবান্ধব করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষত; কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহ (সিএমএসএমই) যেন জটিল লাইসেন্সিং কাঠামোর মধ্যেও সহজে পথনির্দেশনা পায়, সে উদ্দেশ্যে এখানে ধাপে ধাপে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তথ্যপ্রাপ্তি সহজ করার মাধ্যমে এই গাইডবুকটি ব্যবসার আনুষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং উদ্যোক্তাদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবসা গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণে মনোযোগী হতে সক্ষম করে।

প্লাস্টিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাত বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। একদিকে এ খাত রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ ও চক্রাকার অর্থনীতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রাখে, অন্যদিকে ছোট পরিসরের কনভার্টিং, সংগ্রহ, বাছাই ও পুনর্ব্যবহার কার্যক্রমে উচ্চমাত্রার অনানুষ্ঠানিকতা ও ঝুঁকি বিদ্যমান। অনুমোদন, পণ্যমান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ পুনর্ব্যবহার সংক্রান্ত লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হলে প্রতিষ্ঠানগুলো পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত মানদণ্ড পূরণে সক্ষম হবে। একই সঙ্গে এটি অনানুষ্ঠানিকতা হ্রাস, সহনশীলতা জোরদার এবং উচ্চ-মূল্য সংযোজনক্ষম বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্লাস্টিক ভ্যালু চেইনে চক্রাকার পদ্ধতি সংযোজনের মাধ্যমে খাতটিকে আরও পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা সম্ভব, যা টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সার্কুলার অর্থনীতির দিকে ন্যায্য রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

খাতভিত্তিক গুরুত্বের বাইরে, এই গাইডবইটি আরও দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াগুলো সামগ্রিকভাবে আরও সরল ও মানসম্মত করা সম্ভব। প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ফি কাঠামোর সামঞ্জস্য, সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় জোরদার এবং ভবিষ্যতে একটি সমন্বিত সেবা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হলে উদ্যোক্তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা কমবে এবং দেশের সামগ্রিক ব্যবসা পরিবেশ উন্নত হবে।

সম্মানজনক কাজের প্রসার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার করার ক্ষেত্রে আইএলও (আইএলও)-এর ম্যান্ডেটের সঙ্গে এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষভাবে, এই গাইডবইটি অনানুষ্ঠানিকতা থেকে আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তর বিষয়ক আইএলওর সুপারিশ ২০৪ (Recommendation 204) বাস্তবায়নে সহায়তা করে, সম্মানজনক কাজ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টলক্ষ্য-৮ (SDG 8) এর 'সম্মানজনক কাজ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে এবং ওয়ান-স্টপ ও ডিজিটাল সেবা প্ল্যাটফর্মসহ নিয়ন্ত্রক সেবা প্রদান সহজীকরণে চলমান জাতীয় উদ্যোগসমূহের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

এ প্রেক্ষাপটে আমি আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষত; ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস ও সুইডেনের টিম ইউরোপ ইনিশিয়েটিভ অন ডিসেন্ট ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ, এবং কানাডা, যাঁরা Advancing Decent Work in Bangladesh প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের আনুষ্ঠানিকীকরণ প্রচেষ্টায় উদার সহায়তা প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশে আইএলও কান্ট্রি অফিসের পক্ষ থেকে আমি এই প্রকাশনায় অবদান রাখা সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং সরকার, নিয়োগকর্তা সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে ভবিষ্যতেও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি, যাতে ব্যবসা শুরু, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ আরও সহজ হয় এবং অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে বিকশিত হয়ে সবার জন্য সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।

ম্যাক্স তুনিয়ন (Max Tuñón)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বাংলাদেশ অফিস
ঢাকা, বাংলাদেশ

BUILD
dialogue • research • advocacy
Business Initiative Leading Development

বিল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) বার্তা

বিজনেস লাইসেন্সিং গাইডবুক প্রণয়ন একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ, যা অনানুষ্ঠানিক ব্যবসাকে আনুষ্ঠানিক খাতে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সঙ্গে আমাদের বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সবাই সুস্পষ্টভাবে জানি যে, উদ্যোক্তাদের উদ্যোগসমূহ অনানুষ্ঠানিক হলে কর্মসংস্থানকে আনুষ্ঠানিক করা অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ব্যাপক উপস্থিতি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। বর্তমানে দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৪ শতাংশ এবং বেসরকারি ব্যবসার প্রায় ৮৬ শতাংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে, যা শ্রমিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুতর প্রতিবন্ধক।

বিল্ড মনে করে, কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেবল একটি পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা নয়; এটি উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা বিকাশ এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগও বটে। আমাদের শহর ও শিল্প খাত ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিকসহ অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ আরও প্রকট ও জরুরি হয়ে উঠছে।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চর্চা প্রসারে, এ খাতে যুক্ত ব্যবসা ও উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান এবং স্পষ্ট ও সহজলভ্য রেগুলেটরি দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আমরা বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমাধানে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে চাই, যাতে বর্জ্যকে একটি সমস্যা নয় বরং একটি মূল্যবান সম্পদে রূপান্তর করা যায়।

এই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডবইটি ব্যবসায়ীদের জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো সম্পর্কে সম্যক ধারণা, লাইসেন্সিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং উত্তম চর্চা বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, এই গাইডবইটি প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হতে, পরিবেশগত মানদণ্ড অনুসরণ করতে এবং একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম করে তুলবে।

সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং উত্তম চর্চার প্রতি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে আমরা সম্মিলিতভাবে একটি চক্রাকার অর্থনীতির স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে পারি। এই উদ্যোগে অসাধারণ সহায়তার জন্য আমার টিমের পক্ষ থেকে আমি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজটি সম্ভব হতো না। একই সঙ্গে আমাদের গবেষণা দলের প্রতিও আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে এই অসম্ভব কাজটিকে সম্ভব করে তুলেছেন। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাত উন্নয়নে এটি আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা;তাই ভবিষ্যতে এ খাত আরও উন্নত ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কাজ করার প্রত্যাশা রইল।

ফেরদৌস আরা বেগম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডবুক সম্বন্ধে

প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা ১৭.৫৭ কোটিরও বেশি এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১,৩৫০ জনের অধিক। এই পরিসংখ্যান, বিশ্বে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ জনঘনত্বসম্পন্ন দেশগুলোর একটি হিসেবে চিহ্নিত করে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার মতো প্রধান নগরকেন্দ্রগুলোতে কেন্দ্রীভূত। দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বিস্তারের ফলে এই অঞ্চলগুলোতে ভোগ্যপণ্য, প্যাকেজিং এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে প্লাস্টিক পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক জীবনে, বিশেষ করে প্যাকেজিং, একবার ব্যবহারযোগ্য (single-use) পণ্য এবং ভোক্তা পণ্যে, প্লাস্টিক একটি সর্বজনীন উপাদান হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাংকের ২০২০ সালের এক প্রতিবেদনের তথ্যমতে, বাংলাদেশে মাথাপিছু বার্ষিক প্লাস্টিক ব্যবহার গড়ে প্রায় ৯ কেজি, যা ই-কমার্স, খুচরা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং জীবনযাত্রার আধুনিকায়নের ফলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজধানী ঢাকায় মাথাপিছু বার্ষিক ব্যবহার প্রায় ২২.২৫ কেজি, যা জাতীয় শহরাঞ্চলীয় গড় ব্যবহারের দ্বিগুণেরও বেশি। প্লাস্টিক দৈনন্দিন জীবন ও বাণিজ্যে সুবিধা ও দক্ষতা বাড়ালেও, এর ফলে একটি গুরুতর পরিবেশগত সংকট সৃষ্টি হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্যের অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও ব্যবহার পরবর্তী অপসারণ টেকসই নগরজীবনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা, ড্রেন, নদী ও ময়লার ভাগাড়ে জমে থাকা প্লাস্টিক বর্জ্য নগরগুলোতে জলাবদ্ধতা, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে মারাত্মক পরিবেশগত ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি করছে।

বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতটি মূলত অনানুষ্ঠানিক খাতভিত্তিক, যেখানে অধিকাংশ উদ্যোক্তা ও শ্রমিক যথাযথ লাইসেন্স, পরিবেশগত ছাড়পত্র কিংবা আনুষ্ঠানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত না হয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। যদিও এই অনানুষ্ঠানিক খাত প্লাস্টিক সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবুও এটি নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকির সম্মুখীন।

এই বাস্তবতা থেকেই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক গাইডবইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বইটি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যুক্ত সকল অংশীজনের জন্য একটি সমন্বিত, ব্যবহারিক ও কাঠামোবদ্ধ রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে। এতে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ স্থাপন, পরিচালনা ও টেকসইভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত বাধ্যবাধকতা, লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া, সনদ ও অনুমতিসমূহ একত্রিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি একটি দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক রোডম্যাপ, যা অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সঙ্গে পরিবেশগত সুরক্ষার ভারসাম্য রক্ষা করে।

গাইডবুকের উদ্দেশ্য এবং সীমা

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক গাইডবইটি উদ্যোক্তা, স্টার্ট-আপ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা এবং এই খাতে আগ্রহী অন্যান্য অংশীজনদের জন্য একটি সমগ্র, ব্যবহারিক সহায়ক হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একাধিক মূল উদ্দেশ্য পূরণ করে:

- রেগুলেটরি স্পষ্টতা: অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই লাইসেন্স, অনুমোদন এবং আইন মেনে চলার প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ভোগে। এই বইটিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, লাইসেন্সের শর্তাবলী, পরিবেশগত অনুমোদন, কার্যক্রমের অনুমতি এবং পুনঃনবায়ন প্রক্রিয়ার তথ্য একত্রিত করা হয়েছ। বইটিতে ধাপে ধাপে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যাতে সঙ্গতি বজায় রাখা সহজ হয় এবং প্রক্রিয়াগত অস্পষ্টতা কমে আসে।
- কার্যক্রমিক নির্দেশনা: অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগগুলোর ক্ষেত্রে প্রায়ই সরকারি ও সহায়ক সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত প্রযুক্তিগত নির্দেশনা, আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ বা সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রোগ্রামে সীমিত প্রবেশাধিকার থাকে। রেগুলেটরি প্রয়োজনীয়তার বাইরে, এই বইটি ব্যবসার আনুষ্ঠানিকীকরণ, বর্জ্য সংগ্রহ, বাছাই, পুনর্ব্যবহার এবং প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্পত্তির জন্য সর্বোত্তম চর্চার ধারণা প্রদান করে, যা অংশীজনদের দক্ষ, টেকসই এবং পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করে।
- পুনর্ব্যবহার খাতের উন্নয়ন: অনানুষ্ঠানিক সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া স্বাস্থ্য ঝুঁকি, পরিবেশ দূষণ এবং পুনর্ব্যবহৃত পণ্যের অসঙ্গতিশীল মান সৃষ্টি করে। এই প্রকাশনাটি উদ্যোক্তাদের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে যাতে করে পুনর্ব্যবহার, বর্জ্য-থেকে-সম্পদ আহরণ উদ্যোগ, এবং সার্কুলার অর্থনীতির পদ্ধতি বিকাশে সহায়ক হয়।
- বাজার এবং বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা: আনুষ্ঠানিক নিবন্ধনের অভাব অর্থ, প্রযুক্তি, বাজার এবং অংশীদারিত্বের সুযোগ সীমিত করে, যা টেকসই কার্যক্রম বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে।
- অংশীজনের সম্পৃক্ততা: গাইড বইটিতে সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, সিভিল সোসাইটি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা বাড়ানো, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান এবং সামগ্রিক প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করতে ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

অনানুষ্ঠানিক থেকে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে রূপান্তর শুধুমাত্র পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্যই নয় বরং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, টেকসই ব্যবসা এবং সার্কুলার অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করে যে, পরিচালনাকারীরা সরকারি সহায়তা পেতে পারে, নিয়মাবলী মেনে চলতে পারে, উন্নয়ন সেবা ব্যবহার করতে পারে এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইকোসিস্টেমে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে এই গাইডবইটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও বাস্তব কার্যক্রমের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনার মাধ্যমে যা উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদেরকে আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে এবং পরিবেশগত টেকসই ফলাফল অর্জনে সহায়তা করে।

নিয়ন্ত্রক এবং প্রতিষ্ঠানগত পরিবেশ

কার্যকর প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো প্রয়োজন। বাংলাদেশে একাধিক সরকারী কর্তৃপক্ষ, আইন এবং নীতি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আইনি ও কার্যক্রমিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মূল উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- লাইসেন্স এবং অনুমোদন: উদ্যোক্তাদের পুনর্ব্যবহার ইউনিট, সংগ্রহ কেন্দ্র এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন। এছাড়াও ব্যবসা নিবন্ধন, পরিবেশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সনদ (পরিবেশগত ছাড়পত্র), কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি এবং পুনঃনবায়ন অন্তর্ভুক্ত।
- পরিবেশ অনুমোদন ও সঙ্গতি: পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (MoEFCC) পরিবেশগত মানদণ্ড, নিরাপদ পরিচালনা, সংরক্ষণ ও প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তদারকি করে। শিল্প ও বাণিজ্যিক পরিচালকদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
- সার্কুলার অর্থনীতির নিয়মনীতি: জাতীয় 3R কৌশল (কমানো-পুনঃব্যবহার-পুনর্ব্যবহার) এবং খসড়া Extended Producers Responsibilities (EPR) কাঠামোর মতো নীতিমালা উৎপাদক, খুচরা বিক্রেতা এবং প্রস্তুতকারকদের উৎস পর্যায়ে বর্জ্য উৎপাদন কমাতে উৎসাহিত করে।
- সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ: সরকারী সংস্থার বাইরে, বেসরকারি খাত, এনজিও এবং প্রযুক্তিগত সহায়ক সংস্থা পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের বাজার উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা প্রযুক্তি স্থানান্তর, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মূল্যশৃঙ্খল শক্তিশালী করে।

এই সকল তথ্য একত্রিত করার মাধ্যমে, গাইডবইটি ব্যবসায়ীদের শুধু রেগুলেটরি প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সাহায্য করে না, বরং কার্যকরভাবে সেগুলো মেনে চলার উপায়ও দেখায়, যা আইনি ও ব্যবিহারিক কার্যক্রমের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে।

কৌশলগত সুবিধা ও প্রভাব

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক গাইডবইটি নিম্নলিখিত লক্ষ্য পূরণে সহায়ক:

ক. স্পষ্ট প্রক্রিয়াগত নির্দেশনা প্রদান করে সঙ্গতি নিশ্চিত করা। উদ্যোক্তারা লাইসেন্স অনুমোদন এবং পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা সহজভাবে পূরণ করতে পারবে।

খ. টেকসই প্র্যাকটিস প্রচার করা, যথাযথ সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং অপসারণ নিশ্চিত করে পরিচ্ছন্ন শহর, কম দূষণ এবং উন্নত জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

গ. পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করা। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি উদীয়মান খাত, যা উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান এবং শিল্প উদ্ভাবনের জন্য সম্ভাবনাময়।

ঘ. 3R নীতি এবং ঊচজ চাহিদা কার্যকর করে সার্কুলার অর্থনীতির লক্ষ্য সমর্থন করা যাতে করে বাংলাদেশ কাঁচামালের ওপর নির্ভরতা কমাতে, উপাদান চক্র বন্ধ করতে এবং একটি টেকসই, স্থিতিশীল অর্থনীতির দিকে এগোতে পারে।

ঙ. সরকারী সংস্থা, বেসরকারি খাত এবং সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা স্পষ্ট করে শাসন ও সহযোগিতা শক্তিশালী করা, সমন্বিত কর্ম এবং প্রতিষ্ঠানগত জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

সংক্ষেপে, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন আর ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি পরিবেশ রক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় প্রয়োজন। এই গাইডবইটি একটি ব্যবহারিক রোডম্যাপ এবং কৌশলগত রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে, যা অংশীজনদেরকে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জকে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সুযোগে রূপান্তর করতে সক্ষম করবে। গাইডবইটি বাংলাদেশের জন্য রেগুলেটরি কাঠামো, কার্যক্রমিক নির্দেশনা এবং সর্বোত্তম চর্চাকে সমন্বিত করে ভবিষ্যতের পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও টেকসই ব্যবসার লক্ষ্যকে সমর্থন করে। বইটি বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনের কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্কুলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদর্শন করতে পারে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টেকসই ব্যবসার অঙ্গীকার পূরণ করতে পারে এবং দায়িত্বশীল প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্থিতিশীল ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (BUILD) সম্বন্ধে

বিল্ড বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলোর একক কণ্ঠস্বর হিসেবে সরকারের লক্ষ্যভিত্তিক বেসরকারি খাতের নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির ওপর সময়োপযোগী ও দৃঢ় গুরুত্বারোপের প্রেক্ষাপট থেকে গঠিত হয়েছে। এটি সরকার দ্বারা লক্ষ্যভিত্তিক বেসরকারি খাত-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ, সমন্বয় এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করতে এবং দেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সংস্কার আনার জন্য সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

বিল্ড ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (DCCI), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (MCCI), এবং চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (CCCI)-এর যৌথ উদ্যোগ হিসেবে নিবন্ধিত হয়। গবেষণা, ও জরিপ অনুশীলনের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য বিল্ড বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বার এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

বিল্ড সর্বশেষ ও প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে চিন্তাবিদদের সঙ্গে কাজ করে। এছাড়াও বিল্ড বেসরকারি খাতের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব স্থাপন করে, যাতে প্রকল্প শুরু করে পেশাদার এবং বিস্তৃত সেবা প্রদান করে বেসরকারী খাতকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগী করে গড়ে তোলা যায়।

একটি টেকসই প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে সংস্কারের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করতে বিল্ড সক্ষম। বিল্ড -এর প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো শক্তিশালী গবেষণা এবং বিশ্লেষণের দ্বারা সমর্থিত, যাতে স্পষ্ট ও ব্যবসা-বান্ধব নীতিতে ফোকাস করা যায়। বিল্ড সকল প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয় এবং বিশেষভাবে চিফ অ্যাডভাইজারের অফিস (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিল্ড, আইএফসি এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অংশ এবং যুক্তরাজ্য সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে অংশীদারিত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (BICF)-এর প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছিল। বর্তমানে বিল্ড স্বাধীন সংস্থা হিসেবে পরিচালিত হয়, একটি সক্ষম ট্রাস্টি বোর্ড এবং শক্তিশালী সচিবালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

BUILD কিভাবে সহায়তা করতে পারে?

বিল্ড বেসরকারি খাতের অর্থনৈতিক নীতি বিশ্লেষণ, ব্যবসায় তথ্য এবং বিভিন্ন খাতের ব্যবসায় সহায়তা করে।

- বিল্ড আপনাকে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, একাডেমিক, চেম্বার এবং বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব স্থাপনে সাহায্য করতে পারে।
- বিল্ড বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ সরলীকরণ, উন্নয়ন এবং ব্যয় কার্যকরীকরণের জন্য সংস্কারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে।
- বিল্ড আপনাকে বাস্তব পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, যার সুফল পরবর্তীতে মনিটরিং ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।
- বিল্ড ব্যবসার প্রক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণ করে পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়।
- বিল্ড প্রাইভেট সেক্টর এর সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে নীতি সংস্কার করে প্রক্রিয়াকে সহজ করে।
- বিল্ড আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে ব্যবসা প্রক্রিয়াকে পুনসংগঠিতভাবে চালু করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) সম্বন্ধে

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে "সবার জন্য শোভন কাজ" প্রচারের মাধ্যমে ন্যায্য কর্মসংস্থান, শ্রমিকের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক সংলাপ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। আইএলও-এর বাংলাদেশে মিশন তার বৈশ্বিক ম্যান্ডেটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আইএলও'র কার্যক্রম:

- জাতীয় আইন আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা।
- বিশেষভাবে তৈরি পোশাক খাত এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH) উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।
- দক্ষতা উন্নয়ন ও যুব কর্মসংস্থান, যা কর্মক্ষমতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়ক।
- সামাজিক সুরক্ষা ও লিঙ্গ সমতা উদ্যোগ।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME) সমর্থন এবং শালীন কাজের পরিবেশ প্রচার।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ:

জাতীয় অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিকীকরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি, রাজস্ব সৃষ্টিতে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে আইএলও অবদান রাখে। আইএলও -এর প্রচেষ্টা টেকসই অভিষ্ট লক্ষ্য-৮-এর লক্ষ্য: শালীন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা

এই গাইডবইটি "Facilitating the Transition to Formality: Enhancing Business Information, Development Services, and Policy Inputs in Bangladesh" প্রকল্পের আওতায় আইএলও এর সহযোগিতায় প্রকাশ করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিকীকরণের জন্য কাঠামোবদ্ধ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা প্রদানের প্রথম জাতীয় উদ্যোগ।

বিল্ড টিম কৌশলগত নির্দেশনা, উৎসাহ এবং তদারকির জন্য বিল্ড এর ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বিল্ড -এর চেয়ারপারসনের দৃষ্টিভঙ্গি, ফলপ্রসূ মতামত এবং অব্যাহত অনুপ্রেরণার জন্যও আন্তরিক ধন্যবাদ।

আইএলও টিমের অবিচল গাইডলাইন, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা। তাদের ফলপ্রসূ মতামত, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নতা এবং সহায়তা এই গাইডবইয়ের কাঠামো, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছে। বিল্ড টিম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার এবং টেকসই উদ্যোগ উন্নয়নে আইএলও -এর অঙ্গীকারকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে।

সরকারি সংস্থা যেমন পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্যদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বেসরকারি খাতের ইউনিলিভার বাংলাদেশ, ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল, এসজিএস, ইন্টারটেক, টিকিউসিএসআই, বিপিজিএমইএ, বিপিএফএমইএ এবং অন্যান্যদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা।

বিল্ড-এর গবেষণা ও সমন্বয় টিমের নিষ্ঠা, বিশ্লেষণী দক্ষতা এবং দলগত কাজের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। এছাড়াও ডিজাইনার ও অনুবাদককে ধন্যবাদ, যাদের কারণে এই নথি ব্যবহারযোগ্য ও সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

শেষে, সকল অংশীজন, বিশেষজ্ঞ ও প্র্যাকটিশনারদের ধন্যবাদ, যারা তাদের সময়, অভিজ্ঞতা এবং তথ্য শেয়ার করেছেন, ফলে এই গাইডবুকটি যৌথ জ্ঞান ও সহযোগিতার ফলস্বরূপ তৈরি হয়েছে।

শব্দসংক্ষেপ

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণ রূপ
এএও	সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এএসটি	কর সহকারী কমিশনার
এও	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এওএ	সংস্থাপন চুক্তি
এআর	সহকারী রেজিস্ট্রার
বিএবি	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড
বিএইউ	স্বাভাবিক ব্যবসা কার্যক্রম
বিবি	বাংলাদেশ ব্যাংক
বিডিএস	ব্যবসায় উন্নয়ন সেবা
বিডিটি	বাংলাদেশি টাকা
বিইসিএ	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
বেপজা	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
বিইআরসি	বাংলাদেশ শক্তি নিয়ন্ত্রক কমিশন
বেজা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
বিআইএএ	বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্ট সমিতি
বিডা	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বিআইএন	ব্যবসায়িক শনাক্তকরণ নম্বর
বিওডি	পরিচালনা বোর্ড
বিপিএফএমইএ	বাংলাদেশ পেট ফ্লেকস উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি
বিপিও	ব্যবসায় প্রক্রিয়া আউটসোর্সিং
বিআরপিডি	ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ ও নীতি বিভাগ
বিআরটিএ	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
বিএসসিআইসি	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
বিএসটিআই	বাংলাদেশ মান পরীক্ষা সংস্থা
সিবিসি	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
সিসিআইএন্ডই	প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক
সিডি	কমপ্যাক্ট ডিস্ক
সিডিএ	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
সিইও	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিআইবি	ক্রেডিট তথ্য ব্যুরো
সিএম	সার্টিফিকেশন মার্ক
সিও	উৎপত্তি সনদ
ডিবিআইডি	ডিজিটাল ব্যবসায়িক পরিচয়
ডিসি	ডেপুটি কমিশনার
ডিসিসিআই	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
ডিসিটি	উপ কর কমিশনার
ডেসকো	ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি
ডিআইএফই	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন অধিদপ্তর

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ (বাংলায়)
ডিজিআইজি	উপপরিদর্শক জেনারেল
ডিএমপি	ঢাকা মহানগর পুলিশ
ডিএনসিসি	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ডিওই	পরিবেশ অধিদপ্তর
ডিওটি	পরিবহন অধিদপ্তর
ডিআর	প রেজিস্ট্রার
ডিএসসিসি	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
ডিডাব্লিউএএসএ	ঢাকা পানি সরবরাহ ও নর্দমা কর্তৃপক্ষ
ইসিএ	পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা
ইসিসি	পরিবেশগত ছাড়পত্র
ইসিআর	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
ইআইএ	পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
ইএমপি	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
ইপিবি	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ইআরসি	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ
ইএস	উদ্যোগ বিভাগ
ইটিএফ	উন্নত স্বচ্ছতা কাঠামো
ইভি	বৈদ্যুতিক যানবাহন
এফএসসিডি	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
জিটুজি	সরকার থেকে সরকার
জিএইচজি	গ্রীনহাউস গ্যাস
জিওবি	বাংলাদেশের সরকার
জিআরএস	বৈশ্বিক পুনর্ব্যবহৃত মান
জেডএসআই	লিঙ্গ সমতা, প্রতিবন্ধিতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি
এইচএসি সিপি	ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
এইচডিপিই	উচ্চ ঘনত্ব পলিথিন
এইচএফসি	হাইড্রোফ্লোরোকার্বন
এইচকিউ	সদর দপ্তর
আইপিও	আমদানি নীতি আদেশ
আইপিপিইউ	শিল্প প্রক্রিয়া ও পণ্য ব্যবহার
আইটিএ	আয়কর আইন
এলসি	ক্রেডিট চিঠি
এলসিসি	অবস্থান অনুমোদন সনদ
এমএমএফ	মানবসৃষ্ট ফাইবার
এমওইএফসিসি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
এমআরএসএল	উৎপাদন সীমিত পদার্থের তালিকা
এমটি	মেট্রিক টন
এমআরভি	পরিমাপ, রিপোর্টিং এবং যাচাই
এন/এ	প্রযোজ্য নয়
এনএপি	জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ (বাংলায়)
এনইপি	জাতীয় পরিবেশ নীতি
এনআইডি	জাতীয় পরিচয়পত্র
এনএসডব্লিউ	জাতীয় সিঙ্গেল উইন্ডো
ওবিপি	মহাসাগর-নির্ভর প্লাস্টিক
ওইসিডি	অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা
পিই	পলিথিন
পিইটি	পলিথিন টেরেফথালেট
পিপি	পলিপ্রোপিলিন
পিএসএফ	পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার
আরসিএস	পুনর্ব্যবহৃত দাবী মান
আরএমজি	তৈরি পোশাক
এসসিসি	সাইট অনুমোদন সনদ
এসএলএ	সেবা স্তর চুক্তি
এসএমই	ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ
এসএসপি	কঠিন রাষ্ট্র পলিমারাইজেশন
টিসি	লেনদেন সনদ
টিআইএন	কর শনাক্তকরণ নম্বর
ভ্যাট	মূল্য সংযোজিত কর
ডব্লিউইএফ	বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম
জেডডিএইচসি	ক্ষতিকর রসায়নের শূন্য নিঃসরণ

এই গাইডে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার তালিকা

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ (বাংলায়)
এফওএলইউ	কৃষি, বন এবং অন্যান্য জমি ব্যবহার: জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞান ও নীতিতে মানুষের কার্যক্রম এবং এর গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের প্রভাব বোঝাতে ব্যবহৃত একটি সমষ্টিগত পরিভাষা
এ-চালান	স্বয়ংক্রিয় চালান ব্যবস্থা, যা ভ্যাট, কর এবং সরকারি ফি দ্রুত ও নিরাপদে জমা দেওয়ার সুযোগ প্রদান করে
অ্যাড হক আইআরসি	অস্থায়ী আমদানি নিবন্ধন সনদ যা শিল্প ইউনিটের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য ইস্যু করা হয়
এফিডেভিট	স্বেচ্ছায় লেখা বিবৃতি যা শপথ বা নিশ্চয়তার মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং কর্তৃপক্ষের সামনে স্বাক্ষরিত হয়
এজিজি	মোট গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন: বিভিন্ন গ্রীনহাউস গ্যাসের মোট পরিমাণ, সাধারণত কার্বন ডাই অক্সাইড সমতুল্য (ঈঙ২ব) হিসাবে গণনা করা হয়
এপিএ	প্যারিস চুক্তি সম্পর্কিত অস্থায়ী কার্যকরি দল, প্যারিস চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রস্তুতির জন্য এবং ইউএনএফসিসিসি-এর কাজকে সহায়তা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়
একিউআই	বায়ু মান সূচক, বায়ু দূষণ ও এর স্বাস্থ্য প্রভাব বোঝাতে ব্যবহৃত সংখ্যাগত স্কেল
সংস্থাপত্র	একটি কোম্পানির কার্যক্রমের নিয়মাবলী নির্ধারণকারী দলিল, পরিচালক নিয়োগ, দায়িত্ব, ব্যবসার ধরণ ও আর্থিক রেকর্ড পরিচালনার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে
অ্যাসাইকুডা	স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস তথ্য ব্যবস্থা যা অধিকাংশ বিদেশী বাণিজ্য প্রক্রিয়াকে কভার করে
ব্যাংক সলভেন্সি সনদ	একটি লিখিত দলিল যা ব্যক্তির বা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি দায় মেটানোর সক্ষমতা নিশ্চিত করে
বিসিসিএসএপি	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, এটি বাংলাদেশ সরকারের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা
বিল অব এন্ট্রি	আমদানিকর্তা বা রপ্তানিকর্তার দ্বারা পণ্যগুলোর প্রকৃতি, পরিমাণ ও মূল্য ঘোষণা
বিল অব ল্যাডিং	শিপার ও পরিবাহকের মধ্যে আইনি দলিল, যা পণ্যের ধরণ, পরিমাণ ও গন্তব্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে
বন্ড	বন্ড ইস্যুকারীর ঋণপত্র, যা ধারককে প্রদেয়
ডিসির ব্যবসা ও বাণিজ্য শাখা	প্রতিটি ডিসি অফিসের সেই শাখা যা লাইসেন্স, পারমিট, এবং এনওসি সম্পর্কিত কাজ করে
কল সেন্টার	বড় আকারের টেলিফোন রিকোয়েস্ট গ্রহণ বা প্রেরণ করার কেন্দ্রিক অফিস
সংস্থাপনের সনদ	কোম্পানি বা কর্পোরেশন গঠনের আইনি দলিল, যা আরজেএসসি দ্বারা ইস্যু করা হয়
চালান	পণ্য বা সেবার বর্ণনা, পরিমাণ, তারিখ এবং স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করে বিক্রেতার পক্ষ থেকে গ্রাহককে পাঠানো দলিল
সিআইবি	সম্ভাব্য/বিদ্যমান ঋণযোগ্যতা যাচাই প্রতিবেদন, যা ঋণ প্রদান সিদ্ধান্তে সহায়ক ভূমিকা পালন করে
সিটিজেন চার্টার	সরকারী সেবা মান নিশ্চিত করতে নাগরিকদের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং সেবা সংক্রান্ত অধিকার ও দায়িত্বের বিবরণ
ডিড	একটি আইনি দলিল বিশেষ করে সম্পত্তি মালিকানা বা আইনি অধিকার সংক্রান্ত যা উভয় পক্ষ দ্বারা স্বাক্ষরিত থাকে এবং বিতরণ করা হয়,
ডিমান্ড নোট	সেবার জন্য বৈধ দাবী স্থাপনের জন্য আবেদনপত্র বা অনুরোধ/ইনভয়েস
ডাইরেক্ট ট্রেডার ইনপুট	ডাইরেক্ট ট্রেডার ইনপুট (ডিটিআই) কিভাবে অ্যাসাইকুডা++ ব্যবহারে কার্যকর হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ডুপ্লিকেট কার্বন রসিদ	একাধিক কপি রসিদ বই থেকে তৈরি দলিল, যার একটি কপি প্রাপকের জন্য এবং একটি প্রদানকারীর জন্য
ইসিসি	পরিবেশগত ছাড়পত্র, শিল্প, অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বাধ্যতামূলক অনুমোদন
ই-চালান	ইলেকট্রনিক চালান ব্যবস্থা, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্রুত ও নিরাপদে জমা দিতে সক্ষম করে
সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট, যিনি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পণ্য শুল্ক ও ফরওয়ার্ডিং কার্যক্রমে নিযুক্ত থাকেন

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ (বাংলায়)
ফার্ম	পার্টনারশিপ আইন ১৯৩২ অনুযায়ী নিবন্ধিত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান
গেজেটেড অফিসার	সরকারি গেজেট-এ তালিকাভুক্ত পদে নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা
জিআরএস	বৈশ্বিক পুনর্ব্যবহৃত মান, পুনর্ব্যবহৃত পণ্য ও সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্ব যাচাই করে
জিএসপি	জেনেরালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স, যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-এর সাধারণ নিয়ম থেকে শুল্ক ছাড় প্রদান করে
জিএসপি উৎস নিয়ম	জিএসপি ট্যারিফ সিস্টেমের অধীনে পণ্যের উৎপত্তি দেশ নির্ধারণের নিয়মাবলী
জিটিপি	সবুজ প্রযুক্তি কর্মসূচি, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রচার ও প্রয়োগের জন্য যা প্রয়োগ করা হয়
কার্যনির্বাহী অফিস	মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে লাইসেন্স ইস্যুর কাজ যে কার্যালয় সম্পাদন করে
ক্ষতিপূরণ বন্ড	বন্ড ধারককে সম্ভাব্য ক্ষতি হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে
আইএসসিসি	আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব কৌশল ও কার্বন সনদ,যা পরিবেশ ও সামাজিক দায়িত্ব নিশ্চিত করে
আইএসও	আন্তর্জাতিক মান সংস্থা, যা মানদণ্ড উন্নয়ন ও মানদণ্ড নির্ধারণের নিয়মাবলি প্রকাশ করে
এমআরএসএল	উৎপাদন সীমিত পদার্থের তালিকা, যা উৎপাদনের সময় ব্যবহার নিষিদ্ধ রাসায়নিক অন্তর্ভুক্ত করে
নামজারি	সম্পত্তি হস্তান্তরের পর নতুন মালিকের নাম রেকর্ডে আপডেট করার আইনি প্রক্রিয়া
এন২ও	নাইট্রাস অক্সাইড: শক্তিশালী গ্রীনহাউস গ্যাস,যা কৃষি ও শিল্প কার্যক্রম থেকে নিঃসৃত হয়
ন্যাকম	প্রকৃতি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, যা বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় নিয়োজিত একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
এনএপিসিসি	জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা, যার কৌশল ব্যবহার করে সরকার নীতি ও প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে
এনডিসি	জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান, প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশের জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা
এনডিই	ধ্বংসাত্মক নয় এমন মূল্যায়ন, যা অবকাঠামো ও যন্ত্রাংশ পরীক্ষার মাধ্যমে ক্ষতি প্রতিরোধ করে
এনইএম	নিট এনার্জি মিটারিং, গ্রাহককে অতিরিক্ত উৎপাদিত সৌর/বায়ু বিদ্যুতের জন্য অর্থ ফেরত প্রদান করার একটি প্রক্রিয়া
নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান	জাতীয় প্রতিষ্ঠান,যা জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পের জন্য সরাসরি তহবিল গ্রহণের অনুমোদনপ্রাপ্ত
মনোনীত ব্যাংক	আমদানিকর্তার জন্য নির্ধারিত অনুমোদিত ব্যাংক, আমদানি নিবন্ধন সনদে উল্লেখিত লিয়েন ব্যাংক
ওবিপি	মহাসাগর নির্ভর প্লাস্টিক, পরিবেশ থেকে অপসারণ উৎসাহিত করতে ব্যবহৃত সনদ
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী ২-৫০ অংশীদারযুক্ত নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানি
পিএসআর	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ২৬৪ অনুযায়ী বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী ৭ বা তার বেশি অংশীদারযুক্ত কোম্পানি যেখানে অংশিদারগণদের শেয়ার ০.৫
আরসিএস	কোন পণ্যে পুনর্ব্যবহৃত উপাদান উপস্থিতি যাচাই করে আন্তর্জাতিক মান, সরবরাহ শৃঙ্খল স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে
এসএলএ	সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহকের মধ্যে চুক্তি, যার মাধ্যমে সেবার মান, সেবা প্রাপ্তির সময়সীমা, দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। এর মাধ্যমে সেবায় ব্যঘাত ঘটলে শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা হয়।
ট্র্যাকিং নম্বর	শিপমেন্টের জন্য অনন্য কোড, প্রেরক ও প্রাপক উভয়কে অবস্থান ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করে
ট্রেজারি চালান	ট্রেজারি ইনভয়েস, বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত জমা স্লিপ
ইউনিয়ন পরিষদ	বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট প্রশাসনিক ইউনিট যা গ্রাম ভিত্তিক
ডাব্লিউইসি	বিশ্ব শক্তি কাউন্সিল, শক্তির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহারের জন্য গঠিত একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক
ডাব্লিউআরএপি	পানি সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা, সংস্থা বা সরকার কতটা পানি ব্যবহার হ্রাস করে পরিবেশ সহায়ক করা যায় তা নির্দেশ করে।
ডব্লিউএসএ	পানি নিরাপত্তা মূল্যায়ন,একটি এলাকায় জল সম্পদ সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা নির্ধারণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ঝুকি নিরীক্ষা, অগ্রগতির মূল্যায়ন ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়
জেডসি	শূন্য কার্বন, কার্বন নির্গমন হ্রাসে বিভিন্ন খাতে গৃহিত উদ্যোগ
জেডডিএইচসি	ক্ষতিকর রাসায়নিক শূন্য নিঃসরণ, যা বস্ত্র, ফ্যাশন ও পাদুকা শিল্পে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার প্রতিরোধে একটি সমন্বিত উদ্যোগ এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার বিষয়ক সনদ প্রদান করে

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানঃ

পাবলিক সেক্টর		
লোগো	প্রতিষ্ঠান / সংস্থা	লাইসেন্সের নাম
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)	১. ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (টিআইএন) সনদ ২. ভ্যাট নিবন্ধন
	প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি (সিআইসি অ্যান্ড ই)	১. আমদানি নিবন্ধন সনদ (আইআরসি - বাণিজ্যিক) ২. রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ইআরসি)
Registrar of Joint Stock Companies and Firms	জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্ম রেজিস্ট্রার (আরজেএসসিএফ)	১. কোম্পানির নাম অনুমোদন সনদ ২. (প্রাইভেট ও পাবলিক) কোম্পানির নিবন্ধন ৩. ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন (ডিবিআইডি) সনদ
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)	১. ট্রেড লাইসেন্স ২. বর্জ্য সংগ্রহ অনুমতি
Bangladesh Investment Development Authority BIDA	বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা)	১. শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধন (জয়েন্ট ভেঞ্চার ও ১০০% বিদেশী) ২. শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের জন্য সুপারিশপত্র (অ্যাড-হক)
	প্রধান ইন্সপেক্টর, বয়লার কার্যালয়	১. বয়লার নিবন্ধন সনদ
	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)	১. সার্টিফিকেশন মার্ক (সিএম) লাইসেন্স ২. ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এমএস) সনদ
	বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি)	১. বিএসসিআইসি নিবন্ধন

লোগো	প্রতিষ্ঠান / সংস্থা	লাইসেন্সের নাম
	পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)	১. পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি)
	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)	১. ফ্যাক্টরি পরিকল্পনা অনুমোদন ২. ফ্যাক্টরি ও এস্থাবলিশমেন্ট নিবন্ধন সনদ
	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডিএসকো)	১. বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন
	ঢাকা পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ডব্লিউডাব্লিউএসএ)	১. পানি সংযোগ অনুমোদন
	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (এফএসসিডি)	১. ফায়ার লাইসেন্স
	বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি)	১. বিএসসিআইসি নিবন্ধন
	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১. গ্যাস সংযোগ অনুমোদন
	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	১. ইপিবি সদস্যপদ সনদ

বেসরকারি খাত

লোগো	প্রতিষ্ঠান / সংস্থা	লাইসেন্সের নাম
city bank	বেসরকারি খাত নমুনা ব্যাংক	১. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা
BPFMEA	বাংলাদেশ পিইটি ফ্লেকস অ্যাসোসিয়েশন	১. বাংলাদেশ পিইটি ফ্লেকস অ্যাসোসিয়েশন সদস্যপদ সনদ
TQCSI	টিকিউসিএসআই বাংলাদেশ	১. ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সনদ
in	ইন্টারটেক বাংলাদেশ	১. গ্লোবাল রিসাইকেল স্ট্যান্ডার্ড (জিআরএস) ২. রিসাইকেল ক্লেইমড স্ট্যান্ডার্ড (আরসিএস) ৩. ট্রানজেকশন সনদ ৪. প্লাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রণ সনদ (ইএন-১৫৩৪৩)
ZDHC	জেডডিএইচসি (মাল্টি-স্টেকহোল্ডার সংস্থা)	১. ক্ষতিকর রাসায়নিক শূন্য নিঃসরণ (জেডডিএইচসি)
Textile Exchange	টেক্সটাইল এক্সচেঞ্জ	১. একটি বৈশ্বিক অলাভজনক সংস্থা

প্রয়োজনীয় লিঙ্কসমূহ

নং	প্রতিষ্ঠান	ওয়েবসাইট
১	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)	https://app.roc.gov.bd/
২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ	https://nbr.gov.bd/
৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	https://mole.gov.bd/
৪	শিল্প মন্ত্রণালয়	https://moind.gov.bd/
৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	https://www.investbangladesh.gov.bd
৬	পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)	/
৭	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	https://doe.gov.bd/
৮	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)	https://epb.gov.bd/
৯	প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি (সিআইসি অ্যান্ড ই)	https://dife.dhaka.gov.bd/en
১০	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি)	https://olm.ccie.gov.bd/
১১	ঢাকা পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ডব্লিউডাব্লিউএসএ)	https://bscic.gov.bd/
১২	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডিএসকো)	https://dwasa.org.bd/
১৩	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	https://desco.gov.bd/
১৪	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি	https://fireservice.gov.bd/
১৫	টেক্সটাইল এক্সচেঞ্জ	https://titasgas.gov.bd/
১৬	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)	https://textileexchange.org/
১৭	টোটাল কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল	https://bsti.gov.bd/
	(টিকিউসিএসআই)	https://www.tqcsi.com/
১৮	এসজিএস	
১৯	বাংলাদেশ পেট ফ্লেকস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন	https://www.sgs.com/en-bd
	(বিপিএফএমইএ)	https://bpfmea-bd.com/
২০	বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন	
	(বিপিজিএমইএ)	https://bpgmea.org.bd/
২১	ইউনিলিভার বাংলাদেশ	
২২	বিল্ডিং রিসোর্সেস অ্যাক্রস কমিউনিটিজ (ব্র্যাক)	https://www.unilever.com.bd/
২৩	ক্ষতিকর রাসায়নিক শূন্য নিঃসরণ (জেডডিএইচসি)	https://www.brac.net/
২৪	ম্যানুফ্যাকচারিং রেস্ট্রিকটেড সাবস্ট্যান্সেস লিস্ট (এমআরএসএল)	https://www.roadmaptozero.com/

বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাণিজ্যিক পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাধারণ লাইসেন্স: ১৫
প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: ১৬
মোট: ৩১

অধ্যায় ১

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্লাস্টিক বর্জ্যকে অর্থনৈতিক সুযোগে রূপান্তর: বাংলাদেশে পুনর্ব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচন

প্লাস্টিক আধুনিক জীবনের সবচেয়ে অপরিহার্য উপকরণের একটি। এর বহুমুখিতা, সাশ্রয়ী খরচ এবং গৃহস্থালি সামগ্রী থেকে শুরু করে শিল্পজাত প্যাকেজিং পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যবহার এটিকে সমসাময়িক ভোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করেছে। তবে এই সুবিধার সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সংকটও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্লাস্টিক সাধারণত জৈব উপায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এবং এর নিয়ন্ত্রণহীন উৎপাদন, ব্যবহার ও অপসারণ পৃথিবীর অন্যতম জটিল পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এছাড়াও, প্লাস্টিকের উৎপাদনে প্রচুর পরিমান তাপশক্তি-ব্যবহৃত হয়, যা গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উৎপাদনের সময় ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক পরিবেশ স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তোলে। একবার ব্যবহারের পর, প্লাস্টিক বর্জ্যের বড় অংশ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপিত হয় না, এবং বর্জ্য হিসেবে পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়, যা মাটি, ভূগর্ভস্থ পানি এবং জলস্রোতকে দূষিত করে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (২০১৬) সতর্ক করেছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রের মাছের চেয়ে প্লাস্টিকের পরিমাণ বেশি হতে পারে।

বাংলাদেশেও দ্রুত নগরায়ন এবং শিল্প সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈশ্বিক প্রবণতাগুলোর প্রতিফলন ঘটচ্ছে। ২০১৯ সালের হিসাবে, দেশে বার্ষিক আনুমানিক ৮৭,০০০ টন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা হয়, যার মধ্যে ৯৬% ছিল ভোক্তাদের ব্যবহৃত সামগ্রী থেকে এবং প্রায় ৩৩% ছিল পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয় এমন।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ ২০০৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০২০ সালে প্রায় ৯৭৭,০০০ টন প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়েছে। বিল্ড অনুমান করে যে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৮২১,২৫০ মেট্রিক টন (মে.ট.) প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার ২৯৩,৮২৫ মে.ট. (৩৪.৭৭%) পুনর্ব্যবহৃত হচ্ছে, যা বৈশ্বিক গড় পুনর্ব্যবহার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (৯% ওইসিডি, ২০২২) এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি । বিল্ড এর সাম্প্রতিক জরিপ হিসাবে প্রতি বছর আনুমানিক ২০৭,৬৮৫ মে.ট. পরিবেশে ফেলে দেওয়া হয়, আর ৩১৯,৭৪০ মে.ট. বর্জ্যের ভাগারে পাঠানো হয়।

উল্লেখিত তথ্য নিশ্চিত করে, বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি কর্মসংস্থান-নির্ভর একটি উৎপাদনমুখী খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা দেশীয় চাহিদা ও বৈশ্বিক বাণিজ্যকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি কর্মসংস্থান-নির্ভর একটি খাত, যা দেশীয় চাহিদা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যকে সমর্থন করে। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) অনুযায়ী, দেশে ৬,০০০-এর বেশি প্লাস্টিক উৎপাদন ইউনিট রয়েছে, যার ৮ ০% ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) এবং ৪৫০টি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান। এই শিল্প প্রায় ১৫ লাখ কর্মীকে নিয়োগ দেয়, দেশীয় চাহিদার ৮০%-এর বেশি পূরণ করে (মূল্য প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), এবং বার্ষিক আনুমানিক ২০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ ইউনিট ভোক্তাদের ব্যবহৃত বর্জ্যকে নিম্নমানের পুনর্ব্যবহৃত উপকরণে রূপান্তরিত করে।

দেশে বর্তমানে ২,৫০০-এরও বেশি ধরনের প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে প্যাকেজিং শিল্প, নির্মাণ শিল্প, টেক্সটাইল, ভোক্তা পণ্য,খেলনা, ফার্মাসিউটিক্যালস, অটোমোবাইল এবং ইলেকট্রনিক্স অন্যতম। সাম্প্রতিক এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, খাতটির উৎপাদনের প্রায় ১৭% রপ্তানি করা হয়, যা বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২ অনুসারে রপ্তানি বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য প্লাস্টিক খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে প্লাস্টিক রপ্তানি ২১.২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রধানত ইউরোপে কেন্দ্রীভূত যা, বর্তমানে উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং উদীয়মান আফ্রিকান বাজারে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

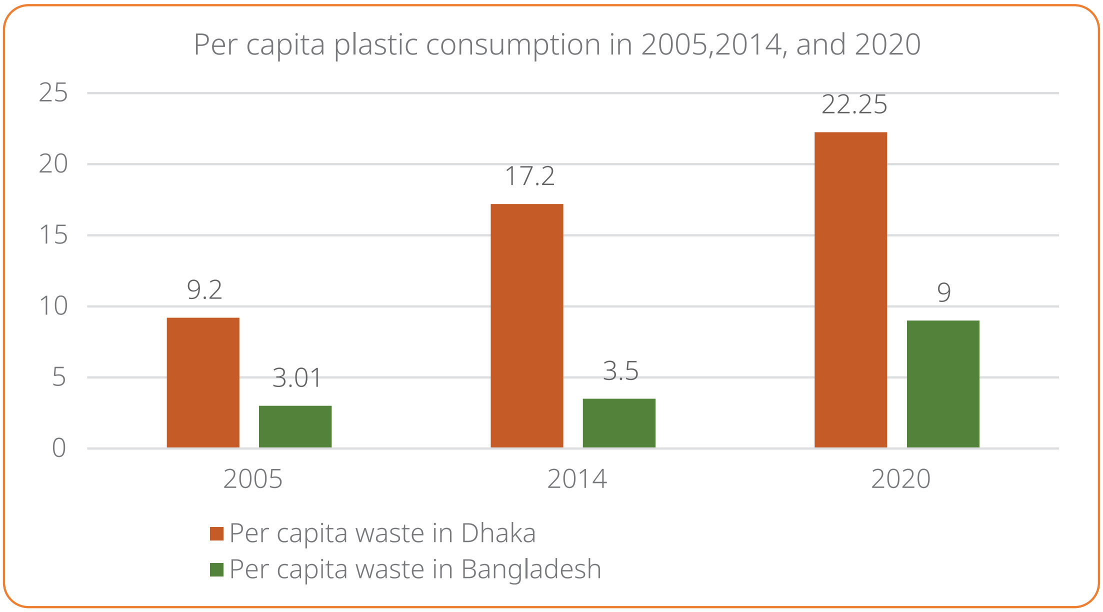

বর্তমানে, বাংলাদেশের পেট ফ্লেকস প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকরা পরিবেশ অনুমোদন সনদ পান না, কারণ তারা যে কাঁচামাল ব্যবহার করেন তা অনিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়। অন্যদিকে, পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার এবং সলিড-স্টেট পলিমারাইজেশন প্রস্তুতকারকরা কাঁচামালের ঘাটতির কারণে সমস্যায় পড়ছেন। এই অনিয়মিত অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাকে মোকাবিলা করার জন্য নীতি-প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক্ষেত্রে, নতুন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা পরিবেশ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা থেকে সনদপ্রাপ্তির বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন নয়, যার ফলে তারা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করতে পারছে না। দেশের বিস্তৃত অনিয়মিত অনিয়ন্ত্রিত সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার নেটওয়ার্ক, গতিশীল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং সিন্থেটিক ফাইবারের জন্য ক্রমবর্ধমান শিল্প চাহিদা একত্রে এই শিল্পের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে, যা বাংলাদেশের প্লাস্টিক বর্জ্যকে সার্কুলার অর্থনীতির দিকে রূপান্তরের সুযোগকে নির্দেশ করে।

কৌশলগত বিনিয়োগ, নিয়ন্ত্রক নীতি সমূহের সংস্কার এবং সমন্বিত সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ বাংলাদেশের প্লাস্টিক বর্জ্যকে ব্যবস্থাপনাকে একটি মূল্যবান রপ্তানিমুখী শিল্প সম্পদে রূপান্তর করতে পারে, যা জাতীয় অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, লক্ষ্য, বৈশ্বিক জলবায়ু সহনশীলতা ও সার্কুলার অর্থনীতির এজেন্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সংক্ষিপ্ত গাইডবুক এই শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা ও অংশীজনদের জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে, যা প্লাস্টিক খাতের অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগগুলোকে সরকারি নিয়ম অনুসারে পরিচালনা করার জন্য পরিষ্কার এবং সহজ পথ প্রদর্শন করবে।

জেনেভা ভিত্তিক এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক এর অনুযায়ী, ২০২৩ সালে প্লাস্টিক পণ্যের বৈশ্বিক বাজার ছিল ৭১২ বিলিয়ন ডলার যা, ২০৩৩ সালের মধ্যে ১,০৫০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করতে পারে (সিএজিএআর: ৪%)। বাজার চাহিদার এই প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন বাংলাদেশের রপ্তানিকারীদের জন্য বিস্তৃত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারের মাত্র ০.৫% দখল করে আছে, এবং যা ৩%-এ উন্নীত করার স্পষ্ট পরিকল্পনা বিদ্যমান যদিও এই লক্ষ্যমাত্রা উত্পাদন স্বক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তিশালী মূল্য প্রতিযোগিতা, এবং পণ্যের মান উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেশিরভাগ কার্যক্রম অনানুষ্ঠানিক খাত দ্বারা পরিচালিত হয়। প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়ায় বৈশ্বিক অনানুষ্ঠানিক খাতের গড় অংশগ্রহণ প্রায় ৬০%, যেখানে বাংলাদেশে এই বর্জ্য সংগ্রহ এবং পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়ার প্রায় ৯০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাত দ্বারা পরিচালিত। এই অনিয়মিত ব্যবস্থাপনার পরেও, প্লাস্টিক বর্জ্য বাজারের মূল্য আনুমানিক ৪০০ বিলিয়ন টাকা (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ২০২৪)।

প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের একটি সাধারণ প্রবাহ চিত্র নিচে প্রদর্শিত হলো:

বাংলাদেশ পেট ফ্লেকস প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি জানিয়েছে, দেশে বর্তমানে বিরানব্বই (৯২) টি ক্ষুদ্র রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান পেট ফ্লেকস পুনর্ব্যবহার ও রপ্তানি কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক প্রতিষ্ঠান দেশীয় বাজারের জন্য উপপাদন ও সরবরাহ করছে। পেট ফ্লেকস বর্তমানে ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হিসেবে পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যা মূলতঃ তৈরি পোশাক এবং বস্ত্রশিল্পের জন্য কৃত্রিম তন্তু উৎপাদনের একটি মূল উপাদান। পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার

ব্যবহার করে রেজিন এবং শীট থার্মোফরমিং উপকরণ উৎপাদন করা যায়, যার মধ্যে বোতল থেকে বোতল পুনরুৎপাদন করার জন্য সলিড-স্টেট পলিমারাইজেশন রেজিনও অন্তর্ভুক্ত।

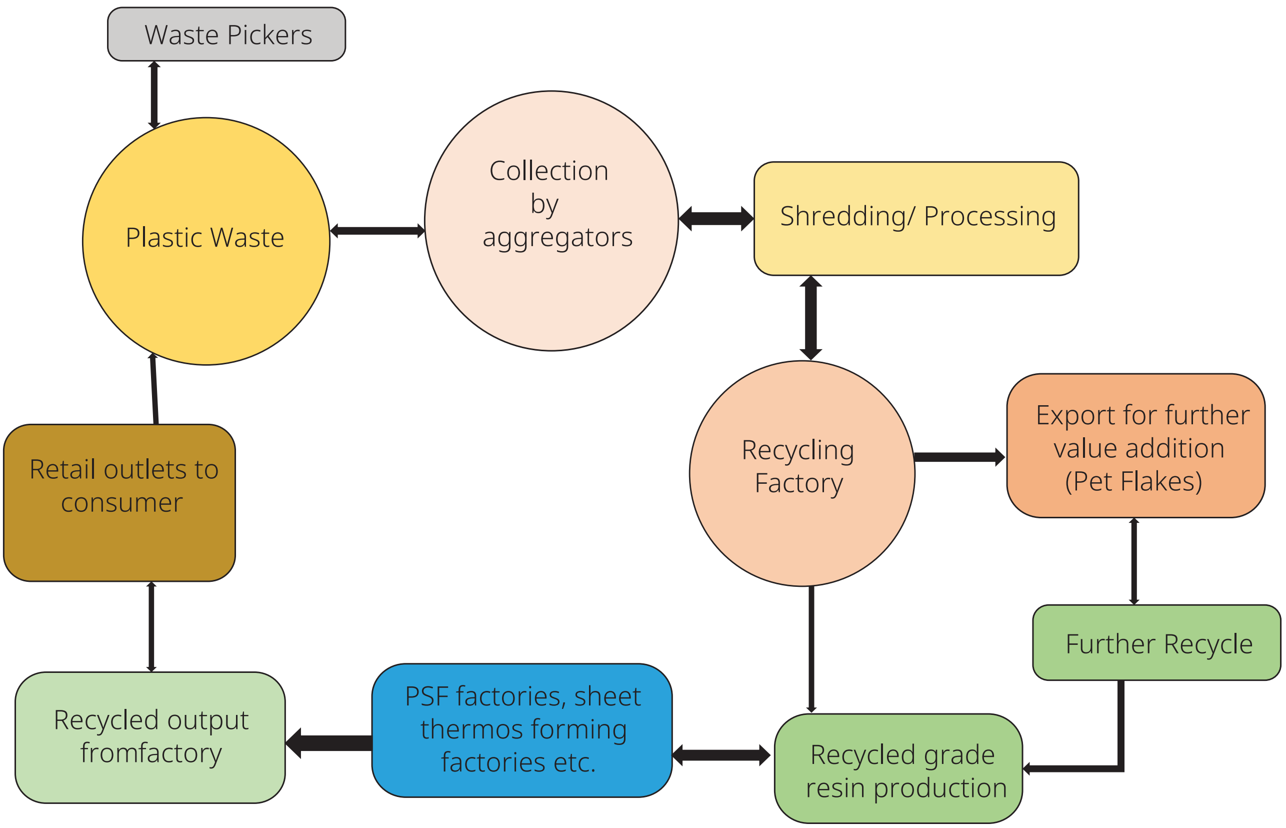

নীতি বিবর্তন ও জাতীয় অঙ্গীকার

বাংলাদেশ প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলায় বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ২০০২ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে প্লাস্টিক শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করে। সাম্প্রতিক সময়ে সরকার টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Plan for Sustainable Plastic Management) গ্রহণ করেছে, যেখানে নিম্নোক্ত উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে–

- ২০২৫ সালের মধ্যে প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার ৫০% এ উন্নীতকরণ।
- ২০২৬ সালের মধ্যে একবার ব্যবহারযোগ্য (single-use) প্লাস্টিক উৎপাদন ৯০%-এ হ্রাসকরণ এবং
- ২০৩০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন ৩০%-এ কমানো।

এই নীতিমালা ও লক্ষ্যমাত্রা টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারের দৃঢ় জাতীয় অঙ্গীকারের প্রতিফলন এবং বৈশ্বিক সার্কুলার ইকোনমি (circular economy) লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা

নীতিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্যোক্তাদের সক্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পুরো ইকোসিস্টেমে এখনো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান–

ক. সীমিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো: প্লাস্টিক বর্জ্যের বিপুল পরিমাণের তুলনায় সংগ্রহ, পৃথকীকরণ (segregation) ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। দ্রুত নগরায়নভুক্ত এলাকায় বিশেষত; পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, বিভাগ সমূহে বেসরকারি খাতের সক্ষমতা মারাত্মকভাবে চাপে রয়েছে।

খ. অনানুষ্ঠানিক খাতের আধিপত্য: প্লাস্টিক পুনরুদ্ধার ও পুনর্ব্যবহারে অনানুষ্ঠানিক খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, এই খাতটি এখনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, সনদ (certification) এবং অর্থায়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

গ. মানগত সীমাবদ্ধতা: প্লাস্টিক বর্জ্য বাছাই ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের অভাবে উচ্চমানের পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না, যা শিল্পখাতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয়।

ঘ. নিয়ন্ত্রক ও অর্থায়ন প্রতিবন্ধকতা: ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা (ঝগঊং) পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও প্রয়োজনীয় সনদ পেতে জটিলতার মুখোমুখি হন, ফলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন পাওয়ার যোগ্যতা সীমিত হয়ে পড়ে।

সার্কুলার ইকোনমিতে রূপান্তরের সুযোগ

বাংলাদেশ বর্তমানে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে কৌশলগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণকে অর্থনৈতিক সুযোগে রূপান্তর করা সম্ভব–

- প্লাস্টিক-টু-টেক্সটাইল রিসাইক্লিং সংযোগ: দেশীয় পর্যায়ে পেটফ্লেক্স থেকে উচ্চমানের পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার উৎপাদনের সক্ষমতা গড়ে তুললে তৈরি পোশাক (জগএ) খাতে আমদানি নির্ভরতা কমবে, মূল্য সংযোজন বাড়বে এবং সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
- অনানুষ্ঠানিক খাতের আনুষ্ঠানিকীকরণ: নীতিগত স্বীকৃতি, লাইসেন্সিং সহায়তা এবং সবুজ অর্থায়নের সুযোগ প্রদান করলে এই খাতের দক্ষতা ও নিয়ম মেনে চলার সক্ষমতা উভয়ই বাড়বে।
- অবকাঠামোতে বিনিয়োগ: বিশেষ করে পৌরশহরগুলোতে বর্জ্য সংগ্রহ, বাছাই ও প্রক্রিয়াজাতকরণ অবকাঠামো শক্তিশালী করলে পরিবেশে প্লাস্টিকের দূষণ কমবে এবং সম্পদ পুনরুদ্ধার সর্বোচ্চ করা যাবে।
- নীতিগত সামঞ্জস্য ও প্রয়োগ: জাতীয় প্লাস্টিক নীতিকর্মপরিকল্পনাকে শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবেশ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা টেকসই অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।
- বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা: করপোরেট এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেসপনসিবিলিটি (ঊচজ), সবুজ সনদ এবং সার্কুলার ডিজাইন উদ্ভাবনে উৎসাহীতকরন পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিকের জন্য একটি টেকসই ও স্থিতিশীল বাজার তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেবল একটি পরিবেশগত প্রয়োজন নয়; এটি সবুজ শিল্পায়ন, রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ এবং টেকসই নগর উন্নয়নের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক সুযোগ। তবে বাস্তবতা হলো স্টার্টআপ ও এসএমইগুলোর একটি বড় অংশ পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ও সনদ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাবে অন্ধকারে রয়েছে, যার ফলে তারা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের সুযোগ পাচ্ছে না।

দেশটির বিস্তৃত অনানুষ্ঠানিক রিসাইক্লিং নেটওয়ার্ক, গতিশীল এসএমই খাত এবং সিনথেটিক ফাইবারের ক্রমবর্ধমান শিল্পচাহিদা এই তিনটি বিষয়ই একটি সার্কুলার প্লাস্টিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে। কৌশলগত বিনিয়োগ, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নীতিসংস্কার এবং সমন্বিত সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্লাস্টিক বর্জ্যকে মূল্যবান সম্পদে পরিণত করা সম্ভব, যা জাতীয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এবং বৈশ্বিক জলবায়ু সহনশীলতা ও সার্কুলারিটির এজেন্ডায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

এই সংক্ষিপ্ত বইটি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে, যা লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করবে এবং উদ্যোক্তাদের আনুষ্ঠানিকীকরণ ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয়ে ওঠার একটি সুস্পষ্ট পথ দেখাবে।

তথ্য সংগ্রহের কার্যপ্রণালী ও পদ্ধতি

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডবইটি বাংলাদেশের প্লাস্টিক ভ্যালু চেইনের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে এবং বিভিন্ন অংশীজনের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অংশগ্রহণমূলক, তথ্য-প্রমাণভিত্তিক এবং পুনরাবৃত্তিমূলক (রঃবৎধঃরাব) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যেহেতু উৎপাদন, ভোগ, সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং নীতিমালা প্রয়োগ এই পরস্পর সংযুক্ত ধাপগুলোর সমন্বয়ে গঠিত, তাই এই বই প্রকাশের কার্যপ্রণালীটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, নমনীয় এবং বাস্তব প্রমাণের ওপর দৃঢ়ভাবে ভিত্তি করে করা হয়েছে।

এই বইটি স্থানীয় চর্চা, মানদণ্ড এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনায় নিয়ে এই খাতের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পদ্ধতিগতভাবে ধারণ করে গুণগত গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও, পরামর্শ সভা, স্নোবল স্যাম্পলিং এবং মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিচালনাগত ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের বাস্তবতা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা ও পরিধি নিরূপণ করা হয়েছে।

পদ্ধতিগত নকশা

অংশগ্রহণমূলক সম্পৃক্ততা

যৌক্তিকতাঃ

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আচরণগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তন অপরিহার্য। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তি, অংশীজনের মালিকানা এবং জাতীয় ও স্থানীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।

প্রক্রিয়াঃ

ভ্যালু চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনদের সঙ্গে কাঠামোবদ্ধ সম্পৃক্ততা পরিচালনা করা হয়, যার মধ্যে ছিল সরকারি সংস্থা (পরিবেশ অধিদপ্তর–উড়ঊ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন–ইচঈ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন–ইঝঈওঈ, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন–ইঝঞও, সিটি করপোরেশনসমূহ), বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান, অনানুষ্ঠানিক রিসাইক্লার, কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন এবং সহায়তামূলক সেবা প্রদানকারী সংস্থা।

মানসম্মত এজেন্ডা ব্যবহার করে বহু-পক্ষীয় পরামর্শ সভা ও যাচাইকরণ বৈঠক আয়োজন করা হয়, যেখানে পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জ, নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের ঘাটতি এবং বাস্তবসম্মত সমাধান চিহ্নিত করা হয়। এসব তথ্য নথিভুক্ত, সংকলিত করে পরবর্তী সাক্ষাৎকারে শেয়ার করা হয়।

যৌক্তিকতাঃ

এই অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেছে যে গাইডবুকটি কেবল কারিগরি নয়, বরং বাস্তব প্রয়োগযোগ্য–যা স্থানীয় বাস্তবতা, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা এবং অংশীজনদের অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে।

স্নোবল স্যাম্পলিং

যৌক্তিকতাঃ

বিশেষত প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত খণ্ডিত এবং অনানুষ্ঠানিক। প্রচলিত স্যাম্পলিং কাঠামোতে অনানুষ্ঠানিক খাতের অংশীজনরা প্রায়ই কম প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়, অথচ পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণের প্রবাহ বোঝার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রক্রিয়াঃ

গবেষণা দল প্রথমে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সমিতির নির্বাচিত প্রাথমিক যোগাযোগ থেকে কাজ শুরু করে। প্রতিটি যোগাযোগ থেকে অনানুষ্ঠানিক সংগ্রাহক, ক্ষুদ্র পরিসরের রিসাইক্লার এবং বর্জ্য ব্যবসায়ীদের মতো অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের তথ্য নেওয়া হয়। বিষয়ভিত্তিক লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই তথ্যদাতাদের তথ্য শৃংখল ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত করা হয়। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্যদাতাদের তথ্যশৃংখল ও উৎসের সংখ্যা নথিভুক্ত করা হয়।

যৌক্তিকতাঃ

স্নোবল স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে এমন অংশীজন, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং অনানুষ্ঠানিক চর্চার মানচিত্রায়ন সম্ভব, যা সাধারণত ডেটাসেটে অনুপস্থিত থাকে। আনুষ্ঠানিকীকরণ, লাইসেন্সিং এবং সার্কুলার ইকোনমির সুযোগ চিহ্নিত করতে এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KIIs)

যৌক্তিকতাঃ

মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার সংশ্লিষ্ট খাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক, ও পরিচালনাগত বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

প্রক্রিয়াঃ

মোট বত্রিশ (৩২) টি আধা-কাঠামোবদ্ধ মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়, যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE), বাংলাদেশ মাননিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সিটি করপোরেশনসমূহের কর্মকর্তা, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধি, রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠান, সহায়তামূলক সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের নেতৃবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই কার্যক্রমে লাইসেন্সিং ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগগত চ্যালেঞ্জ, পরিচালন পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা অন্তর্ভুক্ত করে একটি আধা-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়, যা তথ্য সংগ্রহের ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করে।

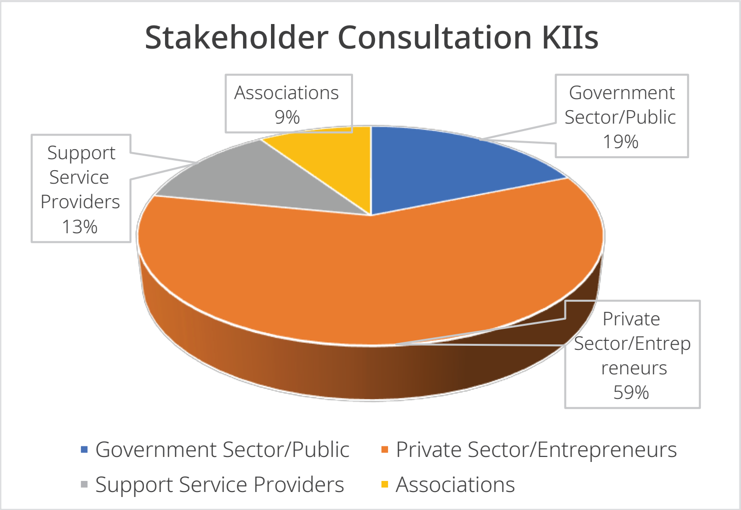

যৌক্তিকতাঃ

মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গবেষণা কার্যক্রমকে অংশগ্রহণমূলক ও বাস্তব পর্যবেক্ষণকে সম্পূরক হিসেবে কাজ করেছে এবং গাইডবুকটিকে প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার চর্চার বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য সমন্বয়, যাচাই ও মাননিয়ন্ত্রণ

ত্রিমাত্রিকতা (Triangulation):

তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ সংগ্রহ, স্নোবল স্যাম্পলিংভিত্তিক এবং মূখ্য তথ্যদাতার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ত্রিমাত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য চিহ্নিত করা যায় এবং অসঙ্গতি দূর করা যায়। এতে ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খসড়া পর্যালোচনা ও যাচাইঃ

প্রাথমিক ফলাফল ও সুপারিশসমূহ অংশীজনদের সঙ্গে পর্যালোচনার জন্য শেয়ার করা হয়। কারিগরি তথ্য যাচাই, বাস্তব ত্রুটি সংশোধন এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করতে লক্ষ্যভিত্তিক যাচাইকরণ বৈঠকও আয়োজন করা হয়।

মাননিয়ন্ত্রণ (QA):

মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে ছিল সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ, নিয়মিত ডি-ব্রিফিং, কাঠামোবদ্ধ উপকরণ ও খসড়া ব্যবহার, সমসাময়িক তথ্য নির্দেশিকা এবং অডিও রেকর্ড সংরক্ষণ।

নৈতিকতা, সম্মতি ও তথ্য ব্যবস্থাপনা

সব অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য তাদের সম্মতিক্রমে (informed consent) নেওয়া হয়েছে। রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং স্পষ্ট সম্মতি না থাকলে ব্যক্তিগত পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য অপসারণ করা হয়েছে। তথ্য এনক্রিপ্টেড ড্রাইভে সংরক্ষিত, যা কেবল অনুমোদিত প্রকল্প কর্মীদের জন্য প্রবেশযোগ্য। গবেষণাটি জাতীয় বিধিমালা এবং সামাজিক গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করেছে।

সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার প্রধান সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে, স্নোবল স্যাম্পলিংয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সংযুক্ত অংশীজনদের দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা, গুণগত তথ্যের কারণে পরিসংখ্যানগত সাধারণীকরণের সীমাবদ্ধতা, এবং কিছু এলাকায় প্রবেশাধিকারের প্রতিবন্ধকতা। এসব সীমাবদ্ধতা ত্রিমাত্রিক রেফারাল চেইনের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে নথিভুক্তকরণ এবং অনুসরণমূলক পরামর্শ সভার মাধ্যমে আংশিকভাবে নিরসন করা হয়েছে।

উপসংহার

অংশগ্রহণমূলক সম্পৃক্ততা, স্নোবল স্যাম্পলিং এবং মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার–এই তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি বিস্তৃত, বাস্তবভিত্তিক এবং কার্যকর প্রমাণভিত্তিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এই কার্যপ্রণালী বাংলাদেশের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইকোসিস্টেম সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদান করেছে, যেখানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতই অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে এমন একটি লাইসেন্সিং গাইডবুক প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে, যা কারিগরি দিক থেকে দৃঢ়, বাস্তবায়নযোগ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে সুসংগত।

অধ্যায় ২

সাধারণ লাইসেন্স/সনদ/ অনুমতিপত্র/নিবন্ধন/ অনাপত্তি পত্র (NOC)-এর আবশ্যিক শর্তাবলী

সাধারণ লাইসেন্স সংক্রান্ত রূপরেখা
General Licensing Mapping

বাংলাদেশে বাণিজ্য, উৎপাদন বা সেবা যে খাতেই হোক না কেন, ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে আইনি ও পরিচালনাগত সঠিকতা (compliance) নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু নিয়ন্ত্রকারী সংস্থার অনুমোদন এবং লাইসেন্স গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। সাধারণত, আয়কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিন), ট্রেড লাইসেন্স এবং ব্যবসায়িক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো মৌলিক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট গুলি সহ প্রায় পনেরোটি (১৫) প্রধান লাইসেন্স এবং নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হয়।

ইনকরপোরেটেড বা লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে, নামের ছাড়পত্র (Name Clearance Certificate) এবং যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (RJSC)-এর নিবন্ধন গ্রহণ করা অপরিহার্য। শিল্প প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারখানার লে-আউট বা নকশা অনুমোদন, প্ল্যান্ট নির্মাণ এবং শিল্প উৎপাদনের নিবন্ধনের পাশাপাশি অগ্নি নিরাপত্তা, গ্যাস, পানি এবং বিদ্যুৎ সংযোগের লাইসেন্স বা অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। উপরন্তু, আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকদের আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC), রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ERC) এবং ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর (BIN) সংগ্রহ করতে হয়।

এই প্রক্রিয়াগুলো সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং বাংলাদেশে কর, নিরাপত্তা ও খাতভিত্তিক বিধি বিধানের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করে। নতুন উদ্যোক্তা বা উদ্যোগের জন্য এই মৌলিক লাইসেন্স বা অনুমতিপত্রগুলো সংগ্রহের বিস্তারিত প্রক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো।

করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশে কোনো কোম্পানিকে বৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে ও কর পরিশোধের জন্য করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রয়োজন।
যাদের জন্য প্রয়োজন	নতুন নিবন্ধিত কোম্পানি বা যেসব প্রতিষ্ঠানের টিআইএন নম্বর নেই।
যেখানে প্রযোজ্য	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	অর্থ মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আয়কর উইং রাজস্ব ভবন প্লট নং এফ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ টেলিফোন: (+৮৮) ০২২২২২১৭৭০০-০৯
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://www.incometax.gov.bd

নবায়ন

কত বার	প্রযোজ্য নয়
মাধ্যম	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	আরজেএসসি-এর আওতায় কোম্পানি নিবন্ধন অথবা ডিসি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ বা সিটি করপোরেশনের অধীনে নিবন্ধন।	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	কোম্পানির নিবন্ধিত নাম	আরজেএসসি নিবন্ধন অনুযায়ী
	ইনকরপোরেশন নম্বর ও তারিখ	আরজেএসসি কর্তৃক প্রদত্ত
	কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানা	
	অনুমোদিত ব্যক্তির নাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি
	ইউনিক মোবাইল নম্বর	যাচাইকরণ ও যোগাযোগের জন্য
	সার্টিফিকেট ডেলিভারির জন্য ইমেল ঠিকানা	

দ্রষ্টব্য: আরজেএসসি নিবন্ধিত নয় এমন কোম্পানিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এনরোলমেন্ট ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে।
ডকুমেন্ট আপলোড সবসময় প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন নাও হতে পারে, তবে প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত সকল দলিল ও নথিপত্র প্রস্তুত রাখা উচিত।
ব্যাংক সলভেন্সি সনদ

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী কর্তৃক প্রবেশঃ https://www.incometax.gov.bd
ধাপ ২	ফর্ম পূরণ
ধাপ ৩	সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন কোড প্রাপ্তি
ধাপ ৪	অন্যান্য তথ্য প্রদান
ধাপ ৫	অনলাইনে ফর্ম জমা
ধাপ ৬	ইমেইলে সার্টিফিকেট গ্রহণ
ধাপ ৭	টিআইএন সার্টিফিকেট গ্রহণ

প্রক্রিয়াচিত্র

কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN)

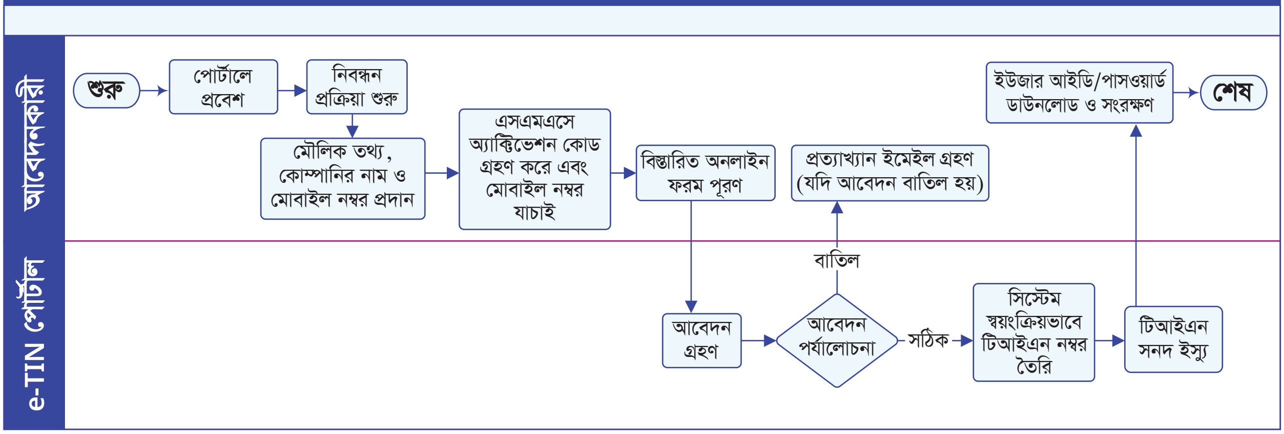

ফি

আবেদন ফর্ম	কোনো ফি নেই
লাইসেন্স ফি	
অন্যান্য চার্জ	

সময়সীমা

এসএলএ / সময়	৩০ মিনিট
সাধারণ প্রসেসিং সময়	সহায়তাকারী সেবা প্রদানকারীর সম্পৃক্ততা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত খরচ সৃষ্টি করতে পারে।

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ	• ভুল ফর্ম পূরণ করা • ভুল তথ্য (যেমন: নামের বানান, মোবাইল নম্বর) • ঠিকানা কেন্দ্রিক অসামঞ্জস্য
স্থানভেদে পার্থক্য	সার্কেল অফিস
যোগাযোগের স্থান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) রাজস্ব ভবন প্লট নং ঋ ১/অ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ টেলিফোন: (+৮৮) ০২২২২২১৭৭০০-০৯

ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (বিআইএন)/ ভ্যাট নিবন্ধন

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী ভ্যাট সম্মতির জন্য ব্যবসায় সনাক্তকরণ নম্বর (BIN) সংগ্রহ করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যে কোনো ব্যবসা যা ভ্যাটযোগ্য পণ্য/সেবা বিক্রয়, উৎপাদন বা আমদানি-রপ্তানিতে জড়িত।
ব্যাপ্তি	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	অর্থ মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আয়কর উইং রাজস্ব ভবন প্লট নং এফ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ টেলিফোন: (+৮৮) ০২২২২২১৭৭০০-০৯
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://www.nbr.gov.bd

নবায়ন

কত বার	প্রযোজ্য নয়
মাধ্যম	অনলাইন (feedbackvat@nbr.gov.bd)

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এবং টিআইএন সার্টিফিকেট। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যক্রম অনুযায়ী আইআরসি/ইআরসি প্রয়োজন হতে পারে।	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	বৈধ ট্রেড লাইসেন্স	মূল কপির অনুলিপি
	টিআইএন সার্টিফিকেট	মূল কপির অনুলিপি
	আমদানি/রপ্তানি নিবন্ধন সনদের অনুলিপি	প্রযোজ্য হলে
	সব ব্যবসা আউটলেটের ঠিকানাসহ তালিকা	
	ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (মূল)	
	বিডা নিবন্ধন সনদের অনুলিপি	প্রযোজ্য হলে
	মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
	মালিক/ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পাসপোর্ট সাইজ ছবি	২ কপি
	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দলিল বা মালিকানার প্রমাণ	মূল কপির অনুলিপি

নোট: নিবন্ধনের পর বিআইএন অবশ্যই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন করতে হবে এবং ভ্যাট সংক্রান্ত নথিপত্র যথাযতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	এনবিআর জোনাল অফিস বা এনবিআর ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় নথিসহ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র জমা
ধাপ ৩	এনবিআর কর্তৃক দাখিলকৃত নথি যাচাই
ধাপ ৪	প্রয়োজন হলে এনবিআর কর্তৃক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
ধাপ ৫	আবেদনকারী কর্তৃক ভ্যাট নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করে

প্রক্রিয়া চিত্র

বিন (মূল্য সংযোজন কর) নিবন্ধন

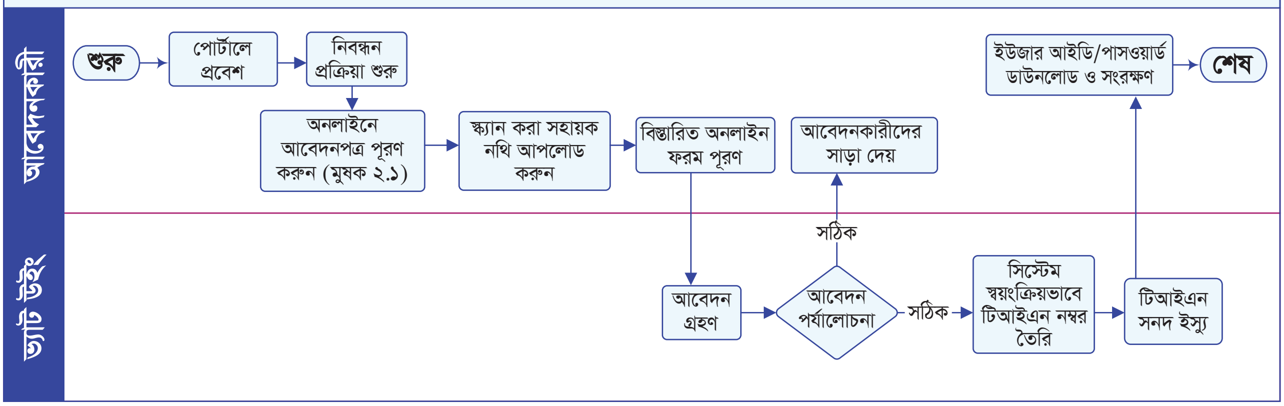

ফি

আবেদন ফর্ম	কোনো সরকারি ফি বা অন্যান্য চার্জ নেই।
লাইসেন্স ফি	
অন্যান্য চার্জ	

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

এসএলএ / সময়	৭-১৪ দিন
সাধারণ প্রসেসিং সময়	৭-১৪ দিন
প্রক্রিয়ায় বিলম্ব এড়াতে সমস্ত জমাকৃত নথি যথাযথভাবে সত্যায়িত এবং সম্পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত করুন। ভ্যাট বিধিমালা মেনে চলুন।	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / পরামর্শ

সাধারণ জটিলতা	• ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য • যথাযথ নথিপত্র না থাকা বা পুরোনো নথি প্রদান • ভ্যাট রেট নিয়ে বিভ্রান্তি • অনলাইন পোর্টালের কারিগরি সমস্যা • ব্যবসার প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য ভুলভাবে বোঝা • ব্যবসায় আগ্রহের অভাব
স্থানীয় ভিন্নতা	ভ্যাট সার্কেল
যোগাযোগ	এনবিআর ভ্যাট উইং

বাংলাদেশে ব্যবসার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা

বাংলাদেশে একটি ব্যবসা শুরু করতে হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রথম ধাপ। উদ্যোক্তাকে একটি তফসিলি ব্যাংক নির্বাচন করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করতে হয়, যেমন ট্রেড লাইসেন্স (বা শুরুর পর্যায়ে থাকা প্রতিশষ্ঠানের ক্ষেত্রে নামের ছাড়পত্র), কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসা নিবন্ধনের কাগজপত্র। সাধারণত অ্যাকাউন্টটি ব্যবসার নামে খোলা হয়, যাতে সমস্ত আর্থিক লেনদেন আইনগতভাবে রেকর্ড হয় এবং স্বচ্ছ থাকে।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ:

একটি ব্যবসায়িক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ আলাদা রাখতে সাহায্য করে, সঠিক আর্থিক নথি সংরক্ষণ নিশ্চিত করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধানসমূহ মেনে চলতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান অর্থ গ্রহণ, সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান, ঋণ বা ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণসহ বিভিন্ন লেনদেন নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারে। তাছাড়া, কোম্পানি নিবন্ধন এবং বিভিন্ন লাইসেন্স প্রক্রিয়ায় বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রমাণ আবশ্যক -- যা ব্যবসা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার মৌলিক ধাপ হিসাবে বিবেচিত হয়।

ব্যবসার ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

ব্যবসার ধরন	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
একক স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান	• বৈধ ট্রেড লাইসেন্স • মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট • ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেট • মালিকের সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ছবি • ব্যবসার ঠিকানার প্রমাণ (ইউটিলিটি বিল বা ভাড়ার চুক্তিপত্র)
পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান	• পার্টনারশিপ ডিড (প্রযোজ্য হলে নিবন্ধিত) • বৈধ ট্রেড লাইসেন্স • পার্টনারশিপের জন্য টিআইএন সার্টিফিকেট • সকল পার্টনারের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট কপি • সকল পার্টনারের পাসপোর্ট সাইজ ছবি • অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পার্টনারশিপ রেজল্যুশন • ব্যবসার ঠিকানার প্রমাণ
লিমিটেড কোম্পানি	• আরজেএসসি কর্তৃক প্রদত্ত ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট • মেমোরেনডাম এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন • ফর্ম ঢওও (পরিচালকদের বিবরণ) – আরজেএসসি থেকে • বৈধ ট্রেড লাইসেন্স • কোম্পানির টিআইএন সার্টিফিকেট • সকল পরিচালকের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট কপি • অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীদের পাসপোর্ট সাইজ ছবি • বোর্ড রেজল্যুশন (অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমোদন) • নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানার প্রমাণ

একটি চলতি হিসাব (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) খোলার জন্য পছন্দের ব্যাংক নির্বাচন করা, শাখায় গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হয়। প্রাথমিক জমা প্রদান করার পর ব্যাংক আপনার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, এবং প্রক্রিয়া শেষ হলে আপনার অ্যাকাউন্ট সক্রিয় হয়ে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংকে অনলাইন সেবা রয়েছে এবং সব নথি প্রস্তুত ও হালনাগাদ থাকলে মাত্র একবার শাখায় গিয়ে এক দিনের মধ্যেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব।

নামের ছাড়পত্র সনদ

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের (বিদেশি কোম্পানি ও পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) জন্য নামকরণ নামের ছাড়পত্র সনদ একটি পূর্বশর্ত।
যাদের প্রয়োজন	নতুন কোম্পানি, সমিতি বা ট্রেড সংগঠনের প্রমোটররা।
স্থানিক পরিধি	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি), টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd I‡qemvBU: www.roc.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://app.roc.gov.bd/

নবায়ন

কতবার	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন (https://app.roc.gov.bd/)

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	প্রস্তাবিত নতুন সত্তার প্রমোটর হতে হবে।	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	নামের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন	
	প্রমোটরদের ১ম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	শুধু কোম্পানির জন্য

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করে
ধাপ ২	আরজেএসসি ওয়েবসাইটে ই-অ্যাকাউন্ট খোলে
ধাপ ৩	আরজেএসসি ওয়েবসাইটে প্রাথমিক নাম অনুসন্ধান করে
ধাপ ৪	ফি জমা দেয়
ধাপ ৫	টাকা জমার রসিদ/মানি রিসিপ্ট জমা দেয়
ধাপ ৬	নেম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে

প্রক্রিয়াচিত্র

নাম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট

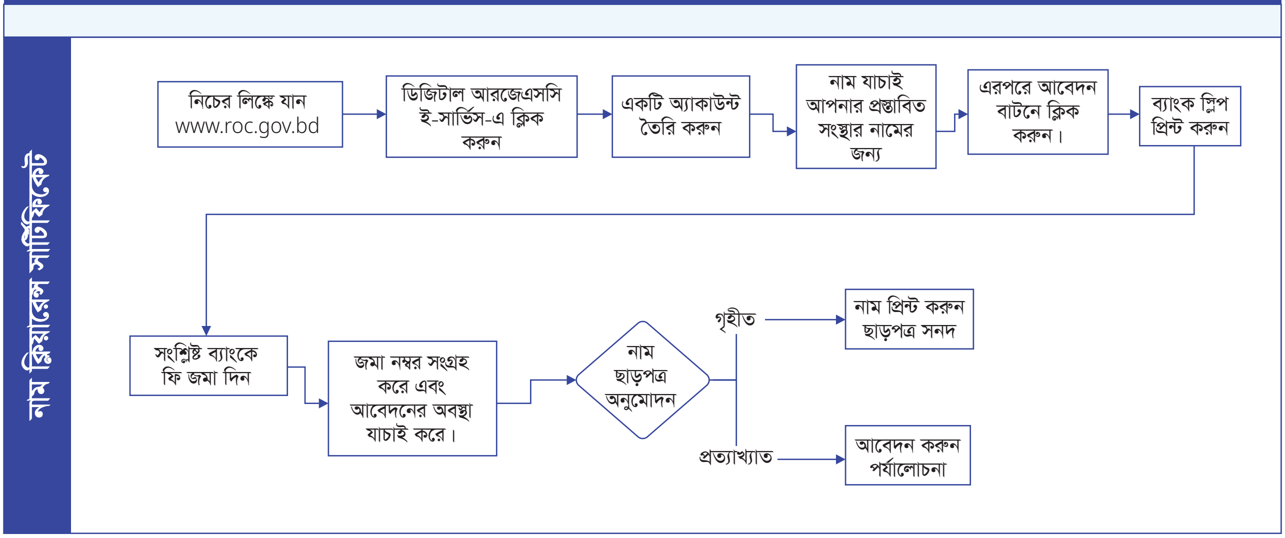

ফি

আবেদন ফর্ম	অনলাইন
লাইসেন্স ফি	কোম্পানির জন্য নেম ক্লিয়ারেন্স (NC): প্রস্তাবিত প্রতিটি নামের জন্য ৫০০ টাকা পার্টনারশিপ ফার্মের জন্য NC: ৫০০ টাকা সোসাইটির জন্য NC: ২,০০০ টাকা ট্রেড অর্গানাইজেশনের জন্য NC: ৫০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	কোনো নির্দিষ্ট চার্জ নেই

প্রক্রিয়াকরণের সময়

স্ট্যাচুয়েটরি এসএলএ	৪ ঘণ্টা
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	১ দিন

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• প্রস্তাবিত নামের সমস্যা (সম্পূর্ণ আলাদা না হওয়া) • আবেদন প্রক্রিয়ায় জটিলতা • ওয়েবসাইট ও সার্ভারজনিত সমস্যা (ইন্টারনেট সংযোগ, সার্ভার ডাউন ইত্যাদি)
স্থানভেদে পার্থক্য	
যোগাযোগ	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি), টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd

কোম্পানি নিবন্ধন (প্রাইভেট ও পাবলিক)

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশে একটি কোম্পানির আইনগত ভিত্তি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	প্রাইভেট কোম্পানি, পাবলিক কোম্পানি, ওয়ান পার্সন কোম্পানি (OPC), বিদেশি কোম্পানি, ট্রেড অর্গানাইজেশন, সমিতি (Societies), এবং পার্টনারশিপ ফার্ম।
যেখানে প্রযোজ্য	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি) টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://app.roc.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক রিটার্ন জমা দেওয়ার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন সম্পন্ন হয়।
পদ্ধতি	অনলাইন (https://app.roc.gov.bd/)

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	বৈধ নেম ক্লিয়ারেন্স সনদ থাকতে হবে (বিদেশি কোম্পানি এবং পার্টনারশিপ ফার্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই)।	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয়। বিস্তারিত তালিকা মূল টেক্সটেদেখুন।		

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
প্রাইভেট কোম্পানি	১। মেমোরেনডাম I আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন – মূল কপি + ২ কপি ২। ফরম I পূরণকৃত: কোম্পানি নিবন্ধনের ঘোষণা [ধারা ২৫] ৩। ফরম VI পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা এবং পরিবর্তনের নোটিশ [ধারা ৭৭] ৪। ফরম IX পূরণকৃত: পরিচালকের কার্যনির্বাহের সম্মতি [ধারা ৯২] ৫। ফরম X পূরণকৃত: পরিচালক হওয়ার জন্য সম্মত ব্যক্তিদের তালিকা [ধারা ৯২] ৬। ফরম XII পূরণকৃত: পরিচালক, ম্যানেজার এবং ম্যানেজিং এজেন্টদের বিবরণ [ধারা ১১৫] ৭। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র ৮। বিশেষ আঠাযুক্ত স্ট্যাম্প ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেজারি চালানের (ফটোকপি) রসিদ
প্রাইভেট কোম্পানি	১। মেমোরেন ডাম I আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন – মূল কপি + ২ কপি ২। ফরম I পূরণকৃত: কোম্পানি নিবন্ধনের ঘোষণা [ধারা ২৫] ৩। ফরম VI পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা এবং পরিবর্তনের নোটিশ [ধারা ৭৭] ৪। ফরম IX পূরণকৃত: পরিচালকদের কার্যনির্বাহের সম্মতি [ধারা ৯২] ৫। ফরম X পূরণকৃত: পরিচালক হওয়ার জন্য সম্মত ব্যক্তিদের তালিকা [ধারা ৯২] ৬। ফরম XII পূরণকৃত: পরিচালক/ম্যানেজার/ম্যানেজিং এজেন্টদের বিবরণ [ধারা ১১৫] ৭। ফরম XIV পূরণকৃত: ব্যবসা শুরু করার পূর্বে ঘোষণাপত্র (প্রসপেক্টাসের পরিবর্তে বিবৃতি জমা দিলে প্রযোজ্য) [ধারা ১৫০] ৮। ফরম XI (প্রয়োজন হলে): প্রস্তাবিত কোম্পানিতে যোগ্যতার শেয়ার গ্রহণের চুক্তি [ধারা ৯২] ৯। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র ১০। বিশেষ আঠাযুক্ত স্ট্যাম্প ও ট্রেজারি চালানের ফটোকপি

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
ওপিসি	১। ফরম XXXVI পূরণকৃত: কোম্পানির চার্টার/স্ট্যাচুট/মেমোরেনডাম/আর্টিকেলস (কোম্পানির গঠনসংক্রান্ত দলিল) ২। ফরম XXXVII পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড/প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ৩। ফরম XXXVIII পূরণকৃত: পরিচালক ও ম্যানেজারদের তালিকা [ধারা ৩৭৯] ৪। ফরম XXXIX পূরণকৃত: নোটিশ–সার্ভিস গ্রহণের অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ [ধারা ৩৭৯] ৫। ফরম XLII পূরণকৃত: বাংলাদেশে ব্যবসা স্থানের ঠিকানা ও পরিবর্তনসমূহ [ধারা ৩৭৯(১)] ৬। নির্ধারিত তফসিলি ব্যাংক থেকে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট ৭। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)-এর অনুমতি
বিদেশি কোম্পানি	১। ফরম XXXVI পূরণকৃত: কোম্পানির চার্টার/স্ট্যাচুট/মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস (কোম্পানির গঠনসংক্রান্ত দলিল) ২। ফরম XXXVII পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড বা প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ৩। ফরম XXXVIII পূরণকৃত: পরিচালক ও ম্যানেজারদের তালিকা [ধারা ৩৭৯] ৪। ফরম XXXIX পূরণকৃত: সার্ভিস গ্রহণের অনুমোদিত ব্যক্তিদের রিটার্ন [ধারা ৩৭৯] ৫। ফরম XLII পূরণকৃত: বাংলাদেশে প্রধান ব্যবসা স্থানের ঠিকানা বা পরিবর্তনসমূহ [ধারা ৩৭৯(১)] ৬। তফসিলি ব্যাংক থেকে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট ৭। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)-এর অনুমতি
ট্রেড অর্গানাইজেশন	১। মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন – মূল + ২ কপি ২। ফরম I পূরণকৃত: নিবন্ধন ঘোষণা [ধারা ২৫] ৩। ফরম VI: রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা ও পরিবর্তন [ধারা ৭৭] ৪। ফরম IX: পরিচালকের সম্মতিপত্র [ধারা ৯২] ৫। ফরম X: পরিচালক হওয়ার জন্য সম্মত ব্যক্তিদের তালিকা [ধারা ৯২] ৬। ফরম XII: পরিচালক/ম্যানেজার/ম্যানেজিং এজেন্টদের বিবরণ [ধারা ১১৫] ৭। সরকারি লাইসেন্স (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রেড লাইসেন্স) ৮। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র ৯। বিশেষ আঠাযুক্ত স্ট্যাম্প ও ট্রেজারি চালানের ফটোকপি
সোসাইটি	১। মেমোরেনডাম অব অ্যাসোসিয়েশন ২। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র
পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান	১। ফরম ও: নিবন্ধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ২। পার্টনারশিপ ডিড

ফি

আবেদন ফরম	অনলাইন
লাইসেন্স ফি	কোম্পানি/পার্টনারশিপ ফার্ম/ট্রেড অর্গানাইজেশন: ৫০০ টাকা সোসাইটি: ২,০০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

স্ট্যাচুয়েটরি এসএলএ/অনলাইন	
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	৩০ দিন

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	অনুগ্রহ করে প্রথমে ইমেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে বিডা (BIDA) পোর্টালে (https://app.roc.gov.bd/) একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
ধাপ ২	আবেদনকারী অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
ধাপ ৩	আবেদন ফরম সম্পূর্ণভাবে পূরণ করুন (বাধ্যতামূলক ঘরগুলো বাদ দেবেন না)।
ধাপ ৪	সমস্ত তথ্য পুনরায় যাচাই করুন এবং আবেদন সেভ করুন।
ধাপ ৫	প্রাসঙ্গিক সকল নথির স্ক্যান কপি আপলোড করুন।
ধাপ ৬	পূর্ণাঙ্গ আবেদন সেভ করে জমা দিন।
ধাপ ৭	আবেদন অনুমোদিত হলে আবেদনকারীকে ফি জমা দেওয়ার জন্য জানানো হবে।
ধাপ ৮	নির্দেশনা অনুযায়ী পেমেন্ট গেটওয়ে বা কাউন্টারের মাধ্যমে ফি জমা দিন।
ধাপ ৯	নির্ধারিত দিনের জন্য অপেক্ষা করুন।
ধাপ ১০	আবেদনকারী অনলাইনের মাধ্যমে অনুমোদন/সনদ/নিবন্ধন/পারমিট সংগ্রহ করবেন।

প্রক্রিয়া চিত্র

HTTPS://APP.ROC.GOV.BD/ (online)

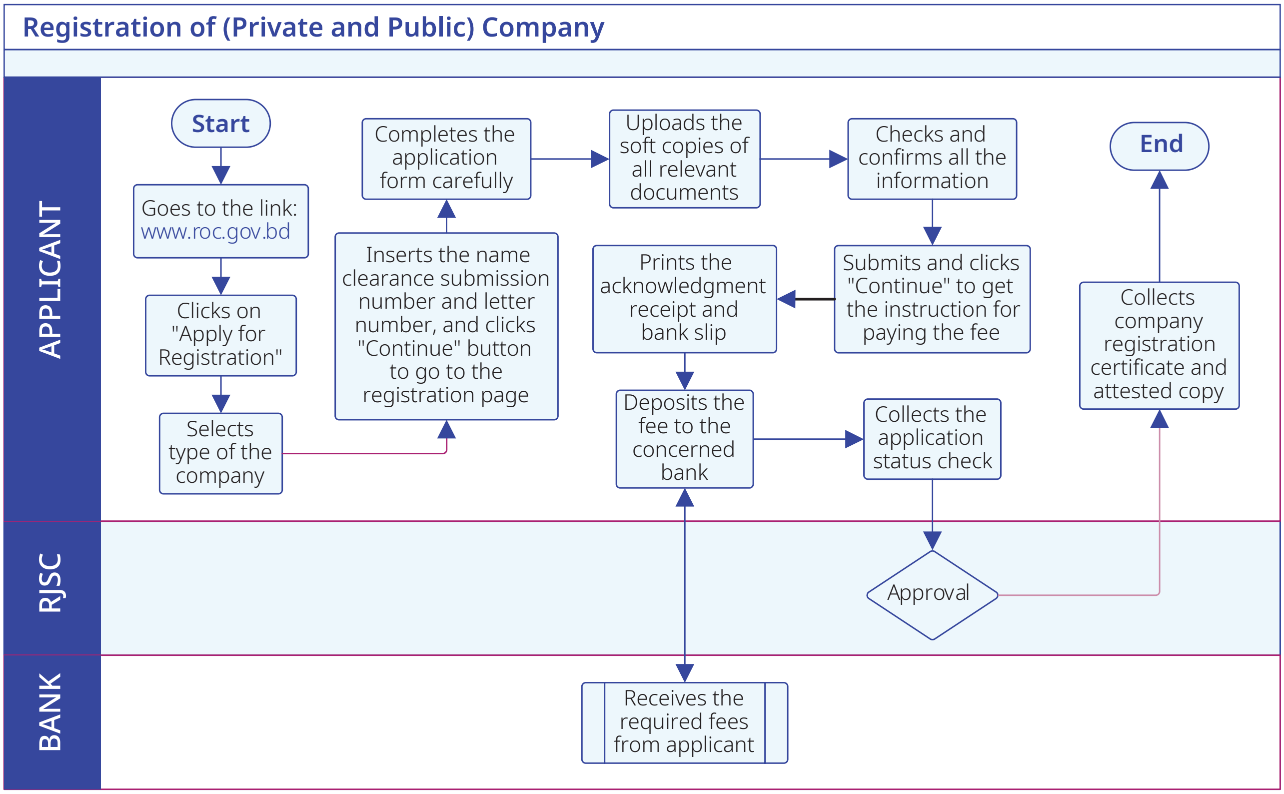

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	নবায়নের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নথি উল্লেখ নেই (বার্ষিক রিটার্নের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়)।
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	বার্ষিক রিটার্ন দাখিল।
ফি	বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের সঙ্গে সম্পর্কিত ফি।

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• নেম ক্লিয়ারেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া • আরজেএসসি পোর্টালের সমস্যা • অসম্পূর্ণ বা ভুল নথি • ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত জটিলতা (বিশেষ করে বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে) • বিদ্যমান শর্তাবলি/বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ধারণা না থাকা
স্থানভেদে ভিন্নতা	আরজেএসসি নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ হলে 'সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন' ইস্যু করে– • প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য নেম ক্লিয়ারেন্স গ্রহণ করা হয়েছে (বিদেশি কোম্পানি ও পার্টনারশিপ ফার্ম ব্যতীত) • নেম ক্লিয়ারেন্সের সনদের মেয়াদের মধ্যে নিবন্ধনের আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে (বিদেশি কোম্পানি ও পার্টনারশিপ ফার্ম ব্যতীত) • মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন (MoA & AoA), নির্ধারিত ফরম ও সময়সূচি যথাযথভাবে প্রস্তুত ও জমা দেওয়া হয়েছে • প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ও ফি প্রদান করা হয়েছে
যোগাযোগ	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি) টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd

শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধন (যৌথ উদ্যোগ এবং ১০০% বিদেশি মালিকানাধীন)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	যৌথ উদ্যোগ বা ১০০% বিদেশি বিনিয়োগসহ শিল্প প্রকল্পকে বিডা (BIDA)-এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব কোম্পানি বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগসহ শিল্প প্রকল্প স্থাপন করছে।
যেখানে প্রযোজ্য	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (চগঙ) / প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় (CAO)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা - BIDA) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় বিনিয়োগ ভবন, ই-৬/বি, আগারগাঁও শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ফোন: +৮৮০-২-৪৪৮২৬৭৯৫-৯৯ ইমেইল: info@bida.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://www.bida.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	কোম্পানিটি অবশ্যই ইনকরপোরেটেড হতে হবে এবং কারখানার অবস্থান অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
১। যথাযথভাবে পূরণকৃত ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) নির্ধারিত আবেদনপত্র	
২। ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট	
৩। ট্রেড লাইসেন্সের কপি	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত (কারখানার অবস্থান অনুযায়ী) এবং নির্দিষ্ট সেক্টর উল্লেখ থাকতে হবে
৪। কোম্পানির টিআইএন সার্টিফিকেটের কপি	
৫। স্থানীয় ও আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা	কোম্পানির অফিসিয়াল প্যাডে জমা দিতে হবে
৬। এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট	
৭। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/পরিচালকেটের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি)	শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত সেক্টরের ক্ষেত্রে
৮। মেমোরেনডাম ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন	
সকল নথি কোম্পানির চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ডিরেক্টর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী ওএসএস (OSS) ফরম পূরণ করেন
ধাপ ২	আবেদনকারী ফি-সূচি অনুযায়ী যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে বিডা (BIDA)-এর পক্ষে নিবন্ধন ফি জমা দেন এবং পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংগ্রহ করেন
ধাপ ৩	আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নথিসহ আবেদনপত্র জমা দেন
ধাপ ৪	বিডা আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং কাউন্টার বা রিসেপশনের মাধ্যমে আবেদনকারীকে একটি ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করে
ধাপ ৫	বিডা আবেদনপত্র এবং সংযুক্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে; উপযুক্ত মনে হলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে

প্রক্রিয়া চিত্র

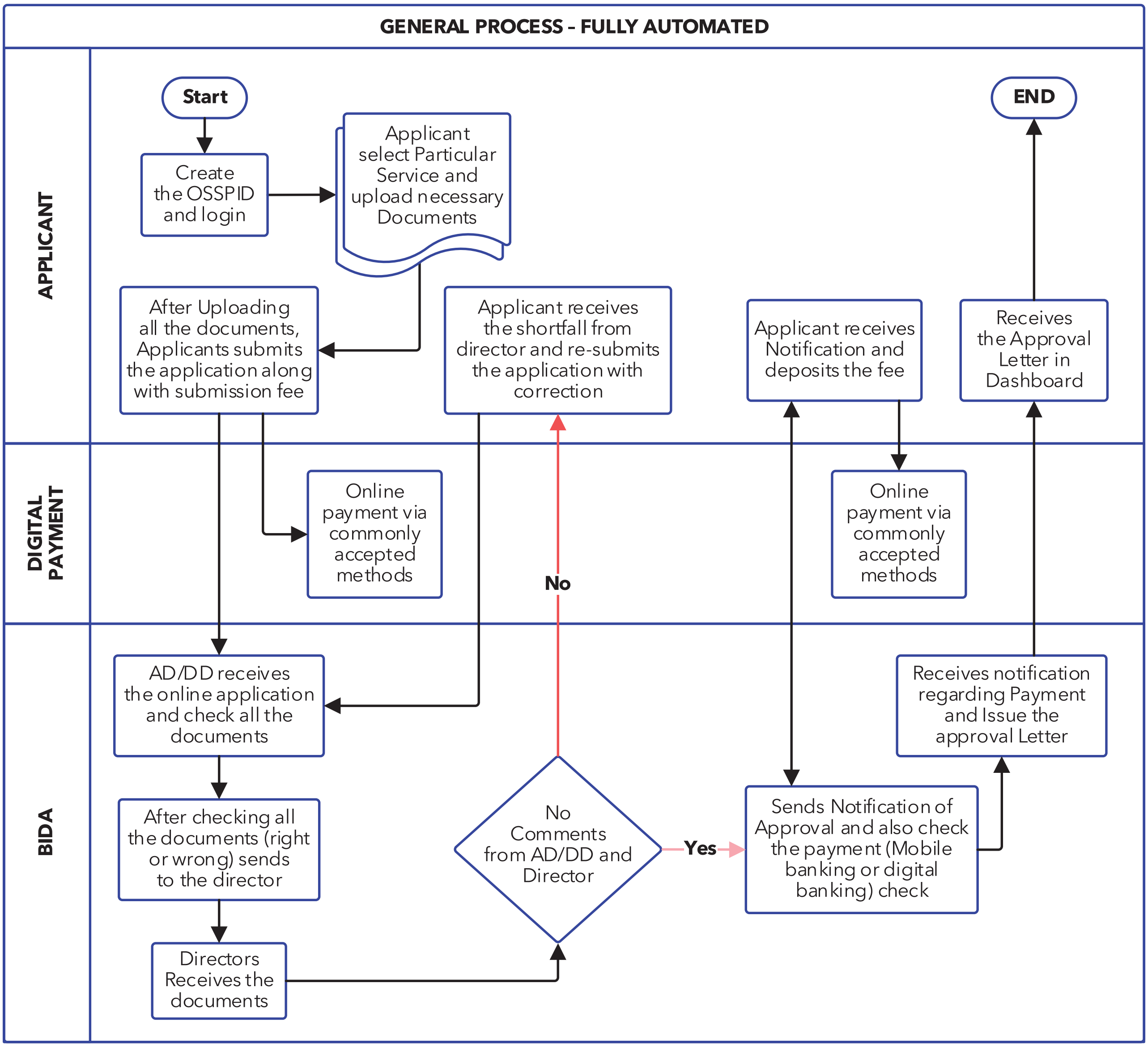

ফি

আবেদন ফরম	২৫০ টাকা
লাইসেন্স ফি	প্রকল্প বিনিয়োগের ওপর ভিত্তি করে নিবন্ধন ফি (মূল নথির ফি-সূচি দেখুন) ৫,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
অন্যান্য চার্জ	নির্দিষ্ট কিছুর উল্লেখ নেই

সময়সীমা

এসএলএ/সময়	১ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	প্রয়োজনীয় হালনাগাদ নথিপত্রের উপর নির্ভরশীল

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• একাধিক ধাপে যাচাই-বাছাই হওয়ায় অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হয় • নথিপত্রের ওভারল্যাপিং–যেমন ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, প্রকল্প প্রোফাইল, এনওসি–বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিকবার জমা দিতে হয় • অনলাইন ওয়ান-স্টপ সার্ভিস থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে অফলাইনে ফলো-আপের প্রয়োজন হয় • আরজেএসসি, এনবিআর এবং সিটি করপোরেশনের মতো সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সঠিক সমন্বয়ের অভাব; পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াগত নির্দেশনার ঘাটতি
স্থানভেদে পার্থক্য	
যোগাযোগ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ই-৬/বি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ **পিএবিএক্স:** +৮৮ ০২ ৯৫৬ ১৪১৬ **ফ্যাক্স:** +৮৮০ ২ ৯৫৬ ২৩১২ **ইমেইল:** service@bida.gov.bd

কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	কারখানাটি নিয়ম ও বিধিমালা অনুযায়ী সঙ্গতিপূর্ণ (কমপ্লায়েন্ট) কিনা তা নিশ্চিত করা
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে কারখানা নির্মাণ করতে চায়
সেবার আওতা	সারা বাংলাদেশ

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) শ্রম ভবন ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০২ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০৩ ইমেইল: ig@dife.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://dife.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	আরজেএসসি-এর আওতায় কোম্পানি নিবন্ধন অথবা ডিসি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ বা সিটি করপোরেশনের অধীনে নিবন্ধন।	
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
	• ফর্ম ৭৬ ও ৭৭ (কারখানা)	ফর্ম ৭৭ শুধুমাত্র দোকানের জন্য
	• ট্রেড লাইসেন্সের কপি	
	• ভাড়ার চুক্তিপত্র	প্রযোজ্য হলে
	• মালিকের এনআইডি	
	• বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট	প্রযোজ্য হলে
	• মেমোরেনডাম অফ আর্টিকেল	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার লেআউট প্ল্যান	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার ব্লুপ্রিন্ট কপি	প্রযোজ্য হলে
	• ট্রেজারি চালান	
	• কারখানার কর্মচারীদের তালিকা	
	• ফায়ার লাইসেন্স	
	• পরিবেশগত ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
	• বয়লার লাইসেন্স	প্রযোজ্য হলে
	• আইন অনুযায়ী অন্যান্য নথিপত্র	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ফরম-৭৬ এবং ফরম-৭৭ ভিত্তিক আবেদন জমা দিন
ধাপ ২	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন
ধাপ ৩	কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নথিপত্র যাচাই
ধাপ ৪	সনদ/লাইসেন্স প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

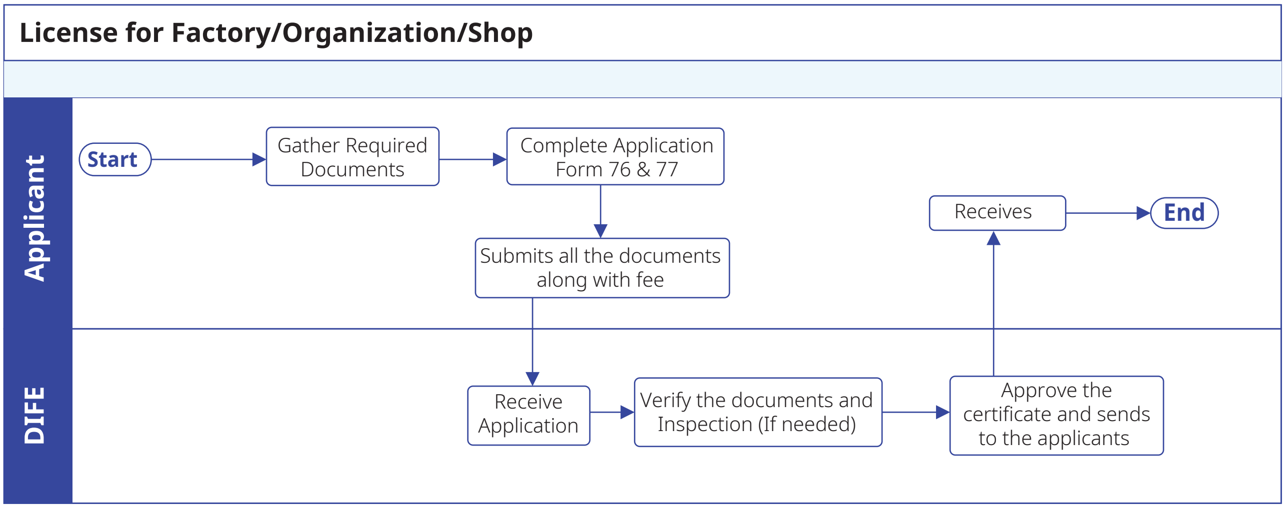

ফি

আবেদন ফরম	
ফি	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, তফসিল ৭ অনুযায়ী
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

সময়সীমা

এসএলএ	৪৫ কর্মদিবস
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য হতে পারে

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	নথিপত্র	মন্তব্য
	• ট্রেড লাইসেন্সের কপি	
	• ভাড়ার চুক্তিপত্র	প্রযোজ্য হলে
	• মালিকের এনআইডি	
	• বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট	প্রযোজ্য হলে
	• মেমোরেনডাম অব আর্টিকেল	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার লেআউট প্ল্যান	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার ব্লুপ্রিন্ট কপি	প্রযোজ্য হলে
	• ট্রেজারি চালান	
	• কারখানার কর্মচারীদের তালিকা	
	• ফায়ার লাইসেন্স	
	• পরিবেশগত ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
	• বয়লার লাইসেন্স	প্রযোজ্য হলে
	• অন্যান্য নথিপত্র	আইন অনুযায়ী

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১:	ফর্ম-৭৭ এর ভিত্তিতে আবেদন
ধাপ ২:	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন
ধাপ ৩:	কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নথিপত্র যাচাই
ধাপ ৪:	সনদ/লাইসেন্স প্রদান
ফি	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, তফসিল ৭ অনুযায়ী

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• নবায়নের জন্য অনেক নথি প্রয়োজন হয় • আবেদনের পর্যালোচনা করেন একাধিক কর্মকর্তা–অথরাইজড অফিসার (AO), অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (AAO), চিফ ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর, ট্রেসার প্রমুখ • শ্রম আইন, সেফটি/বিল্ডিং কোড, পরিবেশগত বিধানসহ একাধিক নিয়ম-বিধির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হয় • আন্তঃসংস্থার সমন্বয় সমস্যার কারণে পরস্পরবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি হয়
স্থানভেদে পার্থক্য	
যোগাযোগ	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০২ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০৩ ইমেইল: ig@dife.gov.bd

প্ল্যান্ট নির্মাণ অনুমোদন

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	একটি প্ল্যান্ট/ভবন নির্মাণের জন্য সরকারি অনুমোদন গ্রহণ করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কোনো ভবন বা প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা করছে।
সেবার আওতা	আঞ্চলিক (এলাকাভিত্তিক)

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	রাজউক (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ০১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ইমেইল: chairman@rajukdhaka.gov.bd ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৪৫৭৭ ওয়েবসাইট: www.rajukdhaka.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	http://www.rajukdhaka.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	জমির আইনগত মালিকানা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	নথিপত্র
আবেদনপত্র (ফর্ম নং: ১০১)	
জমির দলিল	
ডুপ্লিকেট কার্বন রসিদ (DCR)	
পাওয়ার অব অ্যাটর্নি	প্রযোজ্য হলে
নামজারি (Mutation)	
ইনডেমনিটি বন্ড	
খসড়া প্রকাশনা ফর্ম	
পরিকল্পনার ৯ (নয়) সেট	দশতলা পর্যন্ত ভবনের জন্য
বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইন	দশতলার বেশি ভবনের ক্ষেত্রে; পাশাপাশি ৯টি সংস্থার পূর্বানুমোদন প্রয়োজন

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	রাজউক (RAJUK) ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন
ধাপ ২	নতুন রেজিস্ট্রেশন করুন (নাম, মোবাইল, ইমেইল, ঠিকানা, পাসওয়ার্ড)
ধাপ ৩	মোবাইল ও ইমেইল ভেরিফাই করুন (ভেরিফিকেশন কোড দিয়ে লগইন)
ধাপ ৪	ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন
ধাপ ৫	"Construction Permit" মেনুতে যান→ "Add New Construction Permit" ক্লিক করুন
ধাপ ৬	পেজ ০১: জমি ও আবেদনকারীর তথ্য প্রদান
ধাপ ৭	পেজ ০২: প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য প্রদান
ধাপ ৮	পেজ ০৩: অতিরিক্ত তথ্য প্রদান
ধাপ ৯	আবেদন জমা দিন

প্রক্রিয়া চিত্র

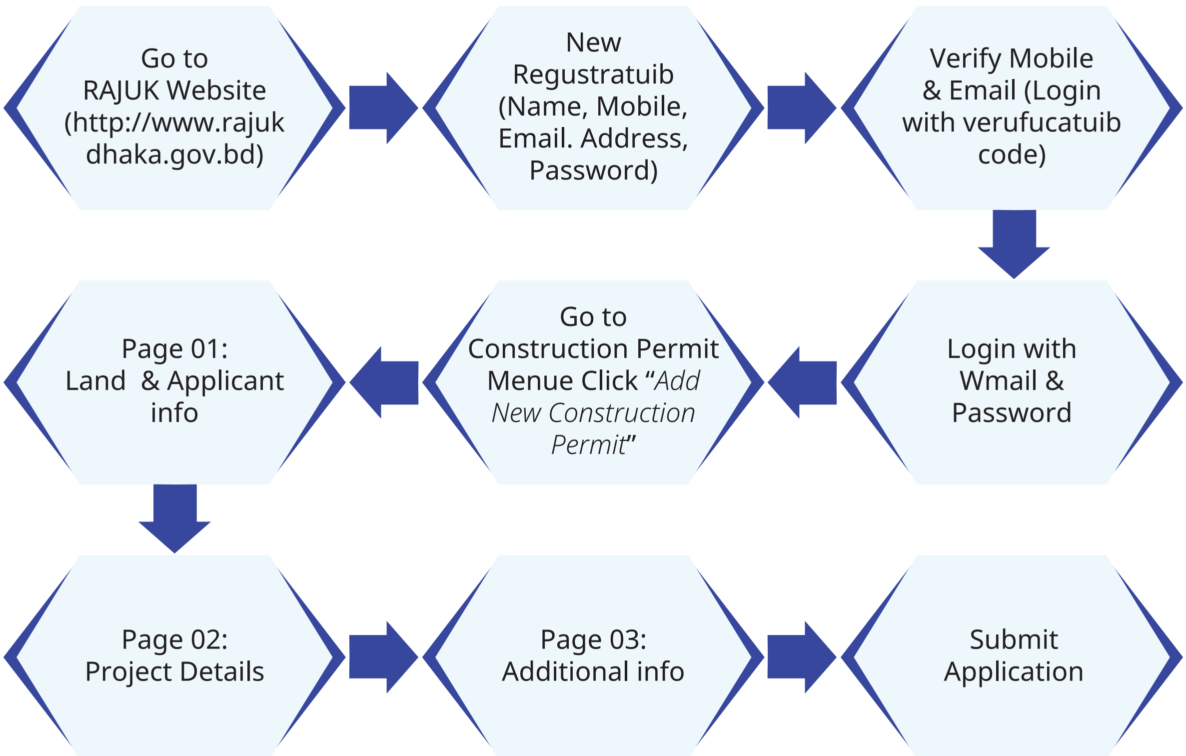

ফি

আবেদন ফরম	৩০০ টাকা
জমির ছাড়পত্র ফরম ফি	১০০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	নির্মাণের মোট বর্গফুট অনুযায়ী ভিন্ন হয় (বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন রুলস ২০০৮-এর ফি সূচি অনুযায়ী)।

সময়সীমা

এসএলএ	তিন (৩) বছর
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	প্রযোজ্য নয়
ধাপসমূহ	প্রযোজ্য নয়
ফি	প্রযোজ্য নয়

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• অগ্নিনির্বাপক ও সিভিল ডিফেন্স, স্থানীয় সরকার ইত্যাদি বহু সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন হয়– যা আবেদনকারীরা অনেক সময় জানেন না • নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশিকা নেই • অতিরিক্ত EIA রিপোর্ট প্রয়োজন হলে বিলম্ব ঘটে
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ কেন্দ্র	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ০১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ইমেইল: chairman@rajukdhaka.gov.bd ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৪৫৭৭ ওয়েবসাইট: www.rajukdhaka.gov.bd

শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের (অ্যাড-হক) জন্য সুপারিশপত্র

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (Industrial IRC) পাওয়ার জন্য বিডা (BIDA) থেকে সুপারিশপত্র সংগ্রহ করা।
যাদের জন্য প্রযোজ্য	কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজন রয়েছে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় / প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা - BIDA) ই-৬/বি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ পিএবিএক্স: +৮৮ ০২ ৯৫৬ ১৪১৬ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫৬ ২৩১২ ইমেইল: service@bida.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.bida.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	অবশ্যই বিডা কর্তৃক নিবন্ধিত কোম্পানি হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
বিডা (BIDA) নিবন্ধন ও সর্বশেষ সংশোধনপত্র	
যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র	
ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট	
ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেট	
প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিযোগ্য কাঁচামালের তালিকা	
ট্রেড লাইসেন্সের কপি	কারখানার অবস্থান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং নির্দিষ্ট সেক্টর উল্লেখ থাকতে হবে
ফায়ার লাইসেন্স	হালনাগাদ
পরিবেশগত ছাড়পত্র / এনওসি	হালনাগাদ
সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ	হালনাগাদ
স্থানীয়/আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা	সিরিয়াল নং, যন্ত্রের নাম, পরিমাণ এবং মূল্য উল্লেখ করতে হবে
ট্রেজারি চালান	আমদানি নীতিমালা অনুযায়ী চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট-এর পক্ষে জমা দিতে হবে
(সকল নথি কোম্পানির চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ডিরেক্টর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে)	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী ওএসএস (OSS) ফর্ম পূরণ করেন
ধাপ ২	আবেদনকারী যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে বিডা (BIDA)-এর পক্ষে ২৫০ টাকা নিবন্ধন ফি জমা দেন এবং পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংগ্রহ করেন
ধাপ ৩	আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নথিসহ আবেদনপত্র জমা দেন
ধাপ ৪	বিডা আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং কাউন্টার/রিসেপশনের মাধ্যমে আবেদনকারীকে একটি ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করে
ধাপ ৫	বিডা আবেদনপত্র ও সংযুক্ত নথিসমূহ পর্যালোচনা করে এবং উপযুক্ত হলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে

প্রক্রিয়া চিত্র

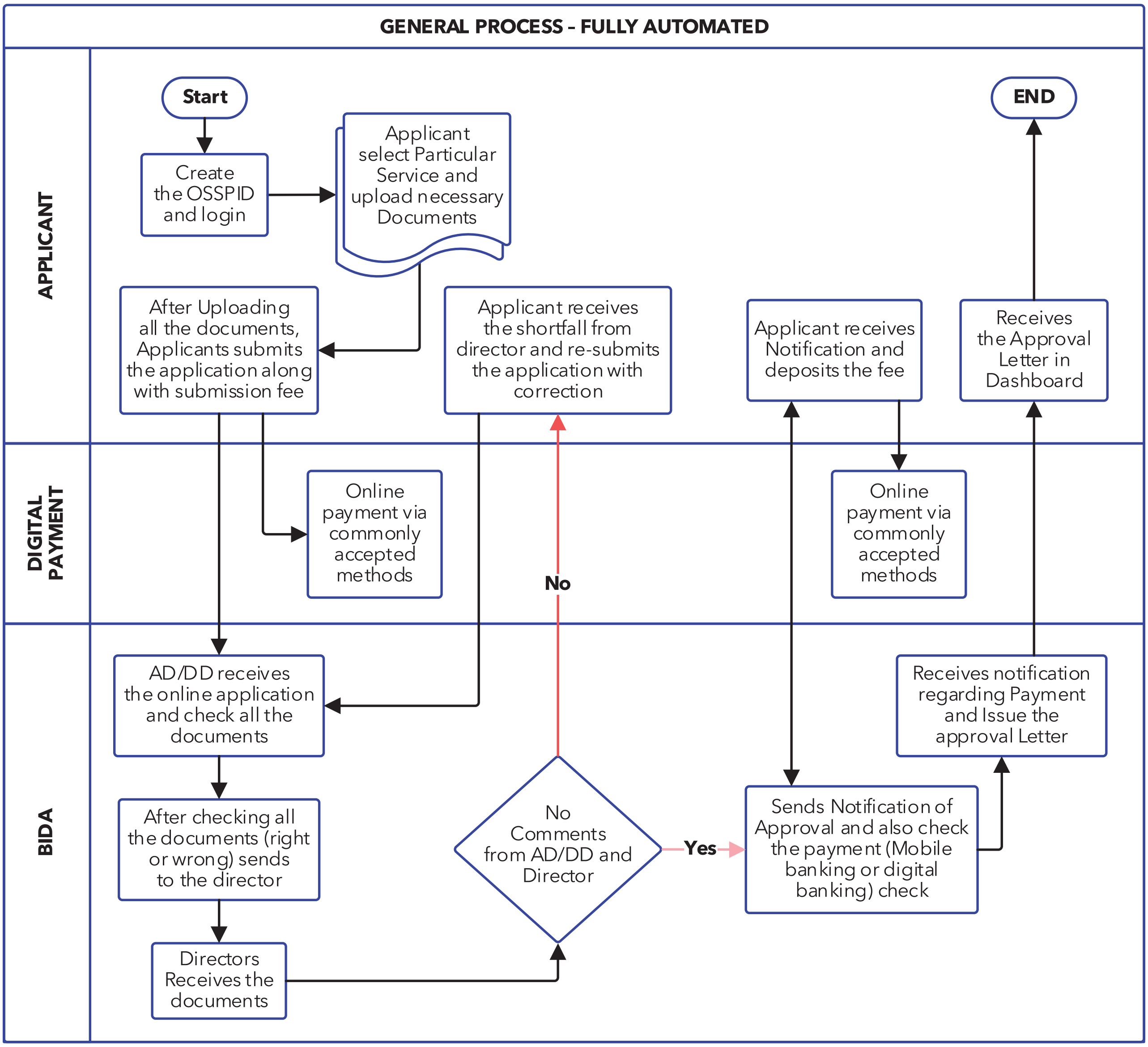

ফি

আবেদন ফরম	২৫০ টাকা
লাইসেন্স ফি	অন্তর্ভুক্ত
অন্যান্য চার্জ	সুনির্দিষ্ট নয়

সময়সীমা

এসএলএ	সুনির্দিষ্ট নয়
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	সাত কর্মদিবস (প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমাদানের ওপর নির্ভরশীল)

নবায়ন (প্রয়োজন হলে)

প্রয়োজনীয় নথি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
ফি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• বিডা (BIDA), ডাইফে (DIFE), স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ এবং ইউটিলিটি প্রদানকারীদের যাচাই-বাছাইয়ে সময় লাগে • সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ডিজিটালভাবে সম্পন্ন করার সীমিত সুযোগ • বিনিয়োগকারীদের সচেতনতার অভাব
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা - BIDA) ই-৬/বি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ পিএবিএক্স: +৮৮ ০২ ৯৫৬ ১৪১৬ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫৬ ২৩১২ ইমেইল: service@bida.gov.bd

শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (অ্যাড-হক)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিধিবিধান অনুসরণ নিশ্চিত করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব ব্যবসা শিল্প খাতে কাঁচামাল আমদানির সঙ্গে যুক্ত।
সেবার আওতা	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) এনএসসি টাওয়ার (১৫তম তলা), ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯ ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ইমেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://olm.ccie.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	অবশ্যই বিডা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশপত্র থাকতে হবে (শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
ট্রেড লাইসেন্স	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক ইস্যুকৃত
ই-টিআইএন (e-TIN) এবং ভ্যাট রিটার্ন জমাদান/ অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপের কপি	
নির্ধারিত ব্যাংক থেকে সুপারিশপত্র	
সংশ্লিষ্ট চেম্বার/ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যপদ সনদ	
আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	
আমদানি/রপ্তানির প্রাসঙ্গিক লাইসেন্স/অনুমতি	বিশেষায়িত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে
রেজিস্টার্ড পার্টনারশিপ ডিড অথবা আরজেএসসি প্রদত্ত সনদ	পার্টনারশিপ ব্যবসার ক্ষেত্রে
আরজেএসসি প্রদত্ত ইনকরপোরেশন সনদ এবং ফর্ম-XII	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
ব্যাংকের সুপারিশপত্র এবং অ্যাকাউন্ট লেনদেনের বিবরণ	একক মালিকানাধীন (প্রোপ্রাইটরশিপ) ব্যবসার ক্ষেত্রে

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	https://olm.ccie.gov.bd/ এ লগ-ইন করুন
ধাপ ২	আপনার এনআইডি অনুযায়ী ইমেইল ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
ধাপ ৩	ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার প্রয়োজনীয় সেবা নির্বাচন করুন
ধাপ ৪	আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় সব তথ্য পূরণ করুন
ধাপ ৫	ফরম পূরণের সময় সকল প্রাসঙ্গিক নথি স্ক্যান করে আপলোড করুন
ধাপ ৬	ছবি বা ডকুমেন্ট আপলোড করার সময় নিশ্চিত করুন যে সাইজ ৫ এমবি'র বেশি নয়
ধাপ ৭	চূড়ান্ত জমার আগে আবেদনপত্র পর্যালোচনা করতে "Save as Draft" নির্বাচন করুন
ধাপ ৮	ড্যাশবোর্ডে যান এবং আপনার আবেদন পর্যালোচনা করুন
ধাপ ৯	কোনো ভুল পাওয়া গেলে বা আবেদন অসম্পূর্ণ হলে সংশোধন করে জমা দিন
ধাপ ১০	আবেদন জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ট্র্যাকিং নম্বর তৈরি হবে

প্রক্রিয়া চিত্র

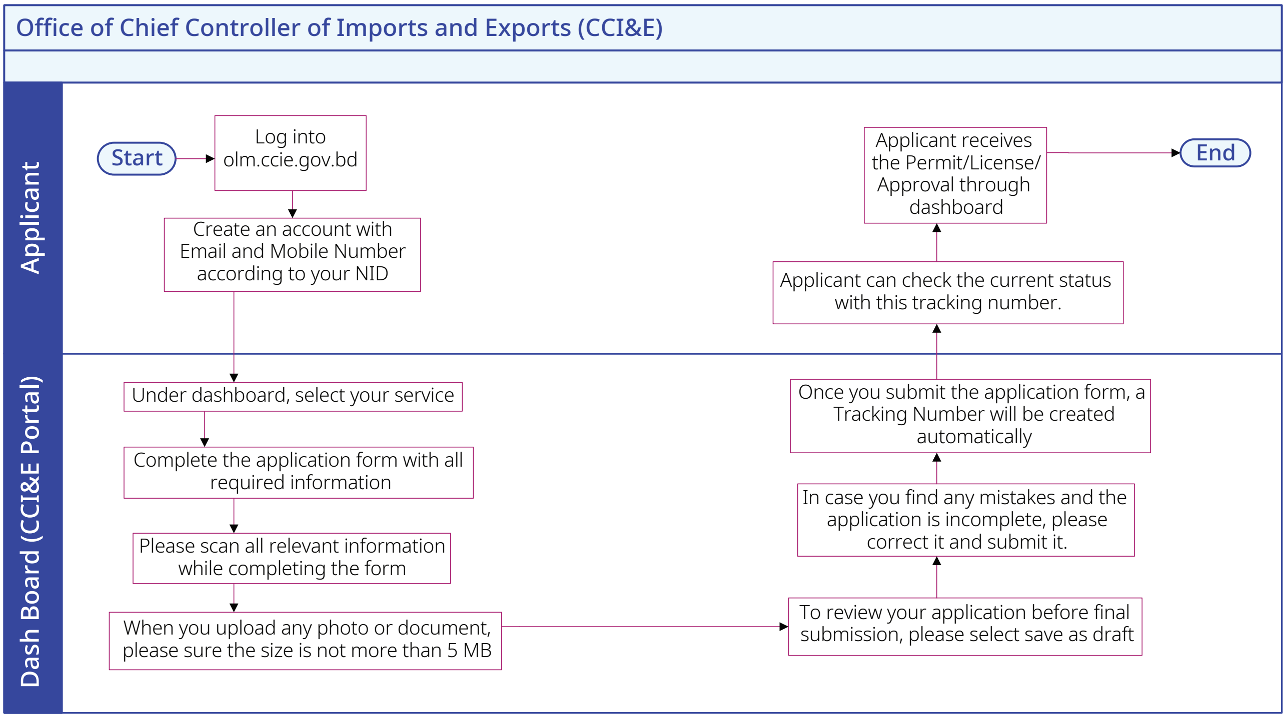

ফি

আবেদন ফরম			
লাইসেন্স ফি	আমদানি সীমা	নিবন্ধন ফি (টাকা)	নবায়ন ফি (টাকা)
	(i) ৫,০০,০০০ পর্যন্ত	৫,০০০	৩,০০০
	(ii) ৫,০০,০০১ - ২৫,০০,০০০	১০,০০০	৬,০০০
	(iii) ২৫,০০,০০১ - ৫০,০০,০০০	২৪,০০০	১০,০০০
	(iv) ৫০,০০,০০১ - ১,০০,০০,০০০	৪০,০০০	১৫,০০০
	(v) ১,০০,০০,০০১ - ৫,০০,০০,০০০	৫০,০০০	২২,০০০
	(vi) ৫,০০,০০,০০ - ২০,০০,০০,০০০	৬০,০০০	২৪,০০০
	(vii) ২০,০০,০০,০০১ - ৫০,০০,০০,০০০	৭০,০০০	২৮,০০০
	(viii) ৫০,০০,০০,০০১ - ১০০,০০,০০,০০০ বা তার বেশি	৮০,০০০	৩২,০০০
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য		

সময়সীমা

এসএলএ	৩ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	সুনির্দিষ্ট নয়

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
ফি	নবায়ন ফি (মূল ফি সূচি অনুযায়ী)

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করার নির্দিষ্ট প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) স্পষ্ট নয় • পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পরিবেশ ইত্যাদি সংস্থার ছাড়পত্র পেতে দেরি হয়
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) এনএসসি টাওয়ার (১৫তম তলা), ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯ ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ **ইমেইল:** controller.chief@ccie.gov.bd **ওয়েবসাইট:** www.ccie.gov.bd

ফায়ার লাইসেন্স

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তা মান যাচাই ও নিশ্চিত করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	বাণিজ্যিক, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বহুতল ভবনের মালিকগণ।
সেবার আওতা	স্থানীয়

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD)
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	www.fireservice.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অফলাইন/অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই অগ্নি-নিরাপত্তা মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র	
বৈধ ট্রেড লাইসেন্সের কপি	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
বাৎসরিক মূল্যায়ন সনদ বা ভাড়ার চুক্তিপত্রের কপি	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
অনুমোদিত লেআউটের কপি	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
ইনকরপোরেশন সনদ ও মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের কপি	ব্যবসাটি কোম্পানি হলে
স্থানীয় প্রতিনিধির নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC)	
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) অফিসের ছাড়পত্র	২৪ মিটার বা ৭ তলার বেশি বাণিজ্যিক বা বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে
পূরণকৃত "তথ্য: গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি" ফর্ম	গার্মেন্টস কারখানার ক্ষেত্রে
ডিপোজিট স্লিপ/ট্রেজারি চালান	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনপত্র সংগ্রহ (ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অফিস বা ইন্টারনেট থেকে)
ধাপ ২	আবেদনপত্র পূরণ করা
ধাপ ৩	প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে পূরণকৃত আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা
ধাপ ৪	আবেদনপত্র ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) অফিসে জমা দেওয়া
ধাপ ৫	এফএসসিডি (FSCD) পরিদর্শকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন
ধাপ ৬	এফএসসিডি অফিস থেকে ডিমান্ড নোট ইস্যু
ধাপ ৭	ডিমান্ড নোটে উল্লেখিত অর্থ জমা প্রদান
ধাপ ৮	ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপ/ট্রেজারি চালান সংগ্রহ করে FSCD অফিসে জমা দেওয়া
ধাপ ৯	এফএসসিডি পরিদর্শকের মাধ্যমে পুনরায় পরিদর্শন
ধাপ ১০	ফায়ার লাইসেন্স ইস্যু

প্রক্রিয়াচিত্র

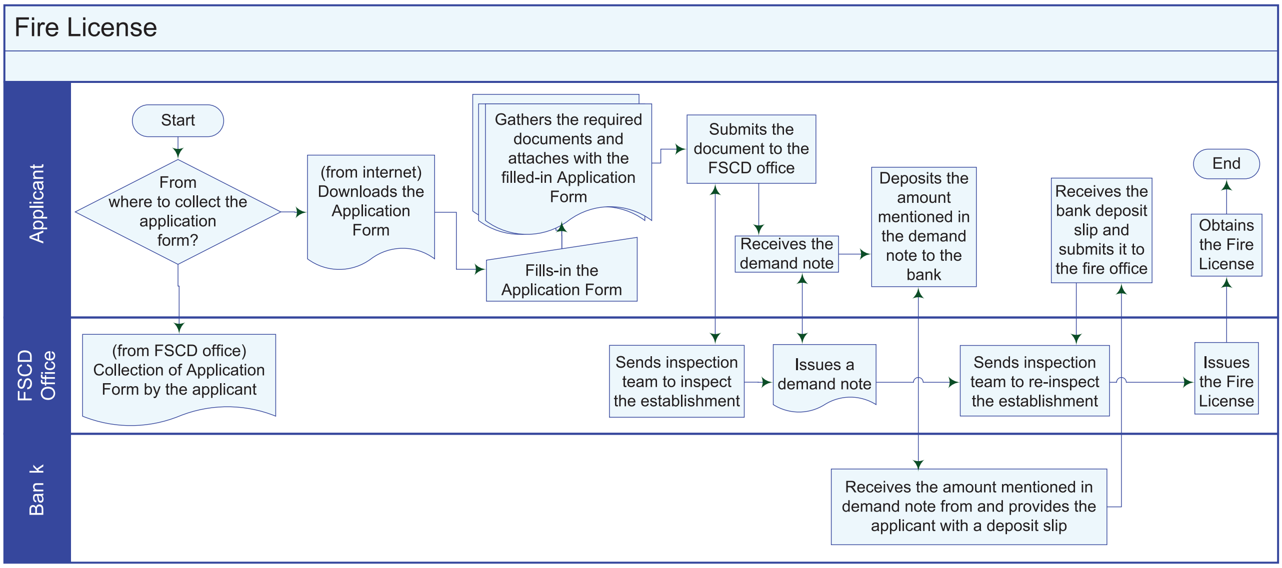

ফি

আবেদন ফরম	
লাইসেন্স ফি	৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	উল্লেখ নেই

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

এসএলএ	৯০ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মেয়াদোত্তীর্ণ ফায়ার লাইসেন্সের মূল কপি এবং ট্রেজারি চালান
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	কাগজপত্র জমা দেওয়া এবং পরিদর্শন সম্পন্ন করা
ফি	মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীল

নোট / পরামর্শ

সাধারণ জটিলতা	• সীমিত ল্যাব সুবিধার কারণে দেরি হয় • জাতীয়, খাতভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক–একাধিক মানদণ্ড মানতে হয় • মানদণ্ড পূরণ ও সম্পদ ঘাটতির কারণে কারখানা পরিদর্শন ও স্যাম্পল যাচাইয়ে বিলম্ব ঘটে • সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড ডিজিটাল সিস্টেমের অভাব • নির্দেশিকা না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন আমদানিকারক কমপ্লায়েন্সের শর্ত ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে
স্থানভেদে ভিন্নতা	আবেদনকারীদের স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়
যোগাযোগ	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) ৩৮-৪৬ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৫৫৫৫ ওয়েবসাইট: www.fireservice.gov.bd

শিল্প বা বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীর গ্যাস সংযোগ

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	শিল্প বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।
সেবার আওতা	তিতাস গ্যাসের সেবা এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড তিতাস গ্যাস ভবন; ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮০২৮১১২১৩৫-৪২; +৮৮০২৮১৫০২৬১; +৮৮০২৮১৫০৮০৫ ওয়েবসাইট: www.titasgas.org.bd

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	প্রয়োজন নেই
আবেদনের ধরন	অফলাইন

প্রয়োজনীয়তা/আবশ্যিক শর্তাবলি:

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি থাকতে হবে এবং গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শর্ত পূরণ করতে হবে।

শিল্প সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
নির্ধারিত আবেদনপত্র	মূল কপি
তিন (৩) কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি	সত্যায়িত প্রয়োজন
এনআইডি কপি	সত্যায়িত প্রয়োজন
হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স কপি	সত্যায়িত প্রয়োজন
টিআইএন সার্টিফিকেট কপি	সত্যায়িত প্রয়োজন
মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস/সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
জমির মালিকানার প্রমাণ	দলিল/রেজিস্ট্রেশন কাগজ ও ভূমি উন্নয়ন কর রশিদ
লিজ/ভাড়া চুক্তিপত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রমাণ	লিজকৃত স্থাপনার ক্ষেত্রে
নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হলফনামা	ভাড়াটিয়া ব্যর্থ হলে মালিক দায় নেবে
পাইপলাইন ডিজাইনের প্রস্তাবিত নকশা	চার কপি
গ্যাস যন্ত্রপাতির টেকনিক্যাল ক্যাটালগ	বয়লার/ওভেন/ড্রায়ার ইত্যাদি
রেভিনিউ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট	প্রস্তাবিত স্থানে বকেয়া না থাকার প্রমাণ
প্রযোজ্য কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্স/সার্টিফিকেট	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
আবেদন ফি জমার রসিদ	শিল্প: ৫০০ টাকা / বাণিজ্যিক: ৩০০ টাকা
কন্ট্রাক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার	মূল কপি

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	তিতাস গ্যাস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন জমা
ধাপ ৩	৫ কর্মদিবসের মধ্যে যাচাইকরণ সার্ভে
ধাপ ৪	স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির ভিত্তিতে গ্যাস লোড নির্ধারণ
ধাপ ৫	১৪-২০ কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদনপত্র প্রদান
ধাপ ৬	৭ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনিং ফি ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের ডিমান্ড নোট প্রদান
ধাপ ৭	ফি ও ডিপোজিট জমা দিয়ে ডিজাইন অনুমোদন গ্রহণ
ধাপ ৮	আবেদনকারী অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ করবে
ধাপ ৯	কন্ট্রাক্টর টেস্ট শিডিউল প্রদান করবে
ধাপ ১০	রাস্তা কাটার পারমিট (সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়ন পরিষদ/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে অথরিটি) জমা দেবে
ধাপ ১১	পারমিট পাওয়ার পর গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে
ধাপ ১২	৪ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন নির্মাণ
ধাপ ১৩	সংযোগ প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

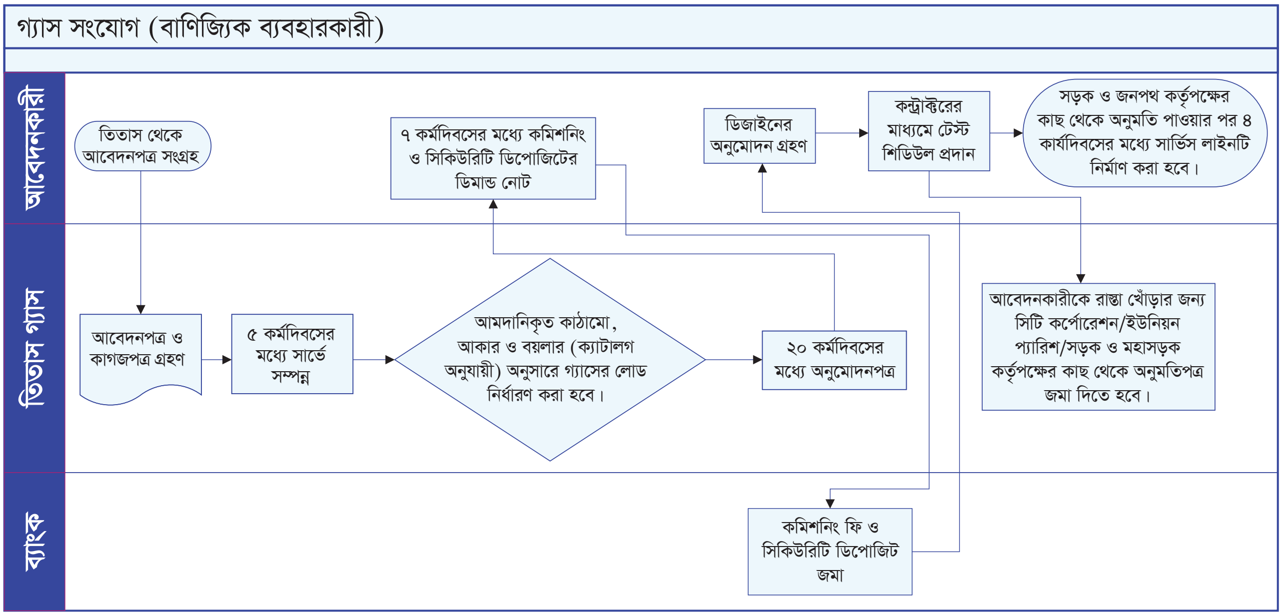

বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
১। নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ (ব্যাংক/জোন/রিজিওনাল অফিস/ফটোকপি/ওয়েবসাইট)	
২। আবেদনকারীর ৩ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৩। এনআইডি ফটোকপি –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৪। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৫। টিআইএন সার্টিফিকেট –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৬। জমির মালিকানার প্রমাণ (দলিল/নিবন্ধন কাগজ/ভূমি উন্নয়ন কর রশিদ) –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৭। লিজ/ভাড়ার চুক্তিপত্র (প্রযোজ্য হলে)	
৮। টেন্যান্ট ব্যর্থ হলে মালিক দায় নেবে–এমন নোটারি সত্যায়িত হলফনামা –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৯। অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নকশার	৪ কপি
১০। গ্যাস যন্ত্রপাতির টেকনিক্যাল ক্যাটালগ (বয়লার/জেনারেটর ইত্যাদির জন্য ন্যূনতম জ্বালানি দক্ষতা) –	৪ কপি

বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
১১। বিদ্যমান/বন্ধ সংযোগের বকেয়া না থাকার রেভিনিউ ক্লিয়ারেন্স	বয়লার/ওভেন/ড্রায়ার ইত্যাদি
১২। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
১৩। আবেদন ফি ৩০০ টাকা জমার রসিদ	প্রযোজ্য হলে
১৪। কন্ট্রাক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার	

প্রক্রিয়া

বিস্তারিত ধাপ	
ধাপ ১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন জমা
ধাপ ৩	তিতাস কর্মকর্তা ৫ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভে করবেন
ধাপ ৪	আমদানিকৃত কাঠামো, আকার এবং বয়লার ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্যাস লোড নির্ধারণ
ধাপ ৫	যাচাইকরণ শেষে ১৪ কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদনপত্র
ধাপ ৬	৭ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনিং ফি ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের ডিমান্ড নোট
ধাপ ৭	ফি জমা দিয়ে ডিজাইন অনুমোদন গ্রহণ
ধাপ ৮	আবেদনকারী অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ করবে
ধাপ ৯	কন্ট্রাক্টর টেস্ট শিডিউল প্রদান করবে
ধাপ ১০	রাস্তা কাটার জন্য পারমিট (সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়ন পরিষদ/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে) আবেদনকারী জমা দেবে
ধাপ ১১	পারমিট পাওয়ার পর গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন
ধাপ ১২	চুক্তির পর ৪ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন নির্মাণ
ধাপ ১৩	সংযোগ প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

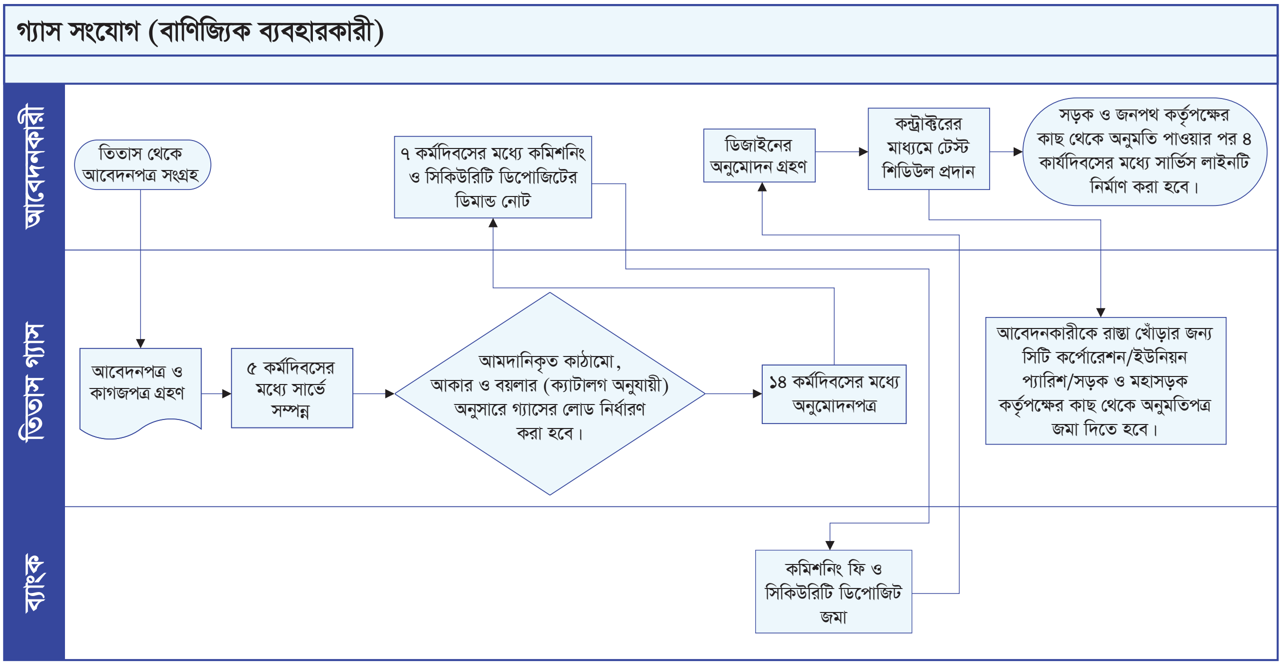

ফি

আবেদন ফরম	
শিল্প:	৫০০ টাকা,বাণিজ্যিক: ৩০০ টাকা, ক্যাপটিভ গ্রাহক (১০ মেগাওয়াট বা তার বেশি ক্ষমতা)
কমিশনিং ফি:	১১,৫০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	সিকিউরিটি ডিপোজিট

সময়সীমা

আইনগত সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (SLA):	
• বাণিজ্যিক:	৪৯ কর্মদিবস
• শিল্প:	৫৩ কর্মদিবস
সাধারণত প্রক্রিয়াকরণের সময়:	বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সাধারণত ৩.৫ মাসের বেশি সময় লাগে

নবায়ন (প্রয়োজন সাপেক্ষে)

প্রয়োজনীয় নথি	প্রযোজ্য নয়
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রযোজ্য নয়
ফি	প্রযোজ্য নয়

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা:	রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে অধিদপ্তর থেকে পারমিট পেতে দীর্ঘ সময় লাগে বিদ্যমান অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা সংযোগ প্রদানে বিলম্ব সৃষ্টি করে পাইপলাইন ফিজিবিলিটি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অন্যান্য ইউটিলিটি দূরত্ব সংক্রান্ত তথ্যের অভাব
জেলাভিত্তিক ভিন্নতা	জেলা অনুযায়ী প্রক্রিয়ায় পার্থক্য হতে পারে।
যোগাযোগের ঠিকানা	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি তিতাস গ্যাস ভবন, ১০৫ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮০২৮১১২১৩৫-৪২; +৮৮০২৮১৫০২৬১; +৮৮০২৮১৫০৮০৫ ওয়েবসাইট: www.titasgas.org.bd

পানি সংযোগের অনুমোদন - বাণিজ্যিক বা শিল্প খাত

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাণিজ্যিক বা শিল্প স্থাপনায় আইনসম্মত পানি সংযোগ গ্রহণ করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।
সেবার আওতা	ঢাকা ওয়াসা (উযধশধ ডঅঝঅ) সেবা এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (ঢাকা ওয়াসা) ওয়াসা ভবন, ৯৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮-০২-৮১১৭৮২৯-৩১, +৮৮-০২-৮১২০২২৩-২৭, +৮৮-০২-৮১১৬৭৯২ ওয়েবসাইট: www.dwasa.org.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	www.dwasa.org.bd

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	প্রযোজ্য নয় (N/A)
পদ্ধতি	অনলাইন

প্রয়োজনীয়তা/আবশ্যিক শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি অবশ্যই ঢাকা ওয়াসার সেবা এলাকার মধ্যে থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
সাম্প্রতিক তোলা রঙিন ছবি	৩০০x৩০০ পিক্সেল, সর্বোচ্চ ১০ কেবি, JPG
জাতীয় পরিচয়পত্র / জন্মনিবন্ধন / পাসপোর্ট	মূল কপির অনুলিপি
সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ অথবা জমির প্লট (দাগ) নম্বর	মূল কপির অনুলিপি
জমির মালিকানার দলিল	মূল কপির অনুলিপি
ভবনের নকশা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
জমির মালিকানার সত্যায়িত কপি অথবা লিজ/ভাড়া চুক্তিপত্র এবং ট্রেড লাইসেন্স	বাণিজ্যিক/শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে, যদি জমি ভাড়াকৃত হয়
মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলসের কপি	লিমিটেড কোম্পানির জন্য
কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের কপি	শিল্প সংযোগের জন্য
প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল লেটারহেডে আবেদনপত্রের কপি	সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগের জন্য
ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের কপি	কমিউনিটি সংযোগের জন্য
বিদ্যমান একাউন্ট নম্বর	সংযোগ বৃদ্ধি/স্থানান্তর/দ্বিতীয় সংযোগের জন্য

ডিপ টিউবওয়েল

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
১. জমির দলিল / মিউটেশন / ভাড়া কাগজ	–
২. সিটি ট্যাক্স	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
৩. প্লটের বিবরণ, যা সিটি কর্পোরেশন বা রাজউকের নথিতে লিপিবদ্ধ	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
৪. পানি বিল	প্রয়োজন হলে

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ঢাকা ওয়াসার ওয়েবসাইট থেকে আবেদন সংক্রান্ত তথ্য/জানতে অনুসন্ধান করা।
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া।
ধাপ ৩	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো স্থানীয় শাখায় সংযোগ ফি পরিশোধ করা।
ধাপ ৪	সংশ্লিষ্ট MODS এবং রাজস্ব জোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
ধাপ ৫	ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনুমোদনের পর আবেদনকারীকে এসএমএস/টেক্সটের মাধ্যমে অনুমোদন সম্পর্কে জানানো হবে।
ধাপ ৬	এরপর MODS জোনের এক্সইএন (XEN) ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে পারবেন।
ধাপ ৭	ডিমান্ড নোট ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা পরিশোধের পর আবেদনকারী সংযোগের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
ধাপ ৮	এরপর আবেদনকারী ডিপ টিউবওয়েল খননের তারিখ নির্ধারণ করে জানাবেন।
ধাপ ৯	পরে MODS জোনের XEN একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

প্রক্রিয়াচিত্রের সব ধাপ মূলত ওপরের ধাপগুলোকেই চিত্র আকারে উপস্থাপন করে।

ধাপ	আবেদনকারী (Applicant)	ঢাকা ওয়াসা (DWASA)
১	–	আবেদনের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাকিং নম্বর এবং PIN নম্বর SMS-এর মাধ্যমে পাঠায়
২	অনলাইন আবেদন জমা দেয়	MODs জোন থেকে রাজস্ব জোনে মতামতের জন্য অনুরোধ পাঠায়
৩	DWASA-এর স্বয়ংক্রিয় বার্তা গ্রহণ (SMS/ইমেইল)	রাজস্ব জোন মতামত প্রদান করে
৪	–	আবেদন বাছাই (Sorting), ডিমান্ড নোট প্রস্তুতির জন্য অনুরোধ
৫	–	ডিমান্ড নোট প্রস্তুত ও পাঠানো
৬	ব্যাংকে ডিমান্ড নোট জমা প্রদান	–
৭	ডিমান্ড নোট জমার নিশ্চিতকরণ গ্রহণ	অনুমোদনপত্র প্রস্তুতের আদেশ প্রদান
৮	অনুমোদনপত্র ইস্যুর নোটিফিকেশন গ্রহণ	অনুমোদনপত্র প্রস্তুত
৯	চূড়ান্ত অনুমোদন ও সংযোগ নির্দেশ গ্রহণ	সংযোগের অনুমোদন ও নির্দেশ প্রদান
১০	–	স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাকিং নম্বর ও PIN নম্বর SMS-এর মাধ্যমে পাঠানো
১১	–	তথ্য হালনাগাদ (Update Data)
১২	প্রক্রিয়া সমাপ্তি	প্রক্রিয়া সমাপ্তি

ফি

আবেদনপত্র / লাইসেন্স ফি	ঢাকা ওয়াসার পানি ও স্যুয়ার সংযোগের জন্য বিভিন্ন সাইজ অনুযায়ী ফি (ধারণা করা হয়েছে, রাস্তার পানির লাইনের থেকে দূরত্ব ১০ মিটার)
অন্যান্য চার্জ	সিকিউরিটি ডিপোজিট

ক্র. নং	পানির ও স্যুয়ার সংযোগের সাইজ	ফি/চার্জ (টাকা)
১	৩৭ মিমি (১.৫ ইঞ্চি)	৪১,১৯৬.০০
২	২৫ মিমি (১.০ ইঞ্চি)	১৪,৮৩৬.০০
৩	২০ মিমি (৩/৪ ইঞ্চি)	১০,৬১৬.০০

সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ সময়

SLA (নির্ধারিত সেবা সময়)	৩ মাস
Typical Processing Time (সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ সময়)	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি:	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ:	প্রয়োজন নেই
ফি:	প্রয়োজন নেই

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ম্যানুয়াল যাচাইকরণ এবং জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কারণে সংযোগ পেতে দেরি হয় • একাধিক নির্ভরশীল সংস্থা যুক্ত থাকার ফলে সমন্বয়জনিত জটিলতা ও বিলম্ব দেখা যায়
স্থানীয় ভিন্নতা	• জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রক্রিয়াগত কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে
যোগাযোগর ঠিকানা	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (ঢাকা ওয়াসা) ওয়াসা ভবন, ৯৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮-০২-৮১১৭৮২৯-৩১, +৮৮-০২-৮১২০২২৩-২৭, +৮৮-০২-৮১১৬৭৯২ ওয়েবসাইট: www.dwasa.org.bd

বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	স্থাপনার জন্য বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রযোজ্য	আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহক।
সেবার আওতা	ডেস্কো (DESCO) সেবা এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী সংস্থা	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) প্লট-২২/বি, ফারুক সরণী, নিকুঞ্জ-২, উত্তরা, ঢাকা **ফোন:** +৮৮-০২-৮৯০০১১০/১১ **ই-মেইল:** info@desco.org.bd; mddesco@desco.org.bd **ওয়েবসাইট:** www.desco.org.bd
অনলাইন পোর্টাল লিংক	https://ocsms.desco.org.bd/login

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	নবায়ন প্রয়োজন নেই
কার্যপদ্ধতি	অনলাইন https://ocsms.desco.org.bd/login

অবশ্যকীয় শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি অবশ্যই DESCO-র নিবন্ধিত ঠিকাদারের মাধ্যমে তার সংযুক্ত (wired) হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট	
মালিকানা প্রমাণ–দলিল/ভূমি কর রসিদ/মিউটেশন/লিজ দলিল/সরকারি বরাদ্দপত্র	মালিকানা বা ভাড়াটিয়ার প্রমাণ
ভবনের নকশা (RAJUK বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অনুমোদিত), হোল্ডিং নম্বর	প্রযোজ্য হলে
সাবস্টেশন পরিচালনার অনুমোদন–চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে	MT/HT/EHT সংযোগের ক্ষেত্রে
অগ্নি নির্বাপণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স/সার্টিফিকেট	উচ্চ ভবন বা ৫০ কিলোওয়াটের বেশি লোডের ক্ষেত্রে
পূর্ববর্তী সংযোগ থাকলে বিল/ডিমান্ড নোটের কপি	প্রযোজ্য হলে
তারের (Wiring) সার্টিফিকেট	DESCO-র অনুমোদিত ঠিকাদার কর্তৃক ইস্যুকৃত
আবেদনকারীর ই-টিআইএন সার্টিফিকেট	–
লোড ছাড়পত্র	২৫০ কিলোওয়াটের বেশি লোড হলে

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ-১	DESCO পোর্টালে নিবন্ধন/লগইন করে অনলাইনে আবেদন জমা।
ধাপ-২	MT/HT/EHT সংযোগের ক্ষেত্রে সাবস্টেশন স্থাপনের পর প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শকের (Chief Electrical Inspector) অনুমোদন গ্রহণ।
ধাপ-৩	মাঠ পরিদর্শন (Field Inspection) সম্পন্ন করা এবং অনলাইনে তারবিন্যাস (ডরৎরহম), লোড, আর্থিং ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল।
ধাপ-৪	লোড অনুমোদনের জন্য প্রাসঙ্গিক অনলাইন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন/নথি জমা প্রদান।
ধাপ-৫	অনলাইনে দাবিপত্র (Demand Note) জারি। দাবিপত্রে উল্লিখিত অর্থ অনলাইনে পরিশোধ।
ধাপ-৬	বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের নেট মিটারিং নির্দেশিকা (Net Metering Guidelines) অনুযায়ী সৌর-বিদ্যুৎ ব্যবস্থা (Solar Szstem) স্থাপন করতে হবে।
ধাপ-৭	সৌর-পরিদর্শন (Solar Inspection) সম্পন্ন হলে মিটার স্থাপনের জন্য গ্রাহক মিটার আদেশ (Customer Meter Order – CMO) জারি করা হয়।

প্রক্রিয়া চিত্র

ডেসকোর ওয়েবসাইটে (desco.org.bd) প্রবেশ করে 'OCSMS' পোর্টাল নির্বাচন করা।

↓

OCSMS ওয়েব পোর্টালে ব্যবহারকারী হিসেবে নিবন্ধন সম্পন্ন করা।

↓

নিবন্ধনের পর প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট সক্রিয় করা।

↓

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অনলাইন আবেদন দাখিল করা।

↓

অনলাইন আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করা, প্রয়োজনীয় মিটার সংক্রান্ত তথ্য ও সংযুক্তিসমূহ যুক্ত করে আবেদন জমা দেওয়া।

↓

ড্যাশবোর্ড অথবা অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে আবেদন ফি পরিশোধ করা।

↓

ড্যাশবোর্ড অথবা অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে ডিমান্ড নোটের নির্ধারিত ফি পরিশোধ করা।

↓

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে–সোলার সিস্টেম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র অনলাইনে জমা দেওয়া।

↓

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে–মিটার সংক্রান্ত তথ্য ও নথিপত্র অনলাইনে দাখিল করা।

ফি

আবেদনপত্র (Application Form)	অনলাইন
লাইসেন্স ফি (License Fee)	• LT সংযোগের ক্ষেত্রে: o এক-ফেজ (Single-phase): ১২০ টাকা o ত্রি-ফেজ (Three-phase): ৩৬০ টাকা • MT I HT সংযোগের ক্ষেত্রে:১,২০০ টাকা • EHT সংযোগের ক্ষেত্রে: ২,৪০০ টাকা • অস্থায়ী সংযোগের জন্য: o LT সিঙ্গেল-ফেজ: ৩০০ টাকা o LT থ্রি-ফেজ: ৬০০ টাকা • MT: ১,২০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ:	বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে নেট মিটারিং নির্দেশিকা অনুযায়ী সোলার সিস্টেম স্থাপনের ব্যয়।

সময়সীমা

SLA/Time	
• LT সংযোগ:	৭ দিন
• MT সংযোগ:	১৮ দিন
• নির্ধারিত সময়সীমা-	এসএলএ অনুযায়ী

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়াগত ধাপসমূহ	প্রয়োজন নেই
ফি/চার্জ	প্রয়োজন নেই

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• বিদ্যুৎ সংকট • রাজনৈতিক প্রভাব • অপর্যাপ্ত অবকাঠামো • নীতিমালার জটিলতা
স্থানীয় ভিন্নতা	প্রক্রিয়ায় এলাকা ভিত্তিক ভিন্নতা থাকতে পারে।
যোগাযোগের ঠিকানা	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (DESCO) প্লট-২২/বি, ফারুক সরণি, নিকুঞ্জ-২, উত্তরা, ঢাকা ফোন: +৮৮-০২-৮৯০০১১০/১১ ই-মেইল: info@desco.org.bd; mddesco@desco.org.bd ওয়েবসাইট: www.desco.org.bd

আমদানি নিবন্ধন সনদ
(Import Registration Certificate – IRC, Commercial)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	বাণিজ্যিক আমদানি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য আমদানি বিধি মেনে চলা ও আইনগত অনুমোদন গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানি কার্যক্রমে যুক্ত।
সেবার আওতা	সারা বাংলাদেশ (জাতীয়)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) Office of the Chief Controller of Imports & Exports এনএসসি টাওয়ার, ১৫তম তলা, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: ০২-৯৫৫১৫৫৬ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/ লিংক	https://olm.ccie.gov.bd/

নবায়ন

নবায়নের ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
আবেদনের ধরণ	অনলাইন (https://olm.ccie.gov.bd/)

প্রয়োজনীয়তা

পূর্বশর্ত	প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
অনলাইনে পূরণকৃত ফরম	
স্ক্যান করা নথি (PDF, JPG, PNG ফরম্যাট)	ফাইল সাইজ ৫ মেগাবাইটের কম হতে হবে
ট্রেড লাইসেন্স (ঠিকানা সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে)	একক মালিকানা, পার্টনারশিপ বা কোম্পানির জন্য
টিআইএন সার্টিফিকেট	একক মালিক বা কোম্পানির জন্য
সংশ্লিষ্ট সমিতি/চেম্বারের সদস্যপদ সনদ	–
জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	মালিক/প্রোপ্রাইটরের
ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট/সুপারিশপত্র	সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা থেকে
পার্টনারশিপ ডিড	প্রযোজ্য হলে, আরজেএসসি-তে নিবন্ধিত
আমদানি/রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা পারমিট	বিশেষ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে
সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং dig–XII	লিমিটেড কোম্পানির জন্য
সকল স্ক্যানকৃত নথি রঙিন হতে হবে এবং সঠিক ঠিকানা থাকতে হবে।	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	https://olm.ccie.gov.bd/–এ লগইন করুন।
ধাপ ২	নিজের ঘওউ অনুযায়ী ইমেইল ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
ধাপ ৩	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে প্রয়োজনীয় সার্ভিস নির্বাচন করুন।
ধাপ ৪	সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করুন।
ধাপ ৫	ফরম পূরণের সময় প্রয়োজনীয় নথিগুলো স্ক্যান করে প্রস্তুত রাখুন।
ধাপ ৬	ছবি বা কোনো নথি আপলোড করার সময় নিশ্চিত করুন, ফাইল সাইজ ৫ এমবি'র বেশি নয়।

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ৭	চূড়ান্ত সাবমিশনের আগে "Save as Draft" অপশন দিয়ে খসড়া সংরক্ষণ করুন।
ধাপ ৮	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে আবেদনপত্র পুনরায় পর্যালোচনা করুন।
ধাপ ৯	কোনো ভুল বা অসম্পূর্ণতা থাকলে সংশোধন করে সাবমিট করুন।
ধাপ ১০	আবেদন সাবমিট করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি Tracking Number তৈরি হবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

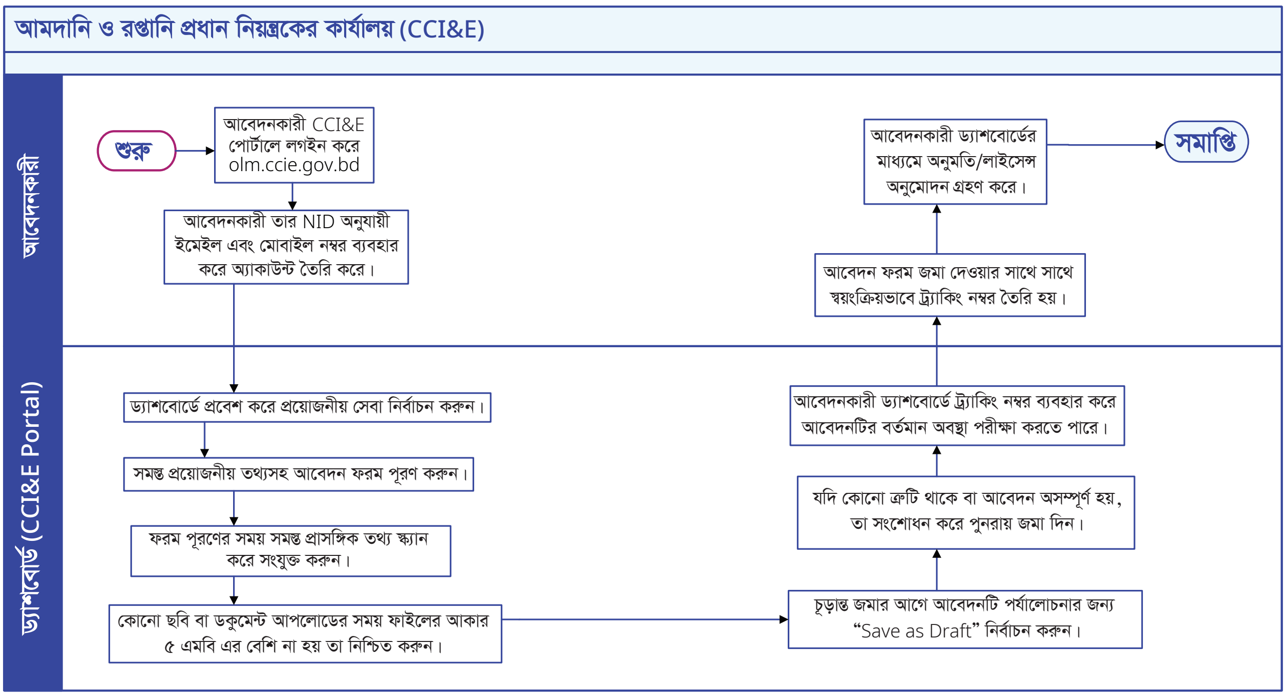

ফি

আবেদন পত্র:	অনলাইন
রেজিস্ট্রেশন ফি	আমদানি সীমার উপর নির্ভর করে ৫,০০০ টাকা থেকে ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত
অন্যান্য	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য

সময়সীমা

• এসএলএ/ সময়	৩ কর্মদিবস
• স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	নথি যত সঠিক ও সম্পূর্ণ হবে, তত দ্রুত অনুমোদন সম্ভব

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	• বিআইএন এর কপি • টিআইএন সার্টিফিকেট • ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের রসিদ • অথবা রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (চঝজ) ও পেমেন্ট রসিদ
প্রয়োজনীয় ফি	• নবায়ন ফি আমদানি সীমার উপর নির্ভর করে ৩,০০০ টাকা থেকে ৩২,০০০ টাকা পর্যন্ত • ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ভুল তথ্য প্রদান • পুরনো/হালনাগাদ নয় এমন নথি • নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব • অনানুষ্ঠানিক/অপ্রকাশ্য খরচ
স্থানীয় ভিন্নতা	বিভাগীয় শহর বা নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারে কিছু প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা থাকতে পারে। Help Desk: ০২-৯৫৫৩৩৪৯
যোগাযোগ	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) NSC Tower (১৫তম তলা) ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯ ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd

রপ্তানি নিবন্ধন সনদ
(Export Registration Certificate - ERC)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	বাণিজ্যিক রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রপ্তানি বিধি মেনে চলা ও আইনগত অনুমোদন গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রপ্তানি কার্যক্রমে যুক্ত।
সেবার আওতা	সারা বাংলাদেশ (জাতীয়)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর-বাণিজ্য মন্ত্রণালয় NSC টাওয়ার, লেভেল- ১৫ ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: ০২-৯৫৫১৫৫৬ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/ লিংক	https://olm.ccie.gov.bd/

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	বার্ষিক
আবেদনের ধরন	অনলাইন (https://olm.ccie.gov.bd/)

প্রয়োজনীয়তা

পূর্বশর্ত	প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
অনলাইনে পূরণকৃত ফরম	–
স্ক্যানকৃত নথি (PDF, JPG বা PNG)	ফাইল সাইজ ৫ এমবি'র কম হতে হবে
ট্রেড লাইসেন্স (ঠিকানা সঙ্গতিপূর্ণ)	একক মালিকানা, পার্টনারশিপ বা কোম্পানির জন্য
টিআইএন সার্টিফিকেট	একক মালিক বা কোম্পানির জন্য
সংশ্লিষ্ট সমিতি/চেম্বারের সদস্যপদ সনদ	–
জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	মালিক/প্রোপ্রাইটরের
ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট/সুপারিশপত্র	সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা থেকে
পার্টনারশিপ ডিড	প্রযোজ্য হলে, আরজেএসসি-তে নিবন্ধিত
আমদানি/রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা পারমিট	বিশেষ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে
সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন ও dig–XII	লিমিটেড কোম্পানির জন্য
সব স্ক্যানকৃত নথি রঙিন হতে হবে এবং সঠিক ঠিকানা থাকতে হবে।	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	https://olm.ccie.gov.bd/–এ লগইন করুন।
ধাপ ২	নিজের NID অনুযায়ী ইমেইল ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
ধাপ ৩	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে প্রয়োজনীয় সার্ভিস নির্বাচন করুন।
ধাপ ৪	সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করুন।
ধাপ ৫	ফরম পূরণের সময় প্রয়োজনীয় নথিগুলো স্ক্যান করে প্রস্তুত রাখুন।
ধাপ ৬	ছবি বা কোনো নথি আপলোড করার সময় নিশ্চিত করুন, ফাইল সাইজ ৫ এমবি'র বেশি নয়।

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ৭	চূড়ান্ত জমার পূর্বে “Save as Draft” নির্বাচন করে আবেদনটির খসড়া সংরক্ষণ করুন।
ধাপ ৮	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে আবেদনপত্র পুনরায় পর্যালোচনা করুন।
ধাপ ৯	কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকলে তা সংশোধন করে পুনরায় সাবমিট করুন।
ধাপ ১০	আবেদন সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি Tracking Number তৈরি হবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

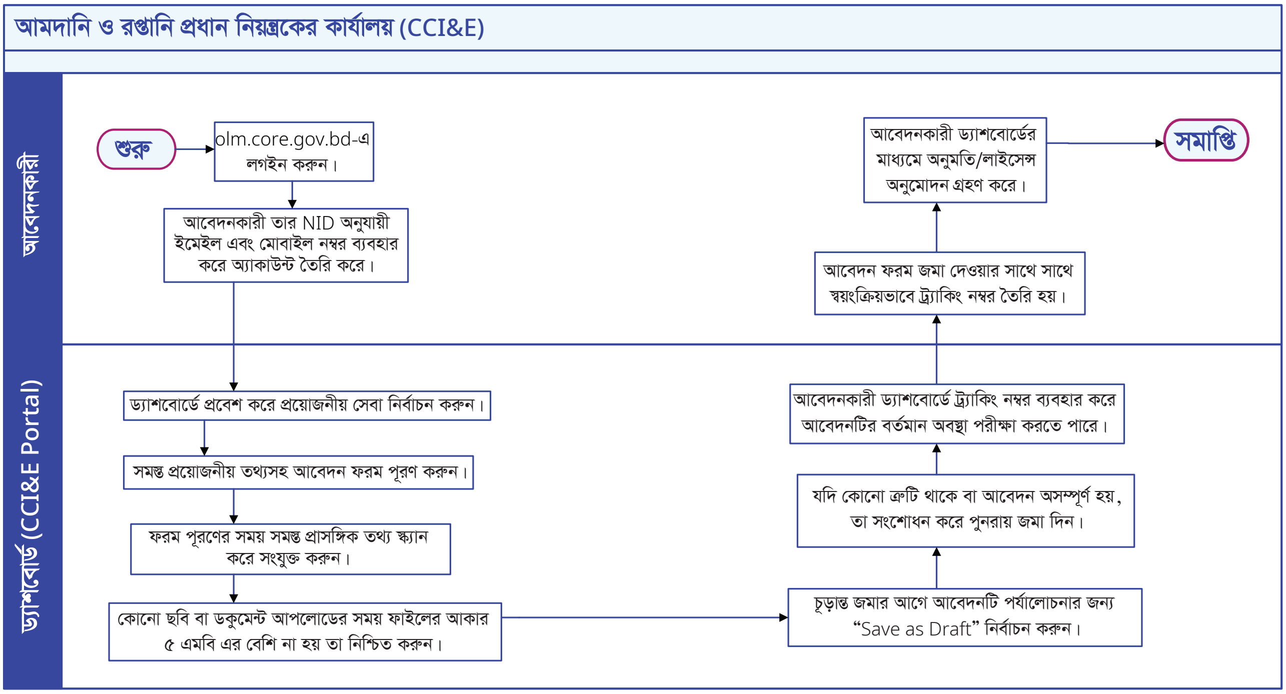

ফি

এসএলএ/ সময়	৩ কর্মদিবস
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	প্রধান বিলম্বের কারণ সাধারণত অসম্পূর্ণ বা ভুল নথি দাখিল করা।

সময়সীমা

• এসএলএ/ সময়	৩ কর্মদিবস
• স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	নথি যত সঠিক ও সম্পূর্ণ হবে, তত দ্রুত অনুমোদন সম্ভব

নবায়ন

ধাপসমূহ	• সম্পূর্ণ নথিপত্রসহ নবায়ন আবেদন জমা • ৩ কর্মদিবসের মধ্যে নবায়িত সনদ ইস্যু
ফি	• ৭,০০০ টাকা + ১৫% ভ্যাট (১,০৫০ টাকা)

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ভুল/অসম্পূর্ণ তথ্য • পুরনো বা অপ্রযোজ্য নথি • নীতিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাব • অনানুষ্ঠানিক/অপ্রকাশ্য খরচ
স্থানীয় ভিন্নতা	বিভিন্ন বিভাগ বা নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারে প্রক্রিয়ায় কিছু পার্থক্য থাকতে পারে।
যোগাযোগ	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (CCI&E) NSC Tower (১৫তম তলা), ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd

অধ্যায় ৩

নির্দিষ্ট খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক আবশ্যকতা/সনদপত্র/অনুমতি/ নিবন্ধন/না-আপত্তি পত্র

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা লাইসেন্সিং মানচিত্রায়ন

বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য স্থানীয় আইনকানুন মেনে চলার পাশাপাশি কার্যকর পরিচালনগত মান এবং গুণগত নিশ্চয়তার আবশ্যকতা পূরণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। এই প্রক্রিয়াতে সাধারণত প্রায় ষোলো (১৬) টি লাইসেন্স এবং সার্টিফিকেশন প্রয়োজন হয়; তবে, ব্যবসার ধরন, প্রকৃতি, এবং পুনর্ব্যবহারের ধাপের ভিন্নতার কারণে এই সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে।

রপ্তানিমুখী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সম্মতি-সংক্রান্ত বিষয়গুলি আরও কঠোরভাবে বিবেচিত হয়; এক্ষেত্রে দেশের নিজস্ব মানদণ্ড ছাড়াও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃথক মান এবং আবশ্যকতা বিদ্যমান। প্রয়োজনীয় সমস্ত নিয়ন্ত্রণমূলক আবশ্যকতাগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা কঠিন, কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পরিবেশগত এবং জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণে এই আবশ্যকতাগুলো দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই খাতের মূল নিয়ন্ত্রণমূলক অনুমোদনগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE) থেকে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC), বয়লার নিবন্ধন সনদপত্র, এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) থেকে কারখানা লাইসেন্স। পাশাপাশি, ব্যবসাগুলোকে অবশ্যই বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) অথবা অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করতে হবে, এবং রপ্তানিমুখী ব্যবসা পরিচালনার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB) এর তালিকাভুক্ত হতে হবে।

এছাড়া, পণ্যের উৎস-সন্ধানযোগ্যতা, নিরাপত্তা, এবং স্থায়িত্বের সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য বর্জ্য সংগ্রহ অনুমতি, সংশ্লিষ্ট সমিতি সদস্যপদ, এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড, যেমন জিআরএস, আরসিএস, যেডডিএইচসি, ইএন ১৫৩৪৩, এবং প্লাস্টিক রিসাইক্লিং সার্টিফিকেশন-এর মতো বিশেষায়িত অনুমতি এবং সনদপত্রের প্রয়োজন হয়।

সামগ্রিকভাবে, এই লাইসেন্স এবং সনদপত্রগুলি বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শিল্পে আইনি ভিত্তি, পরিবেশগত দায়বদ্ধতা, এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকারের মূল চাবিকাঠি। একটি নতুন উদ্যোগের জন্য এই মৌলিক লাইসেন্স বা অনুমতিগুলি পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো। এই নির্দেশিকাটির তৃতীয় অধ্যায়ে এই খাতে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/অনুমোদনগুলির সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনুমোদন/ছাড়পত্র গ্রহণ।
কারা এটি প্রয়োজন	যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।
সেবার আওতা	বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (MOEFCC)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE), পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ০২-২২২২১৮৫০০ ই-মেইল: dg@doe.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://doe.gov.bd/

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক শর্তাবলী	

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**মন্তব্য**
অনলাইন আবেদন	ফরম-৩
লোকেশন ম্যাপ ও লেআউট প্ল্যান	কপি
জমি/মিউটেশন সম্পর্কিত নথি	কপি
স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের অনুমতি	
উদ্যোক্তার এনআইডি	কপি
বিডা/বিসিক/টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিবন্ধন	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে
সরকারি সংস্থার অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ:	
ধাপ ১	অনলাইনে প্রোফাইল তৈরি ও লগইন
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান
ধাপ ৩	অনলাইনে ফি প্রদান
ধাপ ৪	ইনভয়েস কপি সংরক্ষণ
ধাপ ৫	অনলাইন আবেদন দাখিল
ধাপ ৬	আবেদন ও কাগজপত্র যাচাই
ধাপ ৭	সরেজমিন নিরীক্ষা
ধাপ ৮	সনদ অনুমোদন ও প্রেরণ

প্রক্রিয়া চিত্র

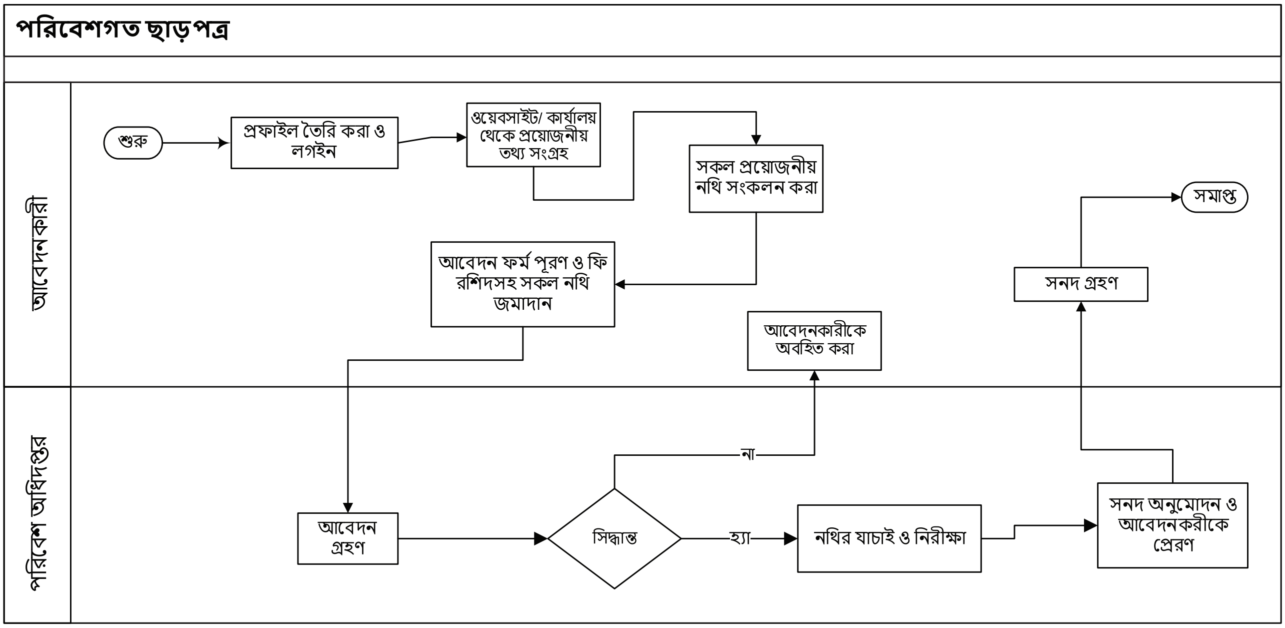

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদিন ফি:	২,০০০ - ১০,০০০ টাকা
অন্যান্য ফি:	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এর সিডিউল-৭ অনুযায়ী
ভ্যাট:	১৫%

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

• এসএলএ/ সময়	৭-৩০ কর্মদিবস
• স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	১৫-৬০ দিন

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• বিদ্যমান পরিবেশগত ছাড়পত্র-এর কপি • হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স • হালনাগাদ ফায়ার ও ফ্যাক্টরি লাইসেন্স • পরিবেশ মনিটরিং প্রতিবেদন • ট্রেজারি চালান
প্রক্রিয়ার ধাপ	• ফরম-৫ অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন • নবায়ন ফি ও ভ্যাট প্রদান • কমপ্লায়েন্স মনিটরিং রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) • সর্বশেষ ছাড়পত্র/নবায়ন সনদের কপি • অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
ফি	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এর সিডিউল-৭ অনুযায়ী

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব • পরিদর্শন ও নথি পর্যালোচনায় দীর্ঘ সময় • পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল স্বল্পতা
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	
যোগাযোগের ঠিকানা	পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ টেলিফোন: ৮৮-০২-২২২২১৮৫০০ ই-মেইল: dg@doe.gov.bd

বয়লার নিবন্ধন সনদ (মোল্ড)

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বয়লার স্থাপন
যাদের প্রয়োজন	নির্দিষ্ট ধরন/আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
ভৌগোলিক পরিসর	দেশের যেকোনো স্থানে

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স ভবন (৭ম তলা) প্লট-১/১, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ইমেইল: ibho4@boiler.gov.bd, ফোন: ৮৮০১৬৭৪৬৫০১৫১
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://boiler.gov.bd/

নবায়ন

মেয়াদ	বার্ষিক
আবেদনের পদ্ধতি	অফলাইন/অনলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	প্রযোজ্য নয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

১. কোড অনুযায়ী বয়লার এবং বয়লার উপাদানের ক্রস-সেকশনাল ড্রয়িং
২. তাপীয় পৃষ্ঠের হিসাব
৩. চাপ অংশের শক্তির হিসাব
৪. নির্মাণের সময় পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন সনদ
৫. নির্মাতার উৎপাদন ও পরীক্ষার সনদপত্র
৬. ইস্পাত নির্মাতার উৎপাদন ও পরীক্ষার ফলাফলের সনদপত্র
৭. ৩ ইঞ্চির বেশি অভ্যন্তরীণ ব্যাসের পাইপের জন্য স্টিম পাইপ সার্টিফিকেট
৮. নির্মাতার স্ট্যাম্প
৯. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল
১০. বয়লার অপারেটর লাইসেন্সের কপি
১১. বয়লার, স্টিম হেডার, স্টিম লাইনসহ পাইপের পিএন্ডআই ডায়াগ্রাম
১২. ইকোনোমাইজারের নকশা ও সনদসহ ক্রস-সেকশনাল নির্মাণ ড্রয়িং
১৩. লেটারহেড প্যাডের মাধ্যমে আবেদন
১৪. ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি
১৫. বয়লার আমদানির এলসি, বিল অব লেডিং এবং চালানের কপি

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	লেটারহেড প্যাডের মাধ্যমে আবেদন জমা দিন।
ধাপ ২	আবেদনপত্র যাচাইকরণ।
ধাপ ৩	বয়লারের পরিদর্শন ও পরীক্ষা।
ধাপ ৪	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন।
ধাপ ৫	ডাক, ই-মেইল বা সরাসরি মাধ্যমে নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্তি।

প্রক্রিয়া চিত্র

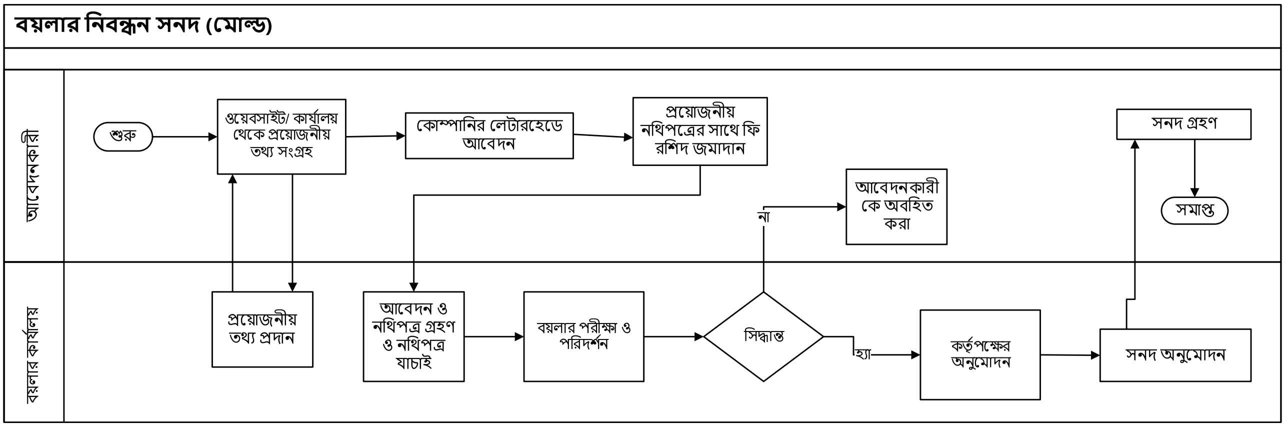

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	নির্দিষ্ট করা নেই।
লাইসেন্স ফি	বয়লার রেটিং অনুযায়ী (নিচের ফি তালিকা দেখুন)
অন্যান্য খরচ	১৫% ভ্যাট

ফি তালিকা:

বয়লার রেটিং	বার্ষিক পরিদর্শন ফি (টাকা)	নিবন্ধনের মোট ফি (টাকা)
১-১০০	২,৫০০	৭,৫০০
১০১-৩০০	৩,৫০০	১০,৫০০
৩০১-৫০০	৪,৫০০	১৩,৫০০
৫০১-৭০০	৫,০০০	১৫,০০০
৭০১-৯০০	৫,৫০০	১৬,৫০০
৯০১-১১০০	৬,০০০	১৮,০০০
১১০১-২০০০	৬,৫০০	১৯,৫০০
২০০১-৪০০০	৭,০০০	২১,০০০
৪০০১-৬০০০	৭,৫০০	২২,৫০০
৬০০১-৮০০০	৮,০০০	২৪,০০০
৮০০১-১০০০০	৮,৫০০	২৫,৫০০
১০০০১ এবং তার বেশি	৯,০০০	২৭,০০০

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	আবেদন জমার পর ২১ কার্যদিবস।
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন প্রক্রিয়া

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• ট্রেড লাইসেন্সের কপি • বয়লার মালিকের লাইসেন্স • মেরামত, পরিদর্শন ও পরীক্ষার প্রতিবেদন • ফি পরিশোধের রসিদ
প্রক্রিয়ার ধাপ	• নির্ধারিত ফরমে আবেদন ও ফি প্রদান • মাঠ পর্যায়ে বয়লার পরিদর্শন ও পরীক্ষা • কর্তৃপক্ষের অনুমোদন • সনদ প্রদান
ফি	১,০০০ - ৪,০০০ টাকা

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ জটিলতা	• সংস্থায় পরিদর্শকের অভাব • পেন্ডিং জমা ও বিলম্ব
স্থানীয় পার্থক্য	
যোগাযোগের ঠিকানা	বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স ভবন (৭ম তলা) প্লট-১/১, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ই-মেইল: ibho4@boiler.gov.bd ফোন: +৮৮০১৬৭৪-৬৫০১৫১

বয়লার অপারেটর লাইসেন্স

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বয়লারের নিরবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ।
প্রযোজ্যতা	কারখানায় বয়লার ব্যবহারকারী যে কোনও ব্যবসায়িক সত্তা।
ব্যাপ্তি	সারা বাংলাদেশ

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স ভবন (৭ম তলা) প্লট-১/১, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ইমেইল: ibho4@boiler.gov.bd, ফোন: ৮৮০১৬৭৪৬৫০১৫১
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://boiler.gov.bd/

নবায়ন

মেয়াদ	বার্ষিক
আবেদনের পদ্ধতি	অফলাইন/অনলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	উচ্চতর গ্রেডের লাইসেন্সের জন্য নিম্নতর গ্রেডের লাইসেন্স জমা দিতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	১. জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) - কপি ২. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ - কপি ৩. অভিজ্ঞতার সনদ - কপি ৪. পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৫. নিম্ন গ্রেডের লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৬. ফি রসিদ - অটোমেটেড চালানের কপি

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	তফসিল ৬-এর ফরমে কমিটির নিকট আবেদন করুন এবং তফসিল ৬ অনুযায়ী ফি প্রদান করুন।
ধাপ ২	কমিটি অযোগ্যতার কারণ উল্লেখসহ যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করবে।
ধাপ ৩	কমিটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে যোগ্য প্রার্থীদের পরীক্ষা নেবে।
ধাপ ৪	ফলাফল প্রকাশের পর, কমিটি পাসকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রধান বয়লার পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করবে।
ধাপ ৫	প্রধান বয়লার পরিদর্শক পাসকৃত প্রার্থীদের যাচাই করবেন এবং তাদের লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি অনুমোদন করবেন।
ধাপ ৬	অনুমোদন পাওয়ার পর, ডেপুটি চিফ বয়লার ইনস্পেক্টর যোগ্য প্রার্থীদের লাইসেন্স ইস্যু করবেন।

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	প্রযোজ্য নয়।
লাইসেন্স ফি	৩,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা। লিঙ্ক: ফি নির্ধারণী
অন্যান্য খরচ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	নির্বাহী কমিটির সভার উপর নির্ভরশীল।
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	নির্দিষ্ট করা নেই।

নবায়ন প্রক্রিয়া

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	১. এনআইডির কপি ২. বয়লার অপারেটর লাইসেন্সের কপি ৩. কারখানা থেকে অভিজ্ঞতার সনদ ৪. পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৫. ফি রসিদ/অটোমেটেড চালানের কপি
প্রক্রিয়ার ধাপ	১. মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস পূর্বে ফিসহ আবেদন করুন ২. কর্তৃপক্ষ আবেদন যাচাই করবেন ৩. নবায়ন সার্টিফিকেট ইস্যু
নবায়ন ফি	১,০০০ - ৪,০০০ টাকা (উপরের লিঙ্ক অনুযায়ী)

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	• কারিগরি জটিলতা • কর্মের সাথে পড়াশোনার সমন্বয় • আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নেভিগেশন
স্থানীয় পার্থক্য	প্রযোজ্য নয়।
যোগাযোগের ঠিকানা	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স ভবন (৭ম তলা) প্লট-১/১, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ইমেইল: ibho4@boiler.gov.bd ফোন: ৮৮০১৬৭৪৬৫০১৫১

কারখানা লাইসেন্স (DIFE)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	কারখানাটি প্রযোজ্য আইন ও নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করা।
যাদের প্রয়োজন	যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যা একটি কারখানা স্থাপন করতে চায়।
ভৌগোলিক পরিসর	দেশের যেকোনো স্থানে

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) শ্রম ভবন ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০২ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০৩ ইমেইল: ig@dife.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://dife.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

শর্তাবলি

প্রাথমিক্ শর্তাবলী		
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	ট্রেড লাইসেন্স	কপি
	ভাড়ার চুক্তিপত্র	প্রযোজ্য হলে
	মালিকের জাতীয় পরিচয় পত্র	কপি
	বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট	প্রযোজ্য হলে
	মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল	প্রযোজ্য হলে
	কারখানার লেআউট প্ল্যান	প্রযোজ্য হলে
	কারখানার নক্সা	কপি
	ট্রেজারি চালান	
	কারখানার কর্মচারীদের তালিকা	
	ফায়ার লাইসেন্স	
	পরিবেশগত ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
	বয়লার লাইসেন্স	প্রযোজ্য হলে
	আইন অনুযায়ী অন্যান্য নথি	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	প্রয়োজনীয় নথিপত্রের সাথে ফরম-৭৬ এবং ফরম-৭৭ অনুযায়ী আবেদন জমা
ধাপ ২	দাখিলকৃত নথির যাচাই
ধাপ ৩	ফি জমাদান
ধাপ ৪	কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন
ধাপ ৫	সনদপত্র ইস্যু

প্রক্রিয়া চিত্র

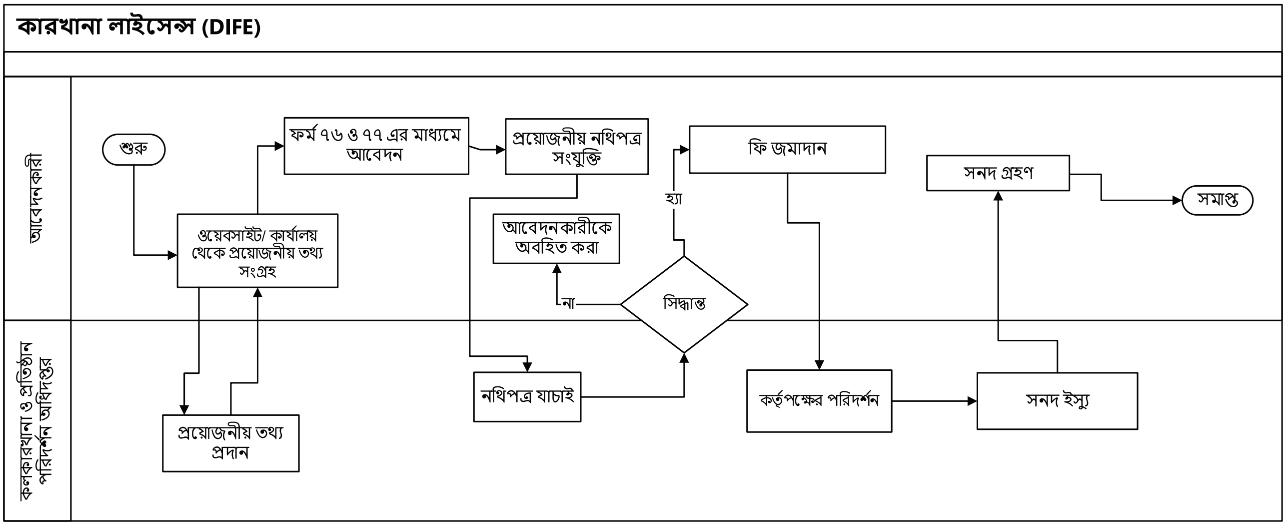

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ , সিডিউল ৭ অনুযায়ী
লাইসেন্স ফি	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ , সিডিউল ৭ অনুযায়ী
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	৪৫ কার্যদিবস

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• ট্রেড লাইসেন্স
	• ভাড়ার চুক্তিপত্র
	• মালিকের জাতীয় পরিচয় পত্র
	• বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট
	• মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল
	• কারখানার লেআউট প্ল্যান
	• কারখানার নক্সা
	• ট্রেজারি চালান
	• কারখানার কর্মচারীদের তালিকা
	• ফায়ার লাইসেন্স
	• পরিবেশগত ছাড়পত্র
	• বয়লার লাইসেন্স
	• আইন অনুযায়ী অন্যান্য নথি
প্রক্রিয়ার ধাপ	ধাপ ১: ফরম-৭৭ অনুযায়ী আবেদন
	ধাপ ২: কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন
	ধাপ ৩: কাগজপত্র যাচাই
	ধাপ ৪: সনদপত্র ইস্যু
ফি	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ , সিডিউল ৭ অনুযায়

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• নবায়নের জন্য প্রচুর কাগজপত্র প্রয়োজন • পর্যাপ্ত অনলাইন ট্র্যাকিং না থাকায় বিলম্ব ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয় • অসম্পূর্ণ আবেদন ফেরত দেওয়ায় বারবার যাতায়াত ও সময়ক্ষেপণ ঘটে
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	
যোগাযোগ	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০২ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০৩ ইমেইল: ig@dife.gov.bd

বিসিক রেজিস্ট্রেশন সনদ

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প ও উদ্যোগকে লাইসেন্স প্রদান করা।
যাদের প্রয়োজন	কুটির শিল্প থেকে বৃহৎ শিল্প–সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য।
ভৌগোলিক পরিসর	দেশের যেকোনো স্থানে

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ৩৯৮, মেয়র আনিসুল হক সড়ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ই-মেইল: info@bscic.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://bscic.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক্ শর্তাবলী		
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	জাতীয় পরিচয় পত্র	কপি
	ট্রেড লাইসেন্স	কপি
	প্রতিষ্ঠানের তথ্য (বাৎসরিক উৎপাদন, মূল্য, ব্যবহৃত কাঁচামাল, মোট বিনিয়োগ ইত্যাদি)	প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড/সাদা কাগজে
	পাসপোর্ট সাইজের ছবি	১ কপি
	ই-মেইল আইডি ও স্বাক্ষর	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	বিসিক অনলাইন পোর্টালে আবেদন (https://ossbscic.gov.bd/)
ধাপ ২	ফি প্রদান
ধাপ ৩	দাখিলকৃত নথির যাচাই
ধাপ ৪	সনদ ইস্যু

প্রক্রিয়া চিত্র

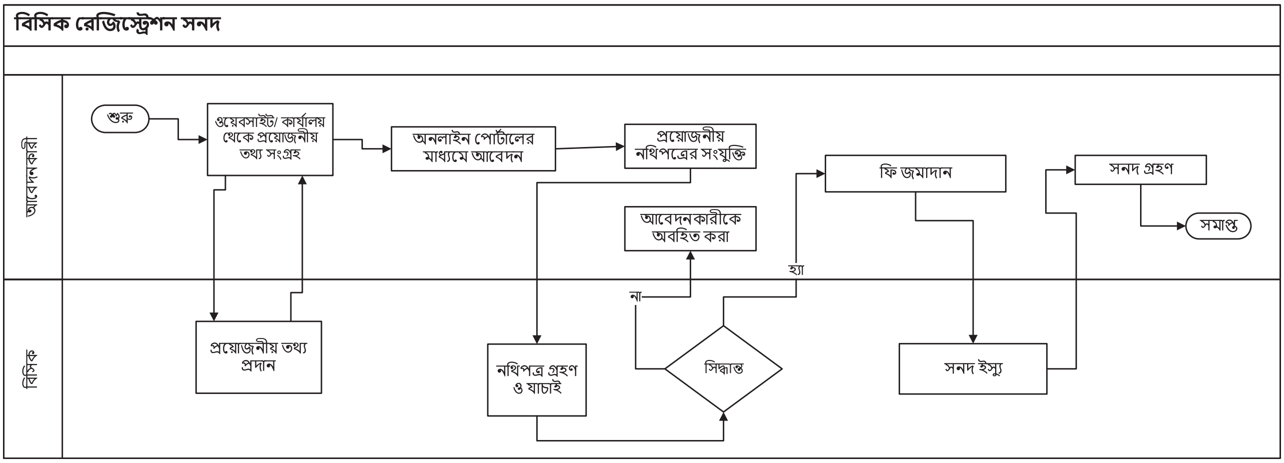

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	প্রযোজ্য নয়
লাইসেন্স ফি	২৪০ টাকা - ৩৮০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	৩ কার্যদিবস
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• ট্রেড লাইসেন্সের হালনাগাদ কপি • ইউটিলিটি বিলের কপি
প্রক্রিয়ার ধাপ	ধাপ ১: অনলাইন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন ধাপ ২: ফি প্রদান ধাপ ৩: নথির যাচাই ধাপ ৪: সনদ ইস্যু
ফি	১২০.৩১ টাকা

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• ওয়ান-স্টপ সার্ভিস কার্যকরভাবে কাজ করে না • প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ • অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় দুর্বল
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	
যোগাযোগের ঠিকানা	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ৩৯৮, মেয়র আনিসুল হক সড়ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ই-মেইল: info@bscic.gov.bd

বিএসটিআই সার্টিফিকেশন মার্ক লাইসেন্স

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	বিএসটিআই সার্টিফিকেশন প্রাপ্তি
যাদের প্রয়োজন	যে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যার বিএসটিআই সার্টিফিকেট প্রয়োজন
ভৌগোলিক পরিসর	দেশের যেকোনো স্থানে

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) মান ভবন, ১১৬/এ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ টেলিফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৯, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০১১, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০৩০০৯২ ই-মেইল: dg@bsti.gov.bd , bsti@bangla.net
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://bsti.gov.bd

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	বার্ষিক
পদ্ধতি	অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক শর্তাবলী		
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	আবেদন ফরম	
	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স	কপি
	ট্রেডমার্ক নিবন্ধন	কপি
	ভ্যাট/টিন সার্টিফিকেট	কপি
	সনদ অব ইনকর্পোরেশন	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
	হালনাগাদ প্রিমাইস লাইসেন্স	খাদ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে
	প্যাকেট লেবেলের তথ্য	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	বিএসটিআই ওয়েবসাইট বা ওএসএস সেন্টার থেকে ফরম সংগ্রহ করে আবেদন
ধাপ ২	আবেদনের প্রাথমিক যাচাই
ধাপ ৩	কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত
ধাপ ৪	নমুনা পরীক্ষা
ধাপ ৫	চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও অনুমোদন
ধাপ ৬	বিল ইস্যু
ধাপ ৭	লাইসেন্স প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

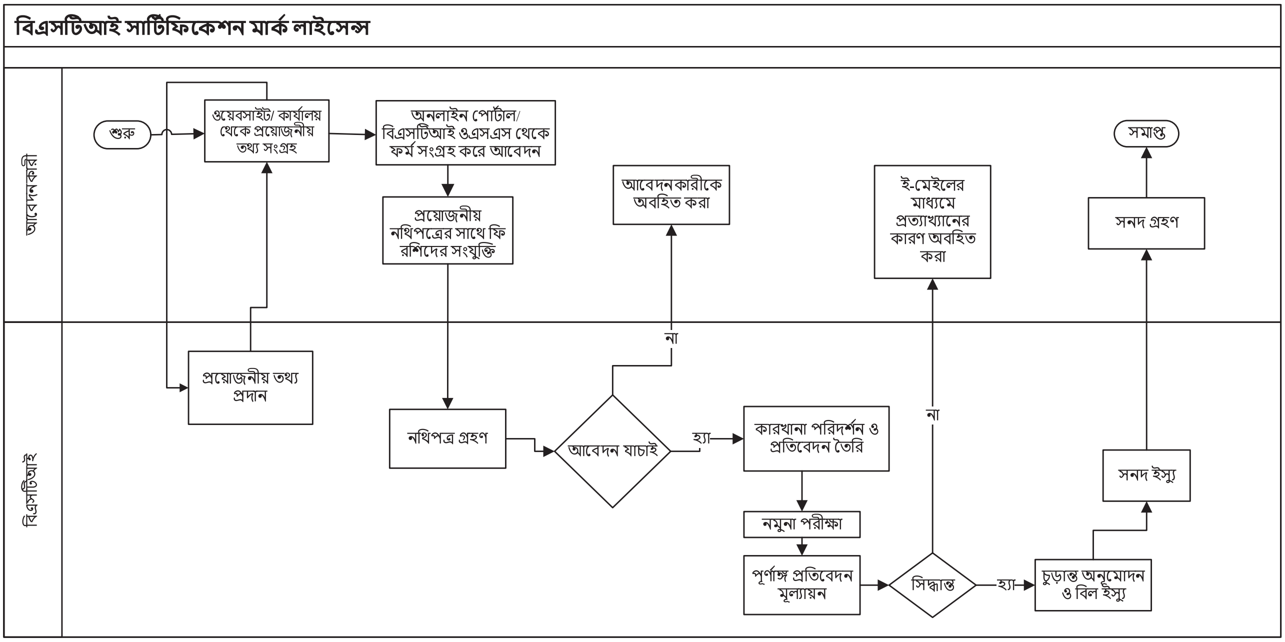

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	১,০০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	১,৫০০ টাকা থেকে ৩৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	১২ কার্যদিবস (পরিদর্শন ও পরীক্ষার সময় ব্যতীত)
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• আবেদন ফরম (ওয়েবসাইট বা ওএসএস সেন্টার থেকে প্রাপ্ত) • হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স • ট্রেডমার্ক নিবন্ধন • ভ্যাট/টিন সার্টিফিকেট • সনদ অব ইনকর্পোরেশন • হালনাগাদ প্রিমাইস লাইসেন্স • প্যাকেট লেবেলের তথ্য
প্রক্রিয়ার ধাপ	• আবেদন জমা • আবেদনের যাচাই • কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিবেদন • নমুনা পরীক্ষা • চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও অনুমোদন • বিল ইস্যু • লাইসেন্স ইস্যু
ফি	১,৫০০ টাকা থেকে ৩৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• পরিদর্শন ও পরীক্ষার দীর্ঘ সময় • জনবল সংকট
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	
যোগাযোগের ঠিকানা	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) মান ভবন, ১১৬/এ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ টেলিফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৯, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০১১৩ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০৩০০৯২ ই-মেইল: dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net

বিএসটিআই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	আইএসও মানদণ্ডভিত্তিক সার্টিফিকেট (ওঝঙ ৯০০১, ওঝঙ ১৪০০১, ওঝঙ ৪৫০০১) প্রদান।
যাদের প্রয়োজন	যে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যাদের মান-ব্যবস্থাপনা সার্টিফিকেট প্রয়োজন।
ভৌগোলিক পরিসর	দেশের যেকোনো স্থানে

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) মান ভবন, ১১৬/এ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ টেলিফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৯, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০১১, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০৩০০৯২ ই-মেইল: dg@bsti.gov.bd , bsti@bangla.net
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://bsti.gov.bd

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	তিন বছর পরপর (Tri-annual)
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক শর্তাবলী		
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ম্যানুয়াল	প্রাসঙ্গিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী
	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স	কপি
	জাতীয় পরিচয়পত্র	কপি
	ইনকর্পোরেশন সনদ	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
	ট্রেডমার্ক নিবন্ধন	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে
	পরিবেশগত ছাড়পত্র	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে
	প্রিমাইস লাইসেন্স	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে
	ফায়ার সার্ভিস রেজিস্ট্রেশন	
	অতিরিক্ত নথি	পৃথক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ফরম পূরণ করে ফি প্রদানসহ আবেদন
ধাপ ২	আবেদনের যাচাই ও অডিট টিম গঠন
ধাপ ৩	দাখিলকৃত কাগজপত্র যাচাই
ধাপ ৪	স্টেজ-১ অডিট
ধাপ ৫	স্টেজ-২ অডিট
ধাপ ৬	অডিট রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও সংশোধনী বাস্তবায়ন শেষে সার্টিফিকেশন কমিটিতে উপস্থাপন
ধাপ ৭	ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন কমিটির অনুমোদন
ধাপ ৮	আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ
ধাপ ৯	সার্টিফিকেট ইস্যু

প্রক্রিয়া চিত্র

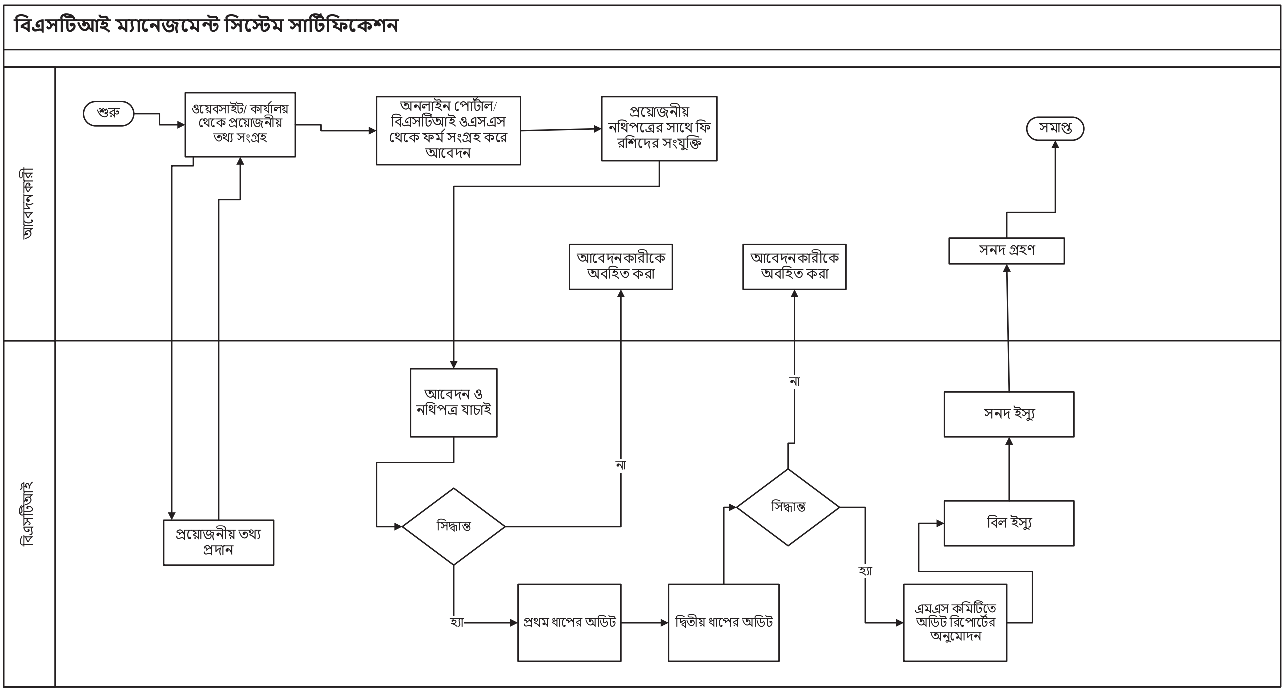

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	১০,০০০ টাকা (এসএমই), ১৫,০০০ টাকা (এলই)
লাইসেন্স ফি	ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেট বিধিমালা, শিডিউল-২ অনুযায়ী
লিংকঃ	https://bsti.gov.bd/sites/default/files/files/bsti.portal.gov.bd/law/df78a221_0b4d_45bc_9120_08b66a5cb875/2020-07-14-12-17-83fa065c777533468d432bac32f1056d.pdf
অন্যান্য চার্জ	অডিট ফি, বিশেষ পরিদর্শন ফি, সার্ভেইলেন্স ভিজিট ফি

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	উল্লেখ নেই
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	উল্লেখ নেই

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• আবেদন ফরম • ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ম্যানুয়াল • হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের কপি • এনআইডির কপি • ইনকর্পোরেশন সনদ • ট্রেডমার্ক নিবন্ধন (যদি থাকে) • পরিবেশগত ছাড়পত্র • প্রিমাইস লাইসেন্স • ফায়ার সার্ভিস রেজিস্ট্রেশন • অতিরিক্ত কাগজপত্র (স্ট্যান্ডার্ডভেদে)
প্রক্রিয়ার ধাপ	• ফরমের মাধ্যমে আবেদন • রি-সার্টিফিকেশন অডিট • রিপোর্ট প্রস্তুত • আবেদনকারীর সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

নবায়ন

	• চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপন • নবায়ন সার্টিফিকেট অনুমোদন • প্রয়োজনীয় ফি প্রদান • নবায়ন সার্টিফিকেট ইস্যু বি.দ্র. মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন আগে আবেদন করতে হবে।
ফি	শিডিউল অনুযায়ী

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• বিডিএস স্ট্যান্ডার্ডে অসঙ্গতি • অতিরিক্ত নথির প্রয়োজন • দীর্ঘ প্রক্রিয়াকাল • জনবল সংকট • দুর্বল টেস্টিং সুবিধা
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	
যোগাযোগের ঠিকানা	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) মান ভবন, ১১৬/এ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ টেলিফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৯, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০১১৩, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০৩০০৯২ ই-মেইল: dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেট

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	পণ্যের গুণমান ও মানসম্পন্নতা নিশ্চিত করা।
যাদের প্রয়োজন	যেকোনো ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যারা তাদের পণ্যের মান এবং গুণগত মান বজায় রাখতে চায়।
ভৌগোলিক পরিসর	দেশের যেকোনো স্থানে

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	টিকিউসিএস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (TQCSI), অস্ট্রেলিয়া
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	টিকিউসিএসআই বাংলাদেশ হাউস: ৪৩৮ (৩য় তলা), রোড: ৩০, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা ই-মেইল: suman.baidza@tqcsi.com মোবাইল: +৮৮০১৭৮৭৬৫৮৭৯
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://tqcsibd.com/#

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	প্রতি তিন বছরে একবার
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক্ শর্তাবলী	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনো আইনগত ও বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	টিকিউসিএসআই-এর নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে আবেদন
ধাপ ২	আবেদন টিকিউসিএসআই কর্তৃক পর্যালোচনা
ধাপ ৩	আবেদনকারীর কাছে অফার লেটার প্রদান
ধাপ ৪	টিকিউসিএসআই ও আবেদনকারীর মধ্যে আলোচনা
ধাপ ৫	চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর
ধাপ ৬	প্রি-অডিট (১ম অডিট)
ধাপ ৭	ফাইনাল অডিট (২য় অডিট)
ধাপ ৮	অডিট রিপোর্ট আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ
ধাপ ৯	সব ঠিক থাকলে রিপোর্ট হেড অফিসে প্রেরণ
ধাপ ১০	সার্টিফিকেট ইস্যু

প্রক্রিয়া চিত্র

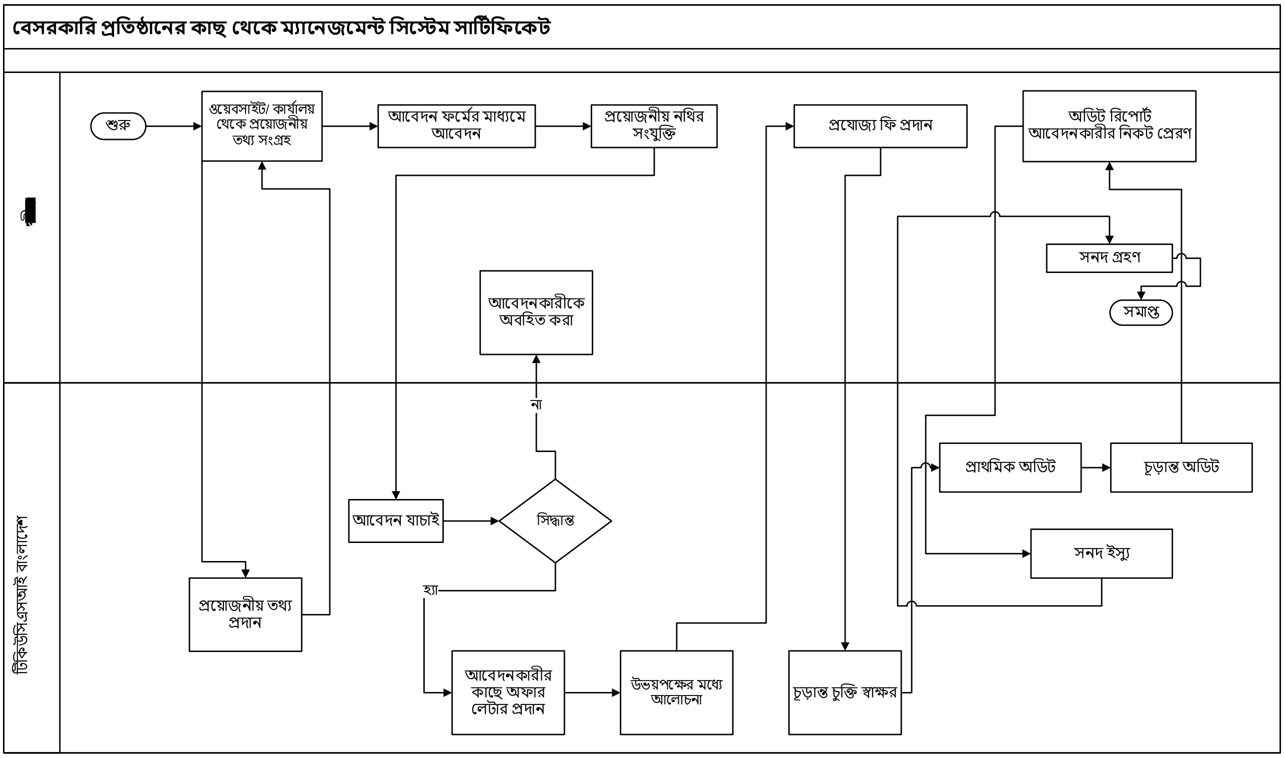

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	প্রযোজ্য নেই
লাইসেন্স ফি	ন্যূনতম ১,০০,০০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা

আইনে নির্ধারিত সময়	উল্লেখ নেই
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	৫ দিন থেকে ৬ মাস

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো আইনগত ও বিধিবদ্ধ নথি
প্রক্রিয়ার ধাপ	• আবেদন • নির্ধারিত ফি প্রদান
ফি	

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• কিছু প্রতিষ্ঠান যথাযথ অডিট ছাড়াই এমএস সার্টিফিকেট ইস্যু করে • কর্মীর সংখ্যা ও কারখানা বেশি হলে খরচ বাড়তে পারে • বাংলাদেশে সরাসরি নজরদারি নেই • বিএবি এখনও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	• এসজিএস বাংলাদেশ • ব্যুরো ভেরিতাস বাংলাদেশ
যোগাযোগের ঠিকানা	টি-কিউ-সি-এস-আই বাংলাদেশ হাউজ: ৪৩৮ (৩য় তলা), রোড: ৩০, ডিওএইচএস মহাখালী, ঢাকা বাংলাদেশ ই-মেইল: suman.baidza@tqcsi.com মোবাইল: +৮৮০১৭৮৭৬৫৮৭৯

ইপিবি এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	নিয়মিত রপ্তানিকারক হিসেবে ছাড়পত্র/অনুমোদন পাওয়া।
যাদের প্রয়োজন	যেকোনো রপ্তানিকারক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
ভৌগোলিক পরিসর	দেশের যেকোনো স্থানে

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) টিসিবি ভবন (১ম, ৪র্থ ও ৯ম তলা), ১, কাওরান বাজার. ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮০-০২-৫৫০১৩৪২০, ই-মেইল: info@epb.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	www.epb.gov.bd

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক্ শর্তাবলী		
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	আবেদনপত্র	মূল নথি
	ট্রেড লাইসেন্স	সত্যায়িত কপি
	এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	সত্যায়িত কপি
	ইপিবি-র অনুকূলে এনরোলমেন্ট ফি জমার পে-স্লিপ	মূল নথি
	অ্যাসোসিয়েশন মেম্বারশিপ সার্টিফিকেট	সত্যায়িত কপি
	ই-টিন	মূল নথি ও সত্যায়িত কপি
	ছবি	২ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ
	ভ্যাট সার্টিফিকেট	সত্যায়িত কপি

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	কোম্পানির লেটারহেডে আবেদন
ধাপ ২	ব্যাংকে পে-স্লিপের মাধ্যমে ফি পরিশোধ
ধাপ ৩	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পে-স্লিপ কাউন্টারে জমা
ধাপ ৪	অনুমোদিত ইপিবি কর্মকর্তারা নথি যাচাই করেন
ধাপ ৫	সব ঠিক থাকলে একই দিনে সার্টিফিকেট ইস্যু

প্রক্রিয়া চিত্র

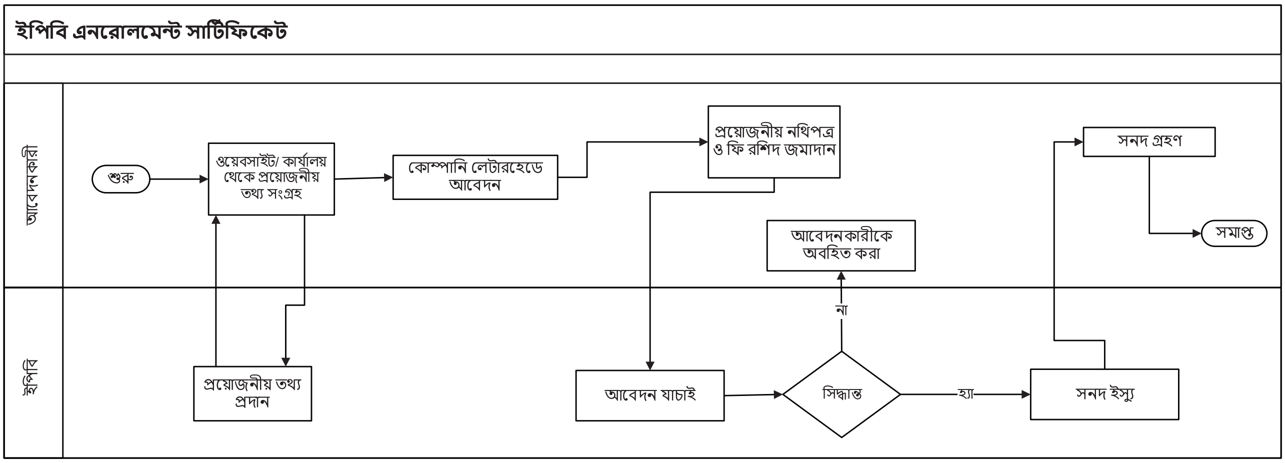

খরচ (ফি)

আবেদন ফর্ম	প্রযোজ্য নয়
লাইসেন্স ফি	২,৩০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	ভ্যাট - ১৫%

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	উল্লেখ নেই
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	উল্লেখ নেই

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেটের মূল কপি • ইপিবি এনরোলমেন্ট নবায়নের জন্য আবেদন • ২ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি • পে-স্লিপ • হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স (সত্যায়িত ফটোকপি) • হালনাগাদ এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (সত্যায়িত ফটোকপি) • হালনাগাদ চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশন মেম্বারশিপ সার্টিফিকেট (সত্যায়িত ফটোকপি) • ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (সত্যায়িত ফটোকপি) • হালনাগাদ ই-টিন (সত্যায়িত ফটোকপি) • মেমোরেন্ডাম (সত্যায়িত ফটোকপি)
প্রক্রিয়ার ধাপ	• কোম্পানির লেটারহেডে আবেদন • প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পে-অর্ডার জমা • ইপিবি কর্মকর্তারা নথি যাচাই করেন • নবায়ন সার্টিফিকেট ইস্যু
ফি	১,৭২৫ টাকা

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• অনেক বেশি নথি প্রয়োজন • অনলাইন ট্র্যাকিং সীমিত, ফলে দেরি হয় • জনবল সংকট
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	
যোগাযোগের ঠিকানা	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) টিসিবি ভবন (১ম, ৪র্থ ও ৯ম তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮০-০২-৫৫০১৩৪২০, ই-মেইল: info@epb.gov.bd

বর্জ্য সংগ্রহ পারমিট

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহের অনুমতি পাওয়া।
যাদের প্রয়োজন	যেকোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।
ভৌগোলিক পরিসর	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষাধীন এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	স্থানীয় সরকার/আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ (উদাহরণ স্বরূপঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), নগর ভবন, ঢাকা-১০০০ ই-মেইল: info@dscc.gov.bd, ফোন: ৮৮০১৭০৯৯০০৮৮৮
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	www.dscc.gov.bd

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	মাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক
পদ্ধতি	অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক শর্তাবলী		
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	প্রতিষ্ঠানের নোটপ্যাডে আবেদনপত্র	
	ট্রেড লাইসেন্স	
	টিআইএন/ভ্যাট সার্টিফিকেট	
	ব্যবসার অন্যান্য আইনগত কাগজপত্র	পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ নেই

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	প্রতিষ্ঠানের নোটপ্যাড ব্যবহার করে চিফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অফিসার বরাবর বিস্তারিত আবেদন
ধাপ ২	স্থানীয় সরকার/ আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ আবেদন যাচাই করবে
ধাপ ৩	স্থানীয় সরকার/ আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ আবেদনটি প্রশাসক/মেয়রের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন
ধাপ ৪	কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে চিঠি প্রদান করবে
ধাপ ৫	আবেদনকারীর দ্বারা ফি পরিশোধ
ধাপ ৬	অনুমতি ইস্যু

প্রক্রিয়া চিত্র

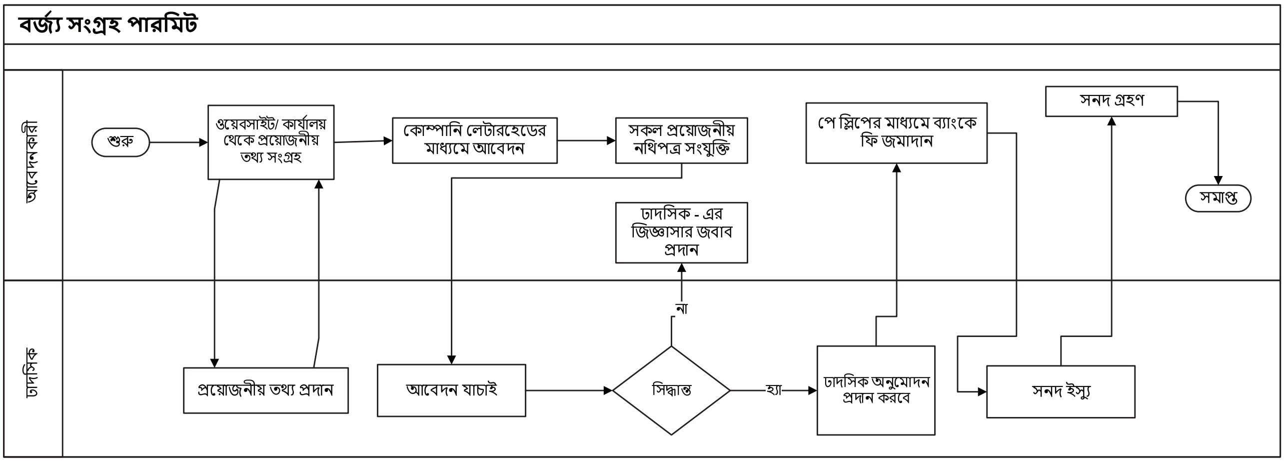

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	প্রযোজ্য নয়
লাইসেন্স ফি	প্রতি টন প্লাস্টিক বর্জ্যের জন্য ৬,০৯৫ টাকা
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	উল্লেখ নেই
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	উল্লেখ নেই

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• নবায়নের জন্য আবেদন • অনুমতির অনুমোদনপত্র • আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথি
প্রক্রিয়ার ধাপ	• পারমিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে স্থানীয় সরকার/ আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এর কাছে আবেদন • স্থানীয় সরকার/ আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ আবেদন যাচাই করবে • নবায়ন সনদ ইস্যু
ফি	প্রয়োজন নেই

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• উৎস পর্যায়ে বর্জ্য সংগ্রহে সমস্যা • আঞ্চলিক সরকার/কর্তৃপক্ষ প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাব • অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সময় বিলম্ব হতে পারে
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ইউনিটে এই পারমিট প্রদান করে।
যোগাযোগের ঠিকানা	স্থানীয় সরকার/ আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ (উদাহরণ স্বরূপঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) নগর ভবন, ঢাকা-১০০০ ই-মেইল: info@dscc.gov.bd ফোন: ৮৮০১৭০৯৯০০৮৮৮) ওয়েবসাইট: www.dscc.gov.bd

বাংলাদেশ পেট ফ্লেক্স উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিপিএফএমইএ) সদস্যপদ

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	নির্দিষ্ট ব্যবসা বা শিল্প-কার্যক্রম আইনানুগভাবে পরিচালনা করতে এই লাইসেন্স/সদস্যপদ প্রয়োজন।
যাদের প্রয়োজন	একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, পার্টনারশিপ, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, বা ক্ষুদ্র/মাঝারি/বৃহৎ শিল্প।
ভৌগোলিক পরিসর	দেশের যেকোনো স্থানে

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	বাংলাদেশ পেট ফ্লেক্স উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিপিএফএমইএ) সিটি হার্ট শপিং কমপ্লেক্স, স্যুট নং ৫/৮ (৪র্থ তলা), ৬৭, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০ মোবাইল: +৮৮ ০১৭৪৬-৭৫৯৯৭৬ ইমেইল: bpfmeabd@gmail.com ওয়েব: https://bpfmea-bd.com/
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://bpfmea-bd.com/

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	বার্ষিক
পদ্ধতি	অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক শর্তাবলী		
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	ট্রেড লাইসেন্স	কপি
	টিআইএন	কপি
	লেআউট প্ল্যান	কপি
	অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ	
	অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারীকে বৈধ ব্যবসা বা রপ্তানি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তা হতে হবে।
ধাপ ২	প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন জমা
ধাপ ৩	সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করা
ধাপ ৪	পরিদর্শন বা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন
ধাপ ৫	নির্ধারিত ফি পরিশোধ
ধাপ ৬	অনুমোদন ও সদস্যপদ সনদ ইস্যু করা

প্রক্রিয়া চিত্র

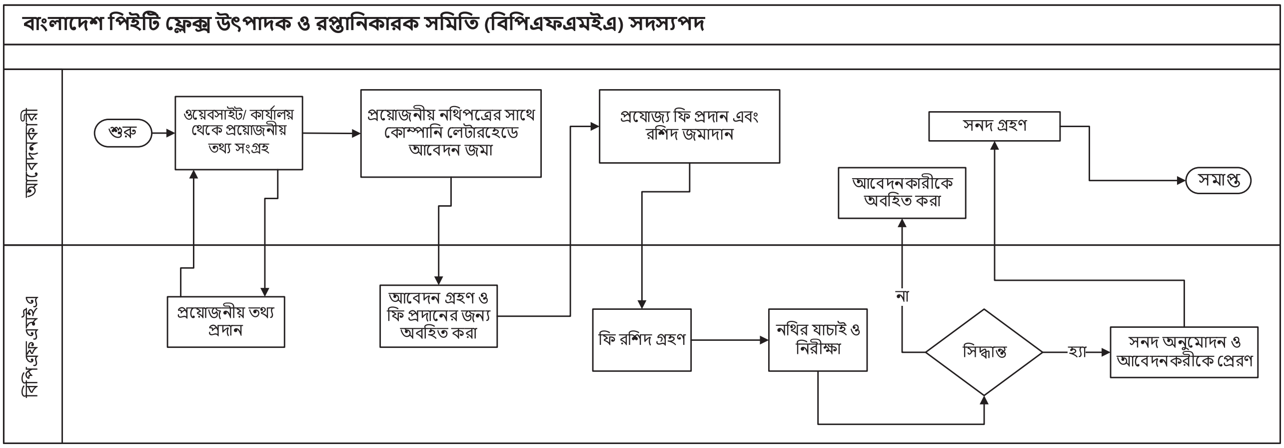

পরিশোধযোগ্য ফি

ভর্তি ফি	৭,০০০ টাকা
বার্ষিক ফি	৫,০০০ টাকা
সনদ ফি	২০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	সাইনবোর্ড/ভ্যাট/সারচার্জ

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	১-৭ দিন
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স • টিআইএন সনদ • অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ • অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
প্রক্রিয়ার ধাপ	• নবায়নের জন্য আবেদন জমা • ফি পরিশোধ • নবায়ন সনদ ইস্যু
ফি	৫,২০০ টাকা

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• পরিদর্শনে বিলম্ব • ঠিকানা সংক্রান্ত অসামঞ্জস্য
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে।
যোগাযোগের ঠিকানা	বাংলাদেশ পিইটি ফ্লেক্স উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিপিএফএমইএ) সিটি হার্ট শপিং কমপ্লেক্স, স্যুট নং ৫/৮ (৪র্থ তলা), ৬৭, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০ মোবাইল: +৮৮ ০১৭৪৬-৭৫৯৯৭৬ ইমেইল: bpfmeabd@gmail.com ওয়েব: https://bpfmea-bd.com/

গ্লোবাল রিসাইকেল স্ট্যান্ডার্ড (জিআরএস) সার্টিফিকেট

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	পণ্যে ২০%-১০০% পুনর্ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যবহারের দাবিকে বৈধতা প্রদান।
যাদের প্রয়োজন	রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
ভৌগোলিক পরিসর	বিশ্বব্যাপী (মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতাদের জন্য)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	টেক্সটাইল এক্সচেঞ্জ (Textile Exchange)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.intertek.com/bangladesh

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক শর্তাবলী		
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	• ট্রেসিবিলিটি সংক্রান্ত তথ্য • সামাজিক অনুমোদন/কমপ্লায়েন্স • পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স (ইইসি) • কেমিক্যাল কমপ্লায়েন্স (ZDHC - 4) • এমআরএসএল	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ইন্টারটেক-এর (এক্সেল ফরমে) আবেদন জমা।
ধাপ ২	ইন্টারটেক প্রোফর্মা ইনভয়েস (PI) এবং অডিট চেকলিস্ট পাঠাবে।
ধাপ ৩	অডিট ফি পরিশোধ এবং চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রস্তুতি
ধাপ ৪	চেকলিস্ট অনুযায়ী কাগজপত্র প্রস্তুত থাকলে এক মাসের মধ্যে অডিট তারিখ নির্ধারণ।
ধাপ ৫	কোনো সংশোধনী প্রয়োজন না হলে অডিট শেষে ১৪ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান।
ধাপ ৬	সংশোধনী প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করে ইন্টারটেক-এ জানালে ১৪ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান।
ধাপ ৭	প্রতিটি ব্যাচের জন্য আলাদা ট্রানজ্যাকশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন; আবেদন Source Clear Portal থেকে নেওয়া যায়।

প্রক্রিয়া চিত্র

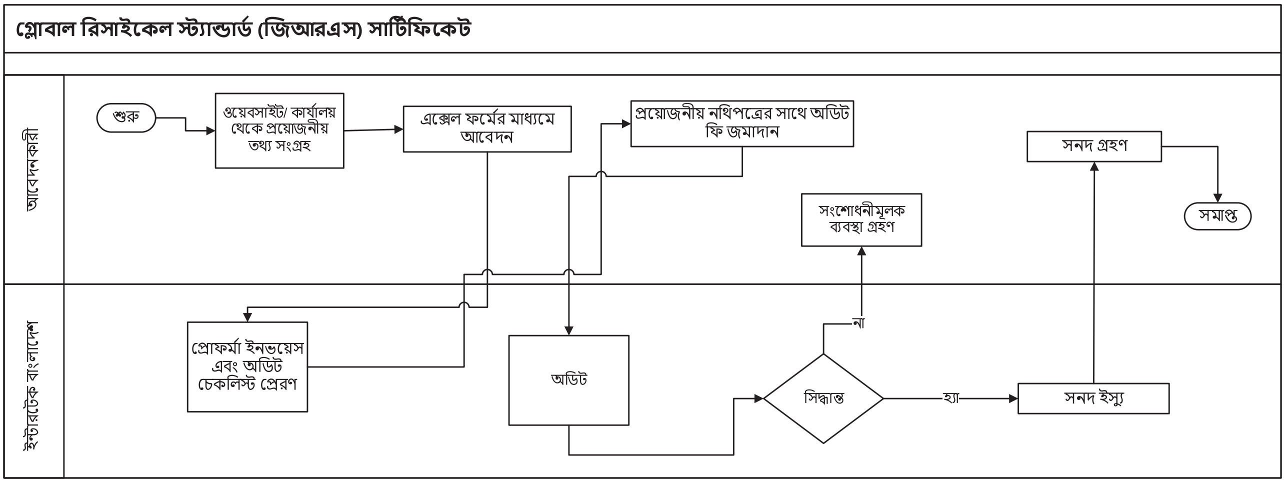

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	প্রযোজ্য নয়
লাইসেন্স ফি	২,০০০ মার্কিন ডলার (প্রতিষ্ঠানের আকার ও কর্মীসংখ্যা অনুযায়ী পরিবর্তনশীল)
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	সংশোধনী ছাড়া হলে: ১৪ কার্যদিবস
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	১৮ কার্যদিবস

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC)
প্রক্রিয়ার ধাপ	• ইন্টারটেক-এ এক্সেল ফরমে আবেদন • ইন্টারটেক প্রোফর্মা ইনভয়েস (চও) এবং অডিট চেকলিস্ট পাঠাবে • অডিট ফি পরিশোধ • চেকলিস্ট অনুযায়ী নথি প্রস্তুত • কোনো সংশোধনী না থাকলে ১৪ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট ইস্যু • সংশোধনী থাকলে তা সম্পন্ন করে পুনরায় জমা • প্রতিটি ব্যাচের জন্য ট্রানজ্যাকশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন (Source Clear Portal থেকে সংগ্রহযোগ্য)
ফি	উল্লেখ নেই (ইন্টারটেক নির্ধারণ করবে)

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• ট্রেসিবিলিটি থাকলেও কখনও কখনও সামাজিক কমপ্লায়েন্স অনুপস্থিত থাকে • অধিকাংশ রাসায়নিক বিদেশ থেকে আমদানি হওয়ায় ZDHC বা MRSL লেভেল মাপা কঠিন হয়
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	
যোগাযোগের ঠিকানা	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪

রিসাইকেল্ড ক্লেইম স্ট্যান্ডার্ড (আরসিএস) সার্টিফিকেট

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	পণ্যে ০৫%-২০% পুনর্ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যবহারের দাবিকে বৈধতা প্রদান।
যাদের প্রয়োজন	রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
ভৌগোলিক পরিসর	বিশ্বব্যাপী (মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতাদের জন্য)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	টেক্সটাইল এক্সচেঞ্জ (Textile Exchange)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.intertek.com/bangladesh

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক্ শর্তাবলী	

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- ট্রেসিবিলিটি সংক্রান্ত তথ্য
- সামাজিক অনুমোদন/কমপ্লায়েন্স
- পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স (ইইসি)
- কেমিক্যাল কমপ্লায়েন্স (ZDHC - 4)
- এমআরএসএল

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ইন্টারটেক-এ (এক্সেল ফরমে) আবেদন জমা।
ধাপ ২	ইন্টারটেক প্রোফর্মা ইনভয়েস (PI) এবং অডিট চেকলিস্ট পাঠাবে।
ধাপ ৩	অডিট ফি পরিশোধ এবং চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রস্তুতি
ধাপ ৪	চেকলিস্ট অনুযায়ী কাগজপত্র প্রস্তুত থাকলে এক মাসের মধ্যে অডিট তারিখ নির্ধারণ।
ধাপ ৫	কোনো সংশোধনী প্রয়োজন না হলে অডিট শেষে ১৪ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান।
ধাপ ৬	সংশোধনী প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করে ইন্টারটেক-এ জানালে ১৪ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান।
ধাপ ৭	প্রতিটি ব্যাচের জন্য আলাদা ট্রানজ্যাকশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন; আবেদন Source Clear Portal থেকে নেওয়া যায়।

প্রক্রিয়া চিত্র

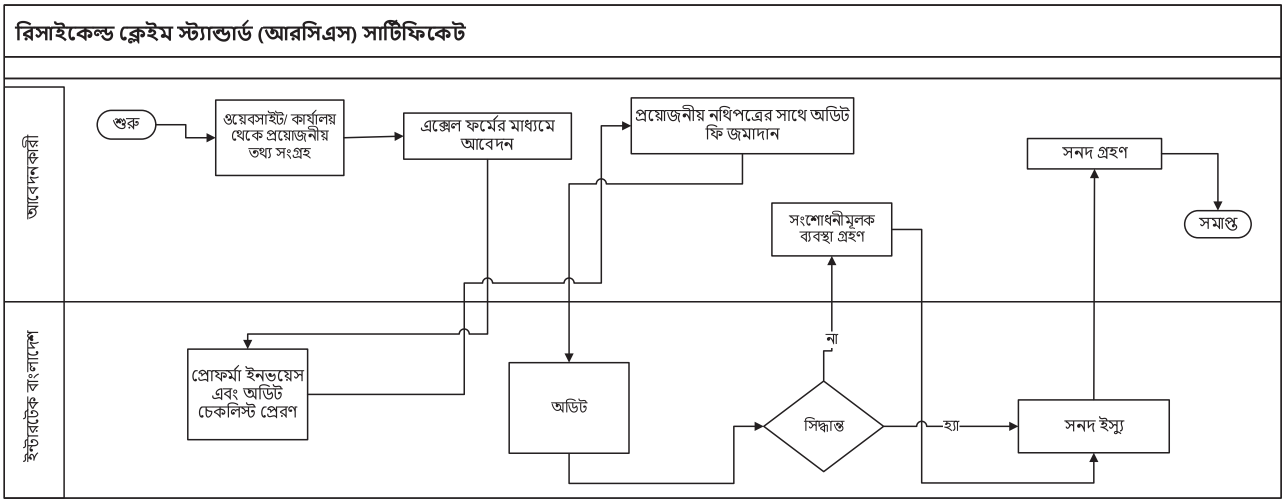

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	প্রযোজ্য নয়
লাইসেন্স ফি	১,৫০০ মার্কিন ডলার (প্রতিষ্ঠানের আকার ও কর্মীসংখ্যা অনুযায়ী পরিবর্তনশীল)
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	সংশোধনী ছাড়া হলে: ১৪ কার্যদিবস
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	১৮ কার্যদিবস

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC)
প্রক্রিয়ার ধাপ	• ইন্টারটেক-এ এক্সেল ফরমে আবেদন • ইন্টারটেক প্রোফর্মা ইনভয়েস (চও) এবং অডিট চেকলিস্ট পাঠাবে • অডিট ফি পরিশোধ • চেকলিস্ট অনুযায়ী নথি প্রস্তুত • কোনো সংশোধনী না থাকলে ১৪ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট ইস্যু • সংশোধনী থাকলে তা সম্পন্ন করে পুনরায় জমা • প্রতিটি ব্যাচের জন্য ট্রানজ্যাকশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন (Source Clear Portal থেকে সংগ্রহযোগ্য)
ফি	উল্লেখ নেই (ইন্টারটেক নির্ধারণ করবে)

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• ট্রেসিবিলিটি থাকলেও কখনও কখনও সামাজিক কমপ্লায়েন্স অনুপস্থিত থাকে • অধিকাংশ রাসায়নিক বিদেশ থেকে আমদানি হওয়ায় ZDHC বা MRSL লেভেল মাপা কঠিন হয়
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	
যোগাযোগের ঠিকানা	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪

ট্রানজ্যাকশন সার্টিফিকেট (Transaction Certificate)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	নির্দিষ্ট একটি ব্যাচের পুনর্ব্যবহৃত কাঁচামাল সংক্রান্ত দাবির সঠিকতা নিশ্চিত করা।
যাদের প্রয়োজন	রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
ভৌগোলিক পরিসর	বিশ্বব্যাপী (মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতাদের জন্য)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	টেক্সটাইল এক্সচেঞ্জ (Textile Exchange)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.intertek.com/bangladesh

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	একবারই
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক শর্তাবলী	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	• শিপমেন্ট সংক্রান্ত নথি • ক্রয় সংক্রান্ত নথি

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ইন্টারটেক-এ আবেদন করা
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা প্রদান
ধাপ ৩	কোনো অডিটের প্রয়োজন নেই
ধাপ ৪	নথি যাচাই শেষে সার্টিফিকেট ইস্যু

প্রক্রিয়া চিত্র

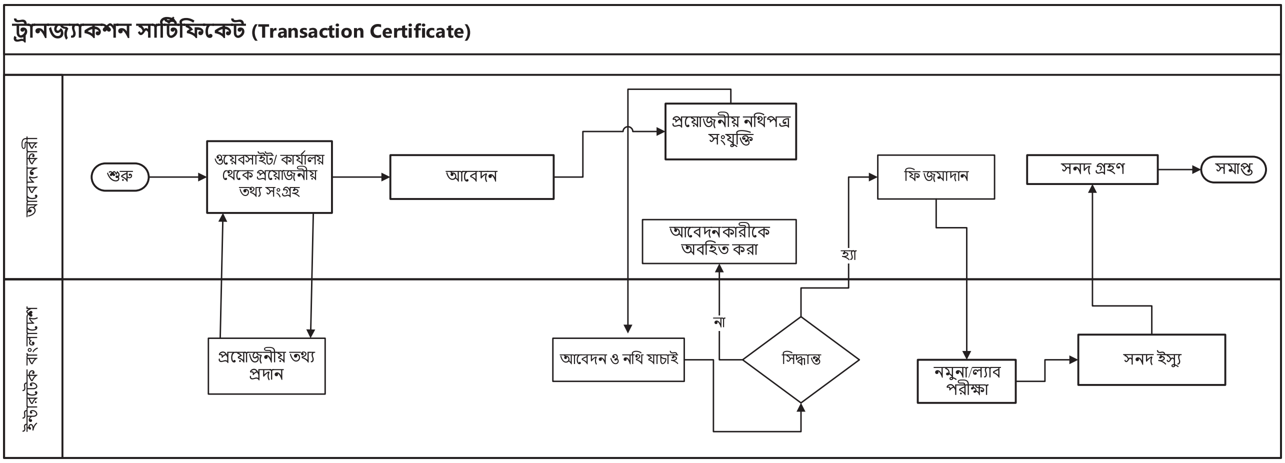

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	প্রযোজ্য নয়
লাইসেন্স ফি	১০ মার্কিন ডলার
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা

নির্ধারিত সময়	৪ কার্যদিবস
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	উল্লেখ নেই

নবায়ন

নবায়ন	প্রয়োজন নেই
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
প্রক্রিয়ার ধাপ	
ফি	

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	কাগজপত্র সঠিকভাবে জমা না দেওয়া
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	• চট্টগ্রাম • নারায়ণগঞ্জ • গাজীপুর
যোগাযোগের ঠিকানা	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪

জিরো ডিসচার্জ অব হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল (ZDHC)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance) প্রাপ্তির জন্য
যাদের প্রয়োজন	রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
ভৌগোলিক পরিসর	বিশ্বব্যাপী (মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতাদের জন্য)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	টেক্সটাইল এক্সচেঞ্জ (Textile Exchange)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.intertek.com/bangladesh

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	অর্ধবার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক্ শর্তাবলী	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	ZDHC মানদণ্ড অনুযায়ী ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ইন্টারটেক-এ আবেদন করা
ধাপ ২	নমুনা/ল্যাব টেস্টিং
ধাপ ৩	সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন না হলে রিপোর্ট ইস্যু করা (ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে অবহিত করা)

প্রক্রিয়া চিত্র

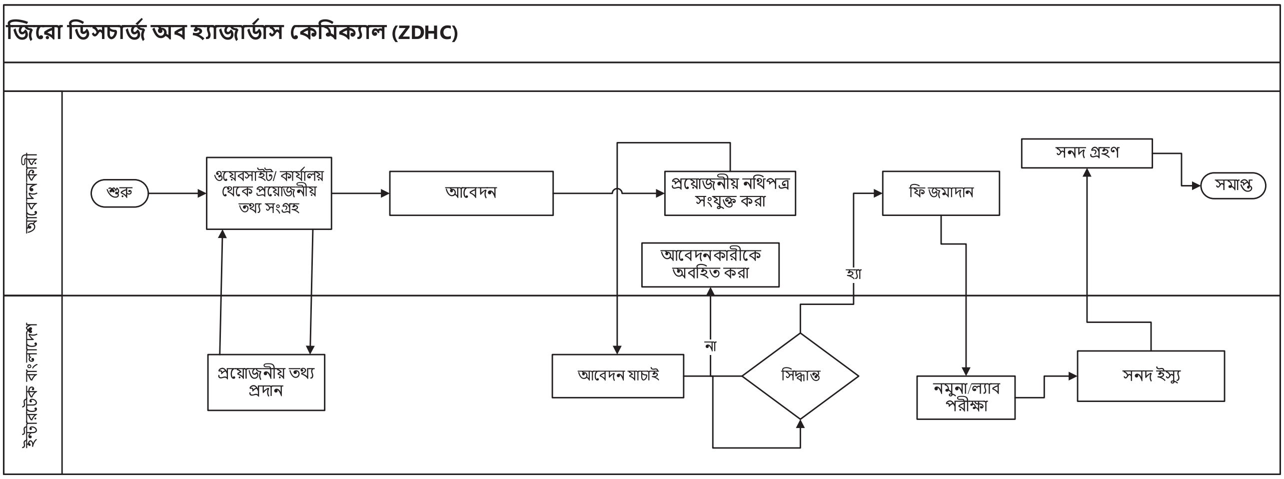

পরিশোধযোগ্য ফি

টেস্টিং চার্জ	৩০০ মার্কিন ডলার
লাইসেন্স ফি	৭০০ মার্কিন ডলার
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা

নির্ধারিত সময়	১৪ কার্যদিবস
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	উল্লেখ নেই

নবায়ন

নবায়ন	প্রয়োজন নেই
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	একই
প্রক্রিয়ার ধাপ	• ইন্টারটেকে আবেদন • নমুনা/ল্যাব টেস্টিং • কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন না হলে রিপোর্ট ইস্যু
ফি	১০০০ মার্কিন ডলার (৩০০ + ৭০০) + ১৫% ভ্যাট

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• ইচ্ছাকৃত ব্যবহার নেই তা প্রমাণ করা কঠিন • জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি • প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	• চট্টগ্রাম • নারায়ণগঞ্জ • গাজীপুর
যোগাযোগের ঠিকানা	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪

প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার সনদপত্র (EN-15343)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	ট্রেসেবল (সনাক্তযোগ্য) প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করা
যাদের প্রয়োজন	ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
ভৌগোলিক পরিসর	ইউরোপীয় ইউনিয়ন

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	টেক্সটাইল এক্সচেঞ্জ (Textile Exchange)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.intertek.com/bangladesh

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক্ শর্তাবলী	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	• ট্রেসেবিলিটি (সনাক্তযোগ্যতা) সংক্রান্ত কাগজপত্র • পুনর্ব্যবহার করা গ্রানিউলের কাগজপত্র • জি আর এস সনদপত্র

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ইন্টারটেক-এ আবেদন করা
ধাপ ২	ফি পরিশোধ
ধাপ ৩	নিরীক্ষা (অডিট)
ধাপ ৪	অডিট রিপোর্ট প্রদান
ধাপ ৫	সনদপত্র ইস্যু

প্রক্রিয়া চিত্র

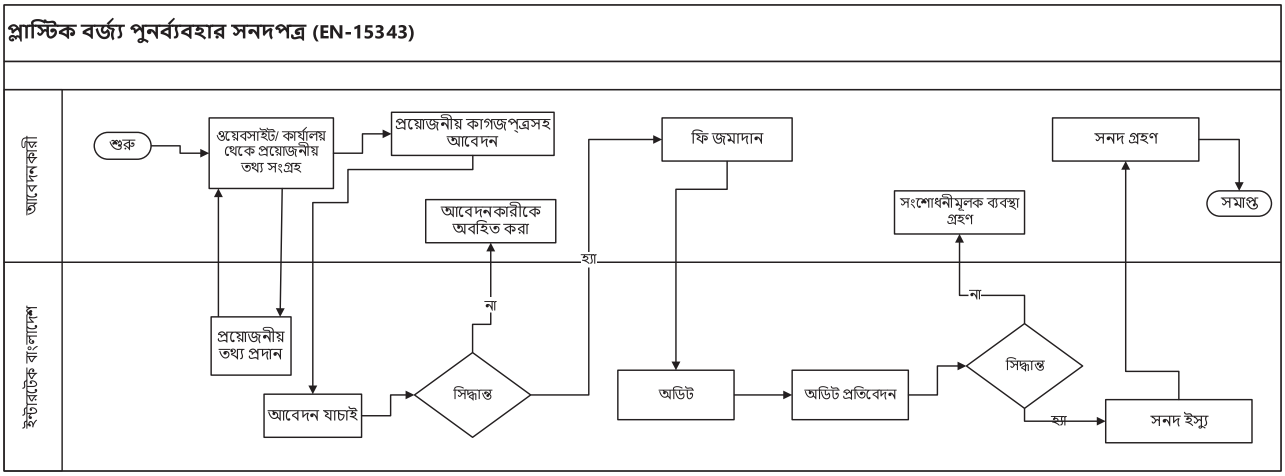

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফি	ইন্টারটেক নির্ধারণ করবে
ফি	ইন্টারটেক নির্ধারণ করবে
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা

নির্ধারিত সময়	১৪ কার্যদিবস
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	উল্লেখ নেই

নবায়ন

নবায়ন	প্রয়োজন নেই
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	একই
প্রক্রিয়ার ধাপ	• ইন্টারটেকে আবেদন • নমুনা/ল্যাব টেস্টিং • কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন না হলে রিপোর্ট ইস্যু
ফি	ইন্টারটেক নির্ধারণ করবে

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• সচেতনতার অভাব • কমপ্লায়েন্স ঘাটতি
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	• চট্টগ্রাম • নারায়ণগঞ্জ • গাজীপুর
যোগাযোগের ঠিকানা	ইন্টারটেক বাংলাদেশ (Intertek Bangladesh) ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় ও ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪

অধ্যায় ৪

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার সারসংক্ষেপ

গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার সারসংক্ষেপ

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নীতি কাঠামো একটি সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে, যা টেকসই, চক্রাকার অর্থনীতির নীতি এবং কম কার্বন নিঃসরনকে উৎসাহিত করে। তৃতীয় জাতীয় নির্ধারিত অবদান (এনডিসি ৩.০) গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, কমানো-পুনঃব্যবহার-পুনঃচক্র (Reduce-Reuse-Recycle) এর ধাপ নির্ধারণ করে, বর্জ্যকে একটি সম্পদ হিসেবে উপস্থাপন করে এবং অনানুষ্ঠানিক খাতকে সরকারি পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উৎসাহিত করে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ২০২৩ একত্রে পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ভিত্তি তৈরি করে। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ এই নীতিগুলোকে আরও শক্তিশালী করে, সমস্ত উন্নয়ন খাতে পরিবেশগত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

পরিচালনা/বাস্তবায়ন স্তরে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি ২০২১ উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করে, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের বাধ্যবাধকতাকে আনুষ্ঠানিক রূপদান করে এবং প্লাস্টিক উৎপাদক ও আমদানিকারকদের জন্য বর্ধিত উৎপাদক দায়িত্ব (ইপিআর) প্রবর্তন করে। এই বিধিগুলো বর্জ্য নিষ্পত্তি থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, পৌরসভায় পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং লাইসেন্সকৃত পুনর্ব্যবহার সুবিধা বাধ্যতামূলক করে।

ব্যবসায়িক সংক্রান্ত নীতিমালা যেমন, রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ পরিবেশ ও শিল্প অগ্রাধিকারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই নীতিমালাগুলো পুনঃব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি শুল্কমুক্ত আমদানি সহজতর করে, পুনর্ব্যবহৃত পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করে এবং নানারকম আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সবুজ পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করে। একদিকে, আয়কর আইন ২০২৩ এবং এর মধ্যে বিদ্যমান কর ছাড়ের বিধান পরিবেশগতভাবে টেকসই শিল্পে কর ছাড় প্রদান করে, যার মধ্যে প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার উদ্যোগও অন্তর্ভুক্ত।

সামগ্রীকভাবে, এই নীতিমালাগুলো বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অন্তর্ভক্তিমূলক কার্যকরী পরিবেশ ব্যবস্থাপনা তৈরি করে, যা পরিবেশ সংরক্ষণ, শিল্পের আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। তবে এ নীতিমালাগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানিক সমন্বয়, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, এবং আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার উপর, যার উপর ভিত্তি করে চক্রাকার ও টেকসই অর্থনীতির ধারণা বাস্তবায়িত করা যায়।

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাসঙ্গিক এই নীতিমালার মূল বিষয়গুলো হলো;

৪.১ বাংলাদেশের তৃতীয় জাতীয় নির্ধারিত অবদান (এনডিসি ৩.০)

নীতির অনলাইন লিংক: https://unfccc.int/sites/default/files/2025-09/Bangladesh%20Third%20Nationally%20Determined%20Contribution%20%28NDC%203.0%29.pdf

বাংলাদেশ প্যারিস চুক্তির আওতায় দেশের এনডিসি ৩.০-কে একটি বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি এবং নিম্ন-কার্বন নিঃসরণ ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নের জাতীয় রোডম্যাপ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এনডিসি ৩.০ দাখিলকরণে ২০২২ সালকে ভিত্তি বছর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (যেখানে মোট জাতীয় গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ = ২৫২.০৪ $MtCO_2$-সমমান) এবং যদি অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তবে ২০৩৫ সালের পর্যন্ত 'যথারীতি ব্যবসা' (ইওট) পরিচালিত হলে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ৪১৮.৪০ গঃঈঙ$_2$-সমমান হিসেবে অনুমান করা হয়েছে। এই এনডিসিতে ২০৩৫ সালের জন্য দুটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. শর্তহীন প্যাকেজ - যা দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও নীতি দ্বারা বাস্তবায়নযোগ্য।

২. শর্তসাপেক্ষ প্যাকেজ - যা আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিটি দেশ তাদের জাতীয় নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) ব্যবহার করে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় কী ধরণের প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করে। এক্ষেত্রে দেশসমূহের

কার্বন নিঃসরণ বেসলাইন এবং ব্যবসা-যথারীতি (BAU)

- ভিত্তি বছর (২০২২) মোট গ্রীনহাউস গ্যাস = ২৫২.০৪ $MtCO_2e$
- প্রধান খাত: শক্তি (৪৮.৮%) এবং কৃষি, বন ও অন্যান্য ভূমি ব্যবহার (AFOLU) (৩৭.৮%)
- ছোট অংশ: বর্জ্য এবং শিল্প প্রক্রিয়া ও পণ্য ব্যবহার (IPPU)

ব্যবসা-যথারীতি (BAU) ২০৩৫ অনুমান: ৪১৮.৪০ $MtCO_2e$, যা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, শক্তি চাহিদার বৃদ্ধি, শহরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে ঘটবে এবং শক্তি খাত প্রধান উৎস (প্রায় ৬৩%) থাকবে।

অর্থনীতি-পর্যায়ের কার্বন নিঃসরণ হ্রাস লক্ষ্য (২০৩৫)

- শর্তসাপেক্ষ সর্বমোট হ্রাস (পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সহায়তা সহ): ৮৪.৯৭ $MtCO_2e$ (~২০.৩১% ইঅট-এর নিচে)
- শর্তহীন (দেশীয় তহবিল) হ্রাস: ২৬.৭৪ $MtCO_2e$ (৬.৩৯% ইঅট-এর নিচে)
- শর্তসাপেক্ষ (আন্তর্জাতিক সহায়তার উপর নির্ভর): ৫৮.২৩ $MtCO_2e$ (~১৩.৯২% ইঅট-এর নিচে)

বাংলাদেশের কার্বন নিঃসরণ হ্রাস প্রতিশ্রুতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্তর

বাংলাদেশ শর্তহীন ব্যবস্থায় ২০৩৫ সালের অনুমিত নিঃসরণ ৬.৩৯% (২৬.৭৪ $MtCO_2$-সমমান) হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে, এবং শর্তসাপেক্ষ ব্যবস্থায় আরও ১৩.৯২% (৫৮.২৩ গঃঈঙ$_2$-সমমান) হ্রাস করবে। একত্রে, এটি মোট ২০.৩১% (৮৪.৯৭ গঃঈঙ$_2$-সমমান) হ্রাসের সমান। এই লক্ষ্যসমূহ তথ্য মডেলিং এবং অংশীজনদের পরামর্শের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে, যা বিশ্বাসযোগ্যতা এবং জাতীয় মালিকানা নিশ্চিত করে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রধান নীতি উদ্দেশ্য

- উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও শক্তি পুনঃপ্রাপ্তির মাধ্যমে মিথেন নিঃসরণ হ্রাস করা
- কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে চক্রাকার অর্থনীতি মডেলের সঙ্গে সংহত করা

বাংলাদেশ বর্জ্য খাতকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের একটি ক্রমবর্ধমান উৎস এবং মিথেন গ্যাস হ্রাসের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এনডিসি ৩.০ অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০৩৫ সালের মধ্যে ১.৭৮ গঃঈঙ$_2$-সমমান কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, যা বর্জ্য-থেকে গ্যাস পুনঃপ্রাপ্তি প্রকল্প, বর্জ্য-থেকে-শক্তি প্রকল্প, এবং উপকরণ পুনঃপ্রাপ্তি সুবিধার সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হবে। সম্পূরক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম সমূহ: নর্দমা ও বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা, স্লাজ ব্যবস্থাপনা, এবং সংগ্রহ-পর্যায়ে কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ, যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে চক্রাকার অর্থনীতি নীতির সাথে সমন্বিত করে।

এই উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে। বর্জ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধির কারণে বর্জ্য ব্যব্যস্থাপনার বিদ্যমান অবকাঠামো সুবিধা পর্যাপ্ত নয়, এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলো নিয়মিত স্বীকৃতি বা সামাজিক সুরক্ষা ছাড়া সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে সীমিত আর্থিক সহায়তা আধুনিক প্রযুক্তি ও শক্তি পুনঃপ্রাপ্তি ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করছে, আর দক্ষতার ঘাটতি উন্নত সুবিধাগুলোর কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে।

একই সময়ে, এনডিসি ৩.০ ন্যায্যতার মাধ্যমে রূপান্তরের সুযোগও প্রদান করছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিক করা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া, এবং পুনর্ব্যবহার, উপকরণ পুনঃপ্রাপ্তি ও বর্জ্য-থেকে-শক্তি প্রকল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এটি নিশ্চিত করবে যে জলবায়ু হ্রাস কার্যক্রম সামাজিক সমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এনডিসি ৩.০ এর মাধ্যমে অবকাঠামো, দক্ষতা এবং অন্তর্ভুক্তি সমাধান করার মাধ্যমে, বাংলাদেশ একই সঙ্গে নিঃসরণ হ্রাস, সবুজ জীবিকা প্রচার এবং স্থিতিশীল, বৃত্তাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে।

৪.২ জাতীয় ৩আর কৌশল (জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ২০১০)

নীতির অনালাইন লিংকঃ https://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/publications/7dc258b2_4501_400d_b066_5e56d84f439f/National_3R_Strategy.pdf

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর দ্রুত নগরায়ন, শিল্প উন্নয়ন এবং ভোগ্য পণ্য ব্যবহারের বিস্তার লক্ষ্য করা গেছে। দেশের শহরগুলো প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন করে, যার মধ্যে প্লাস্টিক, প্যাকেজিং এবং অন্যান্য অপচনশীল উপাদান অন্তর্ভুক্ত। প্রথাগত পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে, বর্জ্যকে "মূল্যহীন" হিসেবে দেখা হয় এবং প্রধানত বর্জ্য হিসেবে অপসারণ করা হয়, যা কোন স্থায়ী প্রক্রিয়া নয়। জাতীয় ৩আর কৌশল এই ধারণায় পরিবর্তন আনে: বর্জ্যকে সম্ভাব্য সম্পদ হিসেবে দেখে এবং একমুখী "সংগ্রহ-সৃষ্টি-ব্যবহার" মডেলে উপকরণের চক্রাকার প্রবাহের উপর জোর দেয়।

প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের প্রভাব

প্লাস্টিকের সর্বব্যাপক ব্যবহার এবং কম পচনশীলতার কারণে এই কৌশলর প্লাস্টিক বর্জ্যের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জাতীয় ৩ আর কৌশল এর মূল প্রভাবসমূহ হলো:

- হ্রাস (Reduce): একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বা উচ্চ বর্জ্যযুক্ত প্যাকেজিং কমানো, বিকল্প ব্যবহারের প্রচার এবং ভোক্তার ব্যবহার প্যাটার্ন পরিবর্তনের উৎসাহ দেওয়া।
- পুনঃব্যবহার (Reuse): যেখানে সম্ভব, প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকের উপাদান সরাসরি বর্জ্য হিসেবে নিক্ষেপ না করে পুনঃব্যবহার করা উচিত।
- পুনঃচক্রায়ন (Recycle): যা পুনঃব্যবহার করা যায় না, তা উৎসে পৃথক করা, সংগ্রহ করা, পলিমারের ধরন অনুযায়ী বাছাই করা (যেমন PET, PE, PP) এবং পুনঃচক্রায়ন/পুনঃপ্রাপ্তি ব্যবস্থায় প্রেরণ করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও অবকাঠামো: প্লাস্টিক বর্জ্য যাতে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিক্ষেপিত হয়ে (যেমন: খোলা ডাম্প, খাল) পরিবেশে প্রবেশ না করে, বরং আনুষ্ঠানিক বা অর্ধ-আনুষ্ঠানিক পুনঃচক্রায়ন চ্যানেলের মধ্যে যায় সে ধরনের পরিকল্পনা করা উচিত ।
- প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প: পুনঃচক্রায়নযোগ্যতা বিবেচনা করে ডিজাইন করা উচিৎ (পলিমারের কম মিশ্রণ, সহজ পৃথকীকরণ), যাতে পরবর্তী পুনঃচক্রায়ন প্রক্রিয়া সহজ হয়।

উপসংহার

জাতীয় ৩আর কৌশল বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন নির্দেশ করে। অপসারণ-কেন্দ্রিক মানসিকতা থেকে সম্পদ উৎপাদনকেন্দ্রিক, বহুমুখী চক্রাকার ব্যবস্থাপনা কৌশল এই জাতীয় থ্রী আর কৌশল। প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে এই কৌশলের অর্থ শুধুমাত্র শেষপর্যায়ের ব্যবস্থাপনা নয়, বরং পুরো জীবনচক্র পুনর্বিবেচনার (কীভাবে উৎপাদিত হয়, ব্যবহৃত হয়, নিক্ষিপ্ত হয়, সংগ্রহ করা হয়, বাছাই করা হয় এবং পুনঃচক্রায়ন করা হয়)। এই ভিশন বাস্তবায়নের জন্য সমর্থনযোগ্য নীতি, অবকাঠামোগত বিনিয়োগ, অংশীদারদের (গৃহস্থ থেকে আমদানিকারক/উৎপাদক) সম্পৃক্ততা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও মান-শৃংখলা সৃষ্টির মধ্যে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগত সংযোগ প্রয়োজন।

৪.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

নীতির অনলাইন লিংক: https://www.planning.gov.tt/sites/default/files/National%20Environmental%20Policy%20%28NEP%29%20T%26T%202018.pdf

আইনি ও প্রতিষ্ঠানগত প্রেক্ষাপট

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ (ইসিআর ২০২৩), বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর (বিইসিএ) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারি করা হয়েছে। এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার মাধ্যমে সরকারকে বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে (ধারা ২০)। এই বিধিমালার অধীনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলো পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)। বিধিমালায় গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী ও সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন "পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ)", "পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)", "সাইট ক্লিয়ারেন্স সনদ (এসসিসি)", "পরিবেশ অনুমোদন সনদ (ইসিসি)" ইত্যাদি।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনঃচক্রায়নের প্রাসঙ্গিকতা

যদিও বিধিমালা বিশদ বিস্তৃত (বায়ু, পানি, মাটি, বর্জ্য, ক্ষতিকর পদার্থ), তবে প্লাস্টিক পুনঃচক্রায়ন বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে কার্যরতদের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ হলো:

- পরিকল্পনা শ্রেণীবিন্যাস: প্লাস্টিক বর্জ্য বা পুনঃচক্রায়ন কার্যক্রম পরিচালিত প্রকল্পগুলিকে তাদের দূষণ সম্ভাবনার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যস্ত করা (সবুজ/হলুদ/কমলা/লাল) প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ: পুনঃপ্রক্রিয়াকৃত প্লাস্টিক থেকে নির্গত বাষ্প, ধোয়ার সময় নির্গত পানি, রাসায়নিক সংযোজন ইত্যাদি।
- ইসিসি ও ইআইএ: পুনঃচক্রায়ন কারখানাগুলো আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ছাড়া কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।
- নির্গমন মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য: যদি পুনঃচক্রায়ন প্রক্রিয়ায় প্লাস্টিক ধোয়া, কুচানো বা রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত করা হয়, তবে নির্গত পানি বা বর্জ্য নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।
- পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং: রেকর্ড সংরক্ষণ, রিপোর্টিং, এবং নজরদারি বাধ্যতামূলক; অনিচ্ছাকৃত দূষণ (যেমন: এফ্লুয়েন্ট-এ মাইক্রোপ্লাস্টিক, ধুলা) হলে ভুক্তভোগী বা ডিওই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- নিরাপদ কার্যক্রম: বর্জ্য হ্যান্ডলিং, পৃথককীকরণ, সংগ্রহ, বর্জ্য উপকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ, এবং ব্যবহারের অযোগ্য অংশের নিরাপদ নিষ্পত্তি ইসিআর ২০২৩-এর মান অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিকরণ ও তদারকি: কঠোর তদারকি ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কারণে প্লাস্টিক পুনঃচক্রায়ন ব্যবসায় পরিবেশগত মানদণ্ডের সম্মিলন একটি প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

উপসংহার

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ বাংলাদেশের পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিকীকরণ নির্দেশ করে। এটি আধুনিক শিল্পায়ন, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং শাসন কাঠামোর মানদণ্ড প্রতিফলিত করে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা প্লাস্টিক পুনঃচক্রায়নে জড়িত যে কেউ এই বিধিমালার অধীনে আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে। এটি পুনঃচক্রায়ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আইনগতভাবে সুরক্ষিত করে, ঝুঁকি হ্রাস করে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

৪.৪ জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ২০১৮

নীতির অনলাইন লিঙ্কঃ https://www.planning.gov.tt/sites/default/files/National%20Environmental%20Policy%20%28NEP%29%20T%26T%202018.pdf

প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বাড়তি চাপ, দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং নানা ধরনের দূষণ বৃদ্ধির বাস্তবতা বিবেচনায় বাংলাদেশ জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করে। এটি ১৯৯২ সালের নীতিমালার হালনাগাদ রূপ, যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে।

নীতিমালা জোর দেয় যে, পরিবেশ রক্ষা কোনো আলাদা কাজ নয়। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেএটি সব ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে।

প্লাস্টিক বর্জ্য ও পুনর্ব্যবহার খাতে প্রাসঙ্গিকতা

যদিও নীতিমালাটি শুধুমাত্র প্লাস্টিক বর্জ্যকে কেন্দ্র করে নয়, তবুও এর দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিগত লক্ষ্যগুলি প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্ব্যবহারে শক্ত ভিত্তি প্রদান করে।

প্রধান দিকগুলো হলো–

- দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও অবনমিত পরিবেশ পুনরুদ্ধার: প্লাস্টিক বর্জ্য দীর্ঘস্থায়ী দূষণের অন্যতম উৎস (ডাম্পিং সাইট, জলাধার, খোলা স্থানে ফেলা বর্জ্য ইত্যাদি)। এই নীতিমালায় "দূষণকারী কার্যক্রম শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ" লক্ষ্যটি সরাসরি প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত।
- প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারঃ নীতিমালায় সম্পদের পুনঃব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি চক্রাকার অর্থনীতির ধারণাকে সমর্থন করে, যেখানে প্লাস্টিক ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে পুনর্ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- সকল খাতে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নঃ প্লাস্টিক উৎপাদন, প্যাকেজিং, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার, সবই উন্নয়ন খাতের অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলোকে পরিবেশবান্ধব নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনা করতে হবে।
- গণসচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার উন্নত করতে আচরণগত পরিবর্তন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অত্যন্ত জরুরি। নীতিমালায় এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- জলবায়ু ও নিম্ন-কার্বন প্রযুক্তিঃ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার নতুন কাঁচামাল উত্তোলন কমায় ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে সহায়তা করে। এগুলো নীতিমালার জলবায়ু-সহিষ্ণু ও নিম্ন-কার্বন উন্নয়নের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপসংহার

জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ২০১৮ বাংলাদেশের পরিবেশ-সংক্রান্ত নীতি কাঠামোতে একটি বড় ধরনের অগ্রগতি। এটি পরিবেশ, উন্নয়ন, সম্পদ ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ–সবকিছুকে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার আহ্বান জানায়।

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা বিশেষভাবে সহায়ক, কারণ এটি–

- প্লাস্টিক দূষণ কমানোর উদ্যোগকে বৈধতা দেয়,
- পুনর্ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ করতে উৎসাহিত করে,
- প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অংশীজনদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর দিকনির্দেশনা দেয়।

প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার কার্যক্রমে জড়িত ব্যবসা, সংগঠন বা বিনিয়োগকারীদের জন্য নীতিমালার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা টেকসই উন্নয়ন ও আইনসম্মত পরিচালনার পথ আরও সুদৃঢ় করে।

৪.৫ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

নীতির অনলাইন লিংক: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-791.html

আইনি ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (বিইসিএ) বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষার প্রধান জাতীয় আইন। এটি পূর্বের অধ্যাদেশের পরিবর্তে স্থান নেয় এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে।

আইনের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও তদারকির প্রধান সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার নেতৃত্বে একজন মহাপরিচালক থাকেন। আইনটি "পরিবেশ", "দূষণ", "বর্জ্য", "ক্ষতিকর পদার্থ" এবং "পরিবেশ ব্যবস্থা (ইকোসিস্টেম)" এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করে, যা নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের আইনি স্পষ্টতা নিশ্চিত করে। এই আইন সরকারকে (ডিওই-এর মাধ্যমে) কিছু ভৌগোলিক এলাকা "পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা" (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়, যেখানে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য।

প্লাস্টিক বর্জ্য ও পুনঃচক্রায়ন কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা

প্লাস্টিক বর্জ্য বা পুনঃচক্রায়ন কার্যক্রম পরিচালিত যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো হলো:

- পরিবেশ অনুমোদন প্রয়োজনীয়তা: প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পুনঃচক্রায়ন বা নিষ্পত্তি পরিচালিত যেকোনো প্রতিষ্ঠান যদি শিল্প বা প্রকল্প বিভাগে আসে, তবে পরিবেশ অনুমোদন সনদ (ইসিসি) প্রয়োজন।
- দূষণ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ: প্লাস্টিক বর্জ্য পরিচালনা বা পুনঃচক্রায়ন প্রক্রিয়ায় যদি বায়ু, শব্দ, ধুলা বা ধোয়ার পানি, লিচেট, কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় যা মাটি, পানি বা বায়ুকে দূষিত করতে পারে, তবে এটি আইনের আওতায় আসে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।
- ইসিএ এলাকায় অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ: যদি পুনঃচক্রায়ন কার্যক্রম ইসিএ এলাকায় পরিচালিত হয়, তবে অতিরিক্ত বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন নতুন শিল্প বা বর্জ্য হ্যান্ডলিং ইউনিট স্থাপনের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অনুমোদন দেওয়া হয় না।
- পর্যবেক্ষণ ও মানদণ্ড: ডিওই পর্যবেক্ষণ, নমুনা সংগ্রহ এবং প্রয়োগের জন্য দায়ী। পুনঃচক্রায়ন ব্যবসায়কে সঠিক বর্জ্য পরিচালনা ব্যবস্থা, নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, এবং রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিবেশ ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদন/বিক্রয়: যেমন পলিথিনের মতো উপকরণের উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, যা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক হ্রাসে সহায়ক এবং পুনঃচক্রায়ন কৌশলের সঙ্গে সংযুক্ত।

উপসংহার

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক আইনি কাঠামো প্রদান করে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা পুনঃচক্রায়ন খাতে জড়িত যে কেউ এই আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করলে, তারা আইনগতভাবে সুরক্ষিত হবে এবং একই সঙ্গে দেশের পুনঃচক্রায়ন ও সার্কুলার ইকোনমি লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

৪.৬ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১

নীতির অনলাইন লিংক: https://www.bangladeshtradeportal.gov.bd/kcfinder/upload/files/Legal_1756180440.pdf

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ বাংলাদেশে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বিত ও আইনগত কাঠামো নির্ধারণ করেছে। এই বিধিমালা ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে জারি হয় এবং এর আওতায় গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও শিল্প উৎস থেকে উৎপন্ন সকল ধরনের কঠিন বর্জ্যের সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনরুদ্ধার, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিধিমালায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও সম্পদে রূপান্তরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্যকে অ-পচনশীল বর্জ্য হিসেবে চিহ্নিত করে তা আলাদাভাবে ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সরাসরি ফেলার পরিবর্তে পুনর্ব্যবহার ও পুনরুদ্ধারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এ বিধিমালায় প্রত্যেক বর্জ্য উৎপাদক–গৃহস্থালি, দোকান, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা–কে উৎসস্থলেই বর্জ্য পৃথক করতে বাধ্য করা হয়েছে। পচনশীল, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য আলাদা আলাদা রাখার বিধান রয়েছে, এবং প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য এর অন্তর্ভুক্ত। এই বিধিমালা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃথকভাবে বর্জ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে প্লাস্টিক বর্জ্য দূষিত না হয় এবং পুনর্ব্যবহারের উপযোগী থাকে। এর পাশাপাশি বর্জ্য বাছাই ও পুনরুদ্ধারের জন্য নির্ধারিত কেন্দ্র স্থাপনের কথাও বলা হয়েছে এই বিধিমালায়।

এই বিধিমালায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধাপক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে–প্রথমে বর্জ্য কমানো, পরে পুনঃব্যবহার, তারপর পুনর্ব্যবহার ও সম্পদে রূপান্তর। এ বিধিমালায় পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিচাপা দেওয়া নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ বিধিমালার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উৎপাদকদের দায়বদ্ধতা। যারা প্লাস্টিক মোড়কযুক্ত পণ্য উৎপাদন, আমদানি বা বাজারজাত করেন, তাদেরকে ব্যবহারের পর সৃষ্ট বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও পুনর্ব্যবহারে অংশ নিতে হবে। একক বা যৌথ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করা যাবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে ও কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

প্লাস্টিকসহ পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্য অনুমোদিত ও পরিবেশসম্মত স্থাপনা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা এ বিধিমালায় রয়েছে। প্লাস্টিক পণ্যের অনিয়ন্ত্রিত পুনর্ব্যবহার, খোলা স্থানে ফেলা বা পোড়ানো এ বিধিমালা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পুনর্ব্যবহার অযোগ্য বর্জ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে বিকল্প ব্যব্যহার ও পুড়িয়ে ফেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে খোলা জায়গায় প্লাস্টিক পোড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এটি পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

এ বিধিমালা মোতাবেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতি বছর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে, যেখানে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ, পুনর্ব্যবহার ও নিষ্পত্তির তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে তদারকি ও পরিকল্পনা জোরদার হবে। সার্বিকভাবে, এই বিধিমালা প্লাস্টিককে বর্জ্য নয়, বরং পুনরুদ্ধারযোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছে। এটি পরিবেশ দূষণ হ্রাস, নগর ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং একটি টেকসই ও চক্রাকার অর্থনীতির ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪.৭ রপ্তানি নীতি ২০২৪-২০২৭ (প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট পণ্য)

নীতির অনলাইন লিংক:
https://www.bangladeshtradeportal.gov.bd/kcfinder/upload/files/Legal_1756180440.pdf

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতি তিন বছর অন্তর আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৫০-এর ক্ষমতাবলে রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে, যেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের রপ্তানি-অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করা হয়। রপ্তানি নীতি ২০২৪-২০২৭ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং এটি দেশের সকল পণ্য ও সেবার রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (বেপজা, বেজা ও হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বিশেষ অঞ্চলের জন্য নয়)।

এই নীতিমালা রপ্তানিযোগ্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, শিল্পোৎপাদনে দক্ষতা উন্নয়ন, বাজার বহুমাত্রিকীকরণ এবং পরিবেশ-বান্ধব বাণিজ্য কাঠামো গঠনের জন্য একটি সমন্বিত দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহৃত পণ্যের সঙ্গে সম্পর্ক

বিশ্ববাজারে টেকসই ও পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি নীতি ২০২৪-২০২৭ আন্তর্জাতিক প্রবণতার সাথে নিজেকে সামঞ্জস্য করেছে, যেখানে পরিবেশ-বান্ধব পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

প্রধান দিকগুলো হলো–

- পরিবেশ-বান্ধব শিল্প স্বীকৃতি: শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে "পরিবেশগতভাবে সবুজ" মানদণ্ডে নিজেদেরকে শ্রেণিভুক্ত করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।
- আধুনিক পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি স্থাপন: শক্তি-সাশ্রয়ী ও আধুনিক পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি স্থাপনে উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার আরও কার্যকর হয়।
- গুণগতমান নিশ্চিতকরণ: পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান-মেনে চলার জন্য বিশেষ পরীক্ষাগার ও সনদায়ন সুবিধা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশকে বৈশ্বিক বাজারে আরও গ্রহণযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে।

৪.৮ আমদানি নীতি আদেশ - প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট পণ্য

নীতির অনলাইন লিঙ্ক: https://ccie.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/page/b2e8afec_108d_48dd_97f9_7c88d3d372f9/2022-06-02-04-00-522cda138e2b1c0751a4c4146163acd1.pdf

আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৫০-এর ক্ষমতাবলে প্রণীত আমদানি নীতি আদেশ (আইপিও) ২০২১-২৪ বাংলাদেশে পণ্য আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রক্রিয়াগত নির্দেশনাবলী নির্ধারণ করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা তৈরি করে যাতে করে আমদানি নির্ভর শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়া যায়, ভোক্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, পরিবেশ-বান্ধব বাণিজ্য চর্চা উৎসাহিত হয় এবং জাতীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে আমদানি-নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা যায়।

আইপিও ২০২১-২৪ নীতিকাল তার প্রকাশের দিন থেকে পরবর্তী নীতি জারি হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে এবং বেপজা, বেজা ও হাই-টেক

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারের সাথে সম্পর্ক

আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার-সম্পর্কিত শিল্পকে যে সমর্থন দেয়, তার মূল দিকগুলো হলো–

- আধুনিক পুনর্ব্যবহার যন্ত্রপাতি আমদানির সুযোগ: পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়াকে দক্ষ ও পরিবেশ-বান্ধব করতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সহজে আমদানি করার সুবিধা রাখা হয়েছে।
- চক্রাকার অর্থনীতি (সার্কুলার ইকোনমি) ধারণাকে উৎসাহ: প্লাস্টিক বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর এবং পুনঃব্যবহার-ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে এই নীতিটি সহায়ক।
- জাতীয় পরিবেশ ও নিরাপত্তা মানদণ্ড রক্ষা: আমদানিকৃত উপকরণ, রাসায়নিক এবং যন্ত্রপাতি যেন নিরাপদ ও পরিবেশ-সম্মত হয় তা এই নীতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- শিল্প, পরিবেশ ও রপ্তানি-উদ্দেশ্যের সমন্বয়: আমদানির নিয়মগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পুনর্ব্যবহার শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা সম্ভব হয় এবং একই সঙ্গে পরিবেশগত বিধিনিষেধ যেন রক্ষিত হয়।

সারসংক্ষেপ

আইপিও ২০২১-২৪ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার শিল্পের জন্য একটি সুশৃঙ্খল, স্বচ্ছ এবং পরিবেশ-সহায়ক আমদানি কাঠামো গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে–

- আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার বাড়ে,
- দেশে প্লাস্টিক বর্জ্যকে মূল্যবান পণ্যে রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হয়,
- এবং টেকসই শিল্পায়নের পথ আরও সুগম হয়।

৪.৯ আয়কর আইন ২০২৩

নীতির অনলাইন লিঙ্ক: https://nbr.gov.bd/uploads/acts/Income_Tax_act.pdf

আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

আয়কর আইন ২০২৩ (আইন নং দ্বাদশ/২০২৩) বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক প্রণীত একটি আধুনিক ও বিস্তৃত কর-বিধান, যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-কে প্রতিস্থাপন করে। ২২ জুন ২০২৩ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এটি প্রকাশ করে।

এই আইনটির মূল উদ্দেশ্য হলো–

- করব্যবস্থাকে সহজ করা,
- আধুনিক ও ডিজিটাল কর-সেবা নিশ্চিত করা,
- এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শাসন ও কর-অনুবর্তিতা (কমপ্লায়েন্স) শক্তিশালী করা।

কর-মুক্তি ও কর-ছাড়ের সুবিধা (ধারা ৭৬-৮২)

আইনটিতে নির্দিষ্ট খাত, কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন কর-মুক্তি সুবিধা রাখা হয়েছে।

- ধারা ৮১-এ উল্লেখ রয়েছে যে ষষ্ঠ তফসিলে নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প ও অনুমোদিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর-ছাড় (ট্যাক্স হলিডে) পেতে পারে।
- এসব সুবিধার আওতায় আসে–
- নতুন উৎপাদন-কারখানা,
- তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি-ভিত্তিক সেবা,
- রপ্তানিমুখী শিল্প ও প্রতিষ্ঠান।

ISBN 978-984-33-7307-6

International Labour Organization

BUILD
dialogue • research • advocacy
Business Initiative Leading Development

The project is co-funded under the Team Europe Initiative on Decent Work in Bangladesh

Co-funded by the European Union

EMBASSY OF DENMARK

Kingdom of the Netherlands

Sweden Sverige

In partnership with Canada